

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

# শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য ।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ-সাহিত্য

শ্রীনবীনকৃষ্ণ নাহা কর্তৃক সংগৃহীত

ও তৎকর্তৃক ।

কলিকাতা—১১ নং ভূগর্ভচরণ মিত্রের স্ট্রীট, পুরাণাবলী কার্যালয় হইতে

প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

বেদান্ত প্রেস,—৫৬ নং বিডন স্ট্রীট :

শ্রীনীলাধর বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৩ সাল ।



## সূচীপত্র ।

স্বন্দাবনস্বরূপ বর্ণন	...	...	...	১
গোবিন্দের আবরণ ও পার্শ্বদ নিরূপণ	...	...	...	১৫
গোপীগণের সিদ্ধিপ্রকার বর্ণন	...	...	...	২২
ব্যাসদেবের স্বন্দাবনধাম দর্শন	...	...	...	৪২
অর্জুনের স্বন্দাবনধাম দর্শন	...	...	...	৪৭
নারদের স্বন্দাবনধাম দর্শন	...	...	...	৬২
ভগবানের অবতরণ	...	...	...	৬৭
হরপার্বতী সম্বাদে ভগবৎস্বরূপ বর্ণন	...	...	...	৬৯
বৈষ্ণবকর্ম্মনির্ণয়	...	...	...	৭৪
শ্যামপ্রায়নামাদিনির্ণয়	...	...	...	৭৬
বৈষ্ণব কর্তব্য	...	...	...	৭৮
মাসকৃত্য	...	...	...	৮২



# শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য

## প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া  
জয়শব্দ উচ্চারণ করিবে ॥ ১ ॥

শ্রীপার্বতী দেবী শঙ্করের নিকট কহিলেন, হে মহা-  
প্রভো ! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রদেশে  
যে সকল প্রধান পদ অর্থাৎ অধিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর  
স্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ । অতএব শ্রীকৃষ্ণের যদপেক্ষা প্রিয়তম ও  
মনোরম স্থান আর নাই, এক্ষণে আমি তাহার বিষয়ই শ্রবণ  
করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি তাহাই বর্ণন করুন ॥ ২ । ৩ ॥

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, দেবী ! গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতর  
হৃদয় পরমানন্দকারণ নিত্যন্ত অতদ্গু রহস্যের রহস্যস্বরূপ  
পরাৎপর দুর্লভের পরমদুর্লভ পরমমোহন সর্বশক্তিময় সর্ব-  
স্থলে গোপিত বিষ্ণুভক্তগণের স্থানের উদ্ধাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর  
অত্যন্ত বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরে সংস্থিত বৃন্দাবন নামে এক  
নিত্য ধাম আছে । ৪ । ৫ । ৬ । ভূতলে উক্ত বৃন্দাবনধামই  
কেবল পূর্ণব্রহ্মের সমস্ত সূৰ্য্যেশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ অব্যয় ও আন-  
ন্দময় ; বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বৈষ্ণবধাম বৃন্দাবনের অংশেরও অংশ  
স্বরূপ । ৭ । গোলোকের সমস্ত বিভূতিই গোকুলে বিদ্যমান  
আছে । বৈকুণ্ঠাদির ঐশ্বর্য্য দ্বারকায় প্রকাশিত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য ।

কিন্তু বৃন্দাবন ধাম পরব্রহ্মের সমস্ত পরমৈশ্বর্যের নিত্য  
আকরস্বরূপ । এই হেতু ত্রৈলোক্যের মধ্যে পৃথিবীকেই ধন্য  
ঘূলা যায় । ৮ । ৯ । মাথুরানামক ধাম ও বিষ্ণুর একান্ত প্রিয় ;  
ইহাকে বিষ্ণুর স্বস্থান ও মাথুরমণ্ডল বলা যায় । ১০ । উক্ত  
মাথুরমণ্ডল নিগূঢ় ও পরম স্থান এবং সহস্রদল কমলের  
আকারে পুরীর অভ্যন্তরে অবস্থিত । ১১ । তথায় বিষ্ণুচক্রে  
পরিভ্রাম্যমাণ অদ্ভুত বৈষ্ণব ধাম স্ফুরিত হইতেছে ।  
পূর্বেক্ত সহস্রদল কমলের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোষ ও  
তাহার পত্র বিস্তারাদি বর্ণনা কালেই সমস্ত গূঢ় বৈষ্ণব রহস্য  
স্ফুটীকৃত হইবে ॥ ১২ ॥

বৃন্দাবনধাম দ্বাদশটি প্রধান অরণ্যে পরিশোভিত ;  
তাহাদিগের বিষয় ক্রমশঃ কথিত হইতেছে ।—ভদ্রেশী,(চন্দন)  
লোহ, (অগুরু) ভাণ্ডার, (বট) মহাতাল, খদীর, তাল, বকুল,  
আনন্দবর্দ্ধক কুমুদ, কাম্য, মহাবন, গোকুল ও রম্য মধুবন এই  
দ্বাদশটি বনের সংখ্যা কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে যমুনার  
পশ্চিম কূলে সাতটি ও পূর্ব কূলে পাঁচটি উত্তম বন  
গুহ্যভাবে আছে,—উক্ত হইয়া থাকে । ১৩ । ১৪ । ১৫ ।  
ভদ্রেশী প্রভৃতি পাঁচটি বন পূর্বতীরে ও তালাদি সাতটি বন  
পশ্চিম তীরে অবস্থিত । এই দ্বাদশটি ব্যতিরেকে অন্য যে  
সকল বন আছে, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার্থ উপবন  
কহে । ১৬ । কদম্ব, খণ্ডিক, নন্দবন, নন্দীশ্বর, নন্দনানন্দখণ্ড,  
পালাশ, অশোক, কেতক, সুগন্ধি, মাদন, কৈল, অমৃত,  
ভোজনস্থল, সুখপ্রসাদন, বৎসহরণ, শেষশায়ন, শ্যামপুঃ,  
দধিগ্রাম, চক্রভানুপুর, সঙ্কেতবিপদ, বালক্রীড়, ধূসর,  
কেয়ুক্রম, শরবন, উশীর অর্থাৎ বেনাবন, উৎসুক, নন্দন,

মধুক, ( অর্থাৎ মছয়াবন ) কুম্ভবন ও মন্দারবন এই ত্রিংশৎ-  
 সংখ্যক বন অভিহিত হইয়াছে ; ইহাদিগকে উপবন কহে ।  
 ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । পূর্বে যে দ্বাদশটি বনের নাম উল্লি-  
 খিত হইয়াছে, সেই গুলিই সর্বপ্রধান ও উত্তম । উহার  
 উত্তর সীমায় চতুর্থ বন নির্দিষ্ট হইয়াছে । ২১ । এই স্থলে  
 নানাবিধ লীলা ও রসক্রীড়া হইয়াছে । এইটিকে সুবিস্তৃত  
 রহস্যক্রম বলা যায় । ২২ । ইহা মহাপদ গোকুলনামক  
 সহস্রদল কমল সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । কর্ণিকাই  
 এই মহৎ পদের জ্যোতিঃপ্রকাশিকা । ইহাকে গোবিন্দের  
 উত্তম স্থান কহে । ২৩ । উক্ত সহস্রদল কমলের উপরে  
 মণিমণ্ডপমণ্ডিত স্বর্ণপীঠে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ বিরাজিত হইয়া  
 থাকেন । সেই সেই স্থলে ক্রমে দিক্ বিদিকে মহাকমলের  
 দল কথিত হয় । ২৪ । দক্ষিণে উত্তম অপেক্ষা উত্তম পরম  
 গুহ্য যকুল নামে দল আছে । সেই দলে নিগম এবং আগমে  
 ও অপ্রকাশিত এক মহাপীঠ বিরাজিত আছে । ২৫ । যোগী-  
 ভ্রমণও এই দলের দর্শনাদি প্রাপ্ত হন না এবং উহা গোকু-  
 লের সর্বস্বার সদৃশ । দ্বিতীয় আশ্রয় দল, উহার দুইটি  
 রহস্য আছে । ২৬ । উক্ত দলের অভ্যন্তরে নিকুঞ্জকুটীরের  
 ন্যায় দুইটি কুটীর অধিষ্ঠিত আছে । পূর্ব সীমান্ত তৃতীয়  
 দলটি ও প্রধান পদরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে । ২৭ । গঙ্গাদি  
 তীর্থসমূহের সংস্পর্শবশতঃ উহার শতগুণ মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত  
 হইয়াছে । ঈশান কোণে চতুর্থ দল শোভা পাইতেছে ;  
 ইহা একটা বাঞ্ছানিদ্ধিকর সিদ্ধ পীঠ । ২৮ । কোন একটা  
 মূতন অর্থাৎ যুবতী অথচ অনন্যোপভুক্তা গোপবালা উক্ত  
 সিদ্ধ পীঠে গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে পতি কামনা করিলে

তাঁহাই সিদ্ধ হয় । শ্রীগোবিন্দ এই দলে অধিষ্ঠিত হইয়াই গোপীগণের বস্ত্রালঙ্কার হরণরূপ মহালীলা সম্পাদন করিয়া-  
ছিলেন । ২৯ । উত্তর সীমায় সর্বোত্তম পঞ্চম দল বিরাজিত । এই দলেই দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়াছিল এবং ইহা কর্ণিকানদৃশ । ৩০ । বায়ু কোণে ষষ্ঠ দল, তাহাতেই কালী-  
হ্রদ বিদ্যমান আছে । এই দল উত্তম হইতেও উত্তম এবং প্রধান পদরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে । ৩১ । পশ্চিম প্রান্তে সর্বোত্তম দলসমূহের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সপ্তম দল শোভমান  
আছে । এই দলে যজ্ঞপত্নীগণ ঈপ্সিত বর লাভ করেন । ৩২ । এই দলেই অঘাসুরের বধ, দেবদর্শন ও ব্রহ্মমোহন  
লীলা সমাহিত হয়, এই নিমিত্ত ইহা কমলযোনির নিতান্ত প্রিয় । ৩৩ । নৈঋত কোণে অষ্টম দল দীপ্তি পাইতেছে ;  
প্রভু এই দলে ব্যোমানুর নিপাতন, শঙ্খচূড়নামক দৈত্যের  
বিনাশ সাধন ও অন্যান্য নানাবিধ কেলি করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

শুনিয়াছি, রম্ভারণ্যে অন্তর্গত এইরূপ অষ্টদল কমল  
বর্ণিত হইয়াছে । কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত  
শ্রীরম্ভাবনধাম ধন্য ॥ ৩৫ ॥

এই ধামে গোপীশ্বরসংজ্ঞক শিবলিঙ্গই অধিষ্ঠাতা  
দেবরূপে অভিলক্ষিত হইয়া থাকেন । তাহার বহির্দেশে  
শ্রীযুক্ত ষোড়শদল পদ্ম অভিহিত হয় ॥ ৩৬ ॥

দক্ষিণাদি ক্রমে সমস্ত দিকের দলের বিষয়ই কথিত হই-  
য়াছে । উক্ত ষোড়শদল কমল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ পদ  
নিতান্ত বিরল এবং উহা অতিশয় জ্যোতির্ময় ॥ ৩৭ ॥

কথিত কমলের প্রথম দল শ্রেষ্ঠ এবং উহার মাহাত্ম্য  
কর্ণিকারই তুল্য । ঐ দলে মধুবন বিরাজিত, তাহাতেই



সর্ব কারণের কারণভূত চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণু স্বয়ং প্রাহুভূত  
হইয়াছেন । অধিকন্তু উহাতে সুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ মনাতন  
অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে দ্বিতীয় দল শ্রীগোবিন্দের সামান্য কিঞ্চিৎ  
লীলারমের স্থান বলিয়াই প্রসিদ্ধ । এইস্থলেই খদীর বন  
নামে দল উক্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই দলের মাহাত্ম্য কর্নিকামদূশ ।  
ইহার অন্তঃপাতী নিত্যানন্দরসান্বিত পরম রমণীয় গোবর্দ্ধন  
পর্বতে যে কর্নিকা বিরাজিত আছে, তন্মধ্যস্থিত লীলারস-  
গহ্বরে মহালীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই রসগহ্বরে  
শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রন্দাবনের পতি হইয়া থাকেন । ৪১ । ৪২ ।  
অধিক কি বলিব, এখানে কৃষ্ণ গোবিন্দতা ( গোপালকতা,  
পৃথ্বীপালত্ব বা স্বর্গপ্রাপকতা ) আশ্রয় করেন । অতঃপর  
তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ৪৩ । অনন্তর চতুর্থ  
দল, ইহা প্রধান অদ্ভুত রমের স্থলরূপে আখ্যাত হইয়াছে ।  
স্বয়ং গোবর্দ্ধনধারী হরিই ইহার পতি । ৪৪ । এই স্থলেই  
পূর্ণানন্দরসময় কদম্বখণ্ডী নামে স্নিগ্ধ হৃদয় প্রিয় ও রমণীয়  
দল অভিহিত হইয়াছে । ৪৫ । তদনন্তর নন্দীশ্বরসংজ্ঞক  
রমণীয় দল, ইহাতেই নন্দালয় অবস্থিত । এতৎপাশ্বে কর্নিকা-  
মদূশ-মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট পঞ্চম দলকথিত হয় । ৪৬ । এই দলের  
অধিষ্ঠাতৃদেব গোপাল ও ধেনুপাল । অতঃপর ষষ্ঠ দল,  
ইহাতে নন্দবন শোভা পাইতেছে । ৪৭ । সপ্তম বহুলারণ্য  
অর্থাৎ এলাবন নামে রম্য দল প্রকীর্তিত হইয়াছে । তৎপরে  
তালবননামক অষ্টম দল, তথায় ধেনুবধ, ( বৎসাসুরের  
বিনাশ ) সংসাধিত হইয়াছে । ৪৮ ।

নবম কুমুদারণ্য নামে খ্যাত সুশোভন দল উক্ত হই-  
 য়াছে । দশম সকলের কারণভূত কাম্যারণ্য নামে হৃদয়গ্রাহী  
 দল বিরাজিত আছে । ৪৯ । এই দলে ব্রহ্মপ্রসাদন ও বিষ্ণুরক্ষ  
 প্রদর্শিত হইয়াছিল । অপিচ ইহা কৃষ্ণের ক্রীড়ারসের স্থল  
 ও প্রধান দলরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে । ৫০ । একাদশ  
 সংখ্যক দলটি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ এবং উহা নানা-  
 রসের আধারভূত ও অন্ধের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির  
 নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তির সোপানস্বরূপ । ৫১ । পরম রমণীয়  
 মনোহর ভাণ্ডীর রনই দ্বাদশ দল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ।  
 এই দলে আরুঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদির সহিত রসক্রীড়া  
 করিয়া ছিলেন । ৫২ । অতঃপর ভদ্রবননামক শ্রেষ্ঠ ত্রয়োদশ  
 দল বিদ্যমান আছে । অনন্তর চতুর্দশ দল, ইহা একটি সর্ব-  
 সিদ্ধি-প্রদস্থান । ৫৩ । এই দলে পরমরুচির প্রসিদ্ধ সর্বপ্রকার  
 ঐশ্বর্যের হেতুভূত শ্রীবন বিরাজমান আছে । অধিকন্তু ইহা  
 শ্রীকৃষ্ণের লীলারসে পরিব্যাপ্ত এবং শ্রী, কীর্তি ও কান্তির  
 পরিবর্দ্ধক ॥ ৫৪ ॥

লোহবনকেই শ্রেষ্ঠ পঞ্চদশ দল বলা যায় । তদনন্তর  
 কর্ণিকা-সমগ্রাহাণ্ড্য ষোড়শ দল কথিত হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ঐ দলে নিতাস্ত গুহ মনোহর মহাবন বিরাজিত । সেই  
 স্থলে বৎসরক্ষক গোপশিশুগণের সহিত মিলিত হইয়া  
 প্রভুর বাল্যলীলা সমাহিত হইয়াছিল । ৫৬ । অপিচ তথায়  
 পুতনাদির বধ ও যমলাজ্জুন-ভঞ্জন সংসাধিত হয় । পঞ্চমবর্ষ  
 বয়স্ক বালগোপালই উক্তদলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । ৫৭ ।  
 প্রেমানন্দরসের সাগরসদৃশ এই বালগোপাল দামোদর  
 নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । পূর্বোক্ত কমলের আর

একটি সুপ্রসিদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম দল আছে । ৫৮ ।  
শ্রীকৃষ্ণকীড়াই উহার কিঙ্কলক, উহাকে বিহারদল কহে ।  
উক্ত দল বা তদীয় কিঙ্কলক প্রধানতঃ সিদ্ধগণই অধ্যুষিত  
আছে, এইরূপ কীর্তিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

পার্বতী কহিলেন,—হে মহাপ্রভো ! আমি বৃন্দাবনের  
মাহাত্ম্য ও পরম অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি-  
তেছি । আপনি তাহাই আখ্যান করুন ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বর উত্তর করিলেন, হে দেবি ! আমি তোমার নিকট  
প্রিয়তম গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতম উত্তম রহস্যনিচয়ের রহস্য-  
স্বরূপ দুর্লভ দেব্যবূহের মধ্যে দুর্লভ ত্রৈলোক্যগোপিত  
দেবাগ্রীগণের সুপূজিত ব্রহ্মাদিবাঞ্ছিত দেবতা ও সিদ্ধ  
সমূহের সেবিত যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র প্রভৃতির ধ্যানবিষয়ীভূত  
অপ্সরোগন্ধর্বাগণের নিত্য সঙ্গীতরসাম্বিত পূর্ণানন্দ রসা-  
ম্বিত পরম রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনধামের বৃত্তান্ত পূর্বেই বর্ণন  
করিয়াছি । এই বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি ও মলিল  
অমৃত রসপূর্ণ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ ।

অত্রত্য বৃক্ষগণ কামধেনুবৃন্দ-সেবিত কল্পদ্রুম, রমণী  
লক্ষ্মী ও পুরুষ অংশাবিভূত বিষ্ণু । ৬৫ । এই স্থলে সক-  
লের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ কৈশোর বরুণ চিরবিরাজিত ।  
বৃন্দাবনধামে সামান্য গতিই নাট্য, কথই গান এবং লোক  
মাত্রেই নিরন্তর মহাস্য বদন । ৬৬ । শুদ্ধমত্ৰ বৈষ্ণবগণ  
প্রেমগঙ্গাদ হইয়া এই পরম ধামের বন আশ্রয় করিয়া  
আছেন । সমগ্র বৃন্দাবন ধামই স্ফূর্ত্তিমৎ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে তন্নয়  
ও পূর্ণব্রহ্মমুখে মগ্ন হইয়া আছে । ৬৭ । কোটি কোটি  
ভৃঙ্গাদি মধুপানে মত্ত হইয়া কল কুজন করত ঐ স্থানের

মনোহরতা সম্পাদন করিতেছে । তথায় কপোত ও শুক  
নিকর সঙ্গীতনিরত এবং অলিকুল উন্নত । ৬৮ । ময়ূরগণ  
নৃত্য করত নানন্দে কান্তার সহিত বিবিধ বিলাস সম্ভোগ  
করিতেছে । নানাবর্ণ কুম্বের পরাগে এই স্থান পরিপূর্ণ ।  
৬৯ । উহার সূক্ষ্ম মৌরভ আশ্রয় করত ত্রিজগৎ মুগ্ধ  
হইয়া থাকে । মন্দার মারুতসহকারে ঋতুরাজ বসন্ত সর্কন। এই  
পরম পদের সেবা করেন । ৭০ । এখানে নিত্যইপূর্ণ চন্দ্রের  
অভ্যুদয় হয় এবং দিবাকর মন্দ মন্দ অংশু প্রকাশ করেন ।  
অত্রত্য কোন ব্যক্তিই দুঃখ ও সুখের বিচ্ছেদ ভোগ করে না ;  
(কোন কোন মতে বৃন্দাবন বাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়ত্ব নিব-  
ন্ধন দুঃখ, সুখ ও বিচ্ছেদ এই তিনেরই অভাব হয় বা তদ্বিশয়ে  
কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না । ) জরা ও মরণের নামই  
নাই । ৭১ । কাহারও ক্রোধ, মৎসরতা ও অহঙ্কার নাই,  
সকলেই অভিন্নহৃদয় । পূর্ণ আনন্দরূপ অমৃতরসে পূর্ণ প্রেম-  
সুখের প্রবাহ নিরন্তর বাহিত হইতেছে । ৭২ । এই শ্রীবৃন্দা-  
বন পূর্ণ প্রেমস্বরূপ গুণাতীত পরম ধাম । অত্রত্য বৃক্ষাদি ও  
পুলকিত হইয়া প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে । ৭৩ । অতএব  
চেতনায়ুক্ত বিষ্ণুভক্তগণের কথায় আর প্রয়োজন নাই ;  
কারণ, অচেতনের এইরূপ ঈশ্বরপ্রেম বর্ণনা করিয়া চেতনের  
সম্বন্ধে বর্ণনায় বাক্যেরই অভাব হইতেছে । শ্রীগোবিন্দের  
পাদরজঃস্পর্শে বৃন্দাবন পৃথীতলে নিত্যধাম হইয়াছে । ৭৪ ।  
বৃন্দারণ্যই সহস্রদল কমলের বরাটক অর্থাৎ বীজকোষস্বরূপ ।  
এই শ্রীবৃন্দাবনের স্পর্শ মাত্রেই পৃথিবী ত্রিভুবনে ধন্যা  
হইয়াছেন । ৭৫ । বৃন্দাবনস্থ সমস্ত বস্তুই গুহ্য অপেক্ষা গুহ্য-  
তম, রমণীয় ও পবিত্র । ইহা অক্ষর (অর্থাৎ অবিনশ্বর) অব্যয়

নিত্য আনন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দের স্থান । ৭৬ । এই স্থান গোবিন্দের দেহ হইতেও অভিন্ন ও পূর্ণব্রহ্মমুখের আশ্রয় স্বরূপ । এই স্থান স্পর্শ করিলেই মুক্তি হয়, অতএব ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে ॥ ৭৭ ॥

দেবি ! তুমি সর্বান্তঃকরণে এই বন হৃদয়স্থ কর । সেই রূপ বৃন্দাবনবিহারে কৈশোর ( অর্থাৎ দশোত্তর পঞ্চদশ বর্ষাবধি )-বিগ্রহ [ ৭৮ ] এবং অন্যান্য স্থান ও বন বিহারে বাল্য, পোগণ্ড ( অর্থাৎ পঞ্চোত্তর দশ বর্ষাবধি ) ও যৌবন এই ত্রিবিধ বয়োরূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিবে । যমুনানদী এই বৃন্দারণ্যের ( বা শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাস ) মকরন্দ অর্থাৎ পুষ্পমধুস্বরূপ ; এই যামুন প্রদেশ কর্ণিকার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত । ৭৯ । এই স্থান নানাবিধ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কারুকার্যে বিশোভিত, কালিন্দীর সলিলমৌরভে এই স্থলের জীবমাত্রেরই মন মোহিত হয় । পবনহিলোলে মৌরভ বাহিত হইয়া যমুনার জলে মিশ্রিত হওয়াতে উহা মকরন্দ-( পুষ্পরস )-লক্ষ্মীর নিলয়স্বরূপ হইয়াছে । ৮০ । আহা ! পান্ন, উৎপল প্রভৃতি নানাবর্ণের কুসুমে কালিন্দী-সলিল কেমন সমুজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে । চক্রবাকাদি বিহগগণের মনোহর কলস্বনে উহার কি অপূর্ব শোভাই সম্পাদিত হইয়াছে । ৮১ । বিশেষতঃ তরঙ্গমালা উত্থিত হওয়াতে উহা আরও মনোহর হইয়াছে । যমুনারতটস্থ পরম রমণীয় ; উহা বিশুদ্ধ কাঞ্চনে নির্মিত । ৮২ । এই কালিন্দী-তট একবার মাত্র স্পর্শ করিলে গাঙ্গতীর স্পর্শের কোটিগুণ ফল লব্ধ হয় । কর্ণিকা স্পর্শে তটের কোটিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ; কারণ, এই কর্ণিকায় স্বয়ং শ্রীহরি ভ্রীড়ায় নিরত

থাকেন । ৮৩ । কালিন্দী, কর্ণিকা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন বিভি-  
ন্নতা নাই, এক বিগ্ৰহ বলিয়াই জানিবে ॥ ৮৪ ॥

শ্রীপার্বতীদেবী কহিলেন, দয়াময় ! গোবিন্দের কিরূপ  
সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট আশ্চর্য্য বয়স, আমি তাহাই শ্রবণ  
করিতে ইচ্ছা করিতেছি.—বর্ণন করুন ॥ ৮৫ ॥

মহেশ্বর বলিলেন, মঞ্জু মন্দারক্রমশোভিত, উক্ত বৃক্ষের  
যোজনোন্নত ও প্রশস্তশাখাপল্লবে মণ্ডিত, মহানন্দরসাস্রিত,  
প্রবাল, (বৃক্ষপত্র) কুমুম ও গন্ধ সমন্বিত, অতএব অলিকুল-  
সেবিত সিদ্ধপীঠ রমনীয় মধ্যবৃন্দাবনে মহৎ পুষ্ট ও মহা-  
জ্যোতির্শয় উত্তম গোবিন্দস্থান আছে । এই পরমপদ সাতটী  
আবরণ বিশিষ্ট ; শ্রুতিনিচয় নিরন্তর এই স্থানের অমূল্যস্থান  
করিয়াও নির্ণয় করিতে অক্ষম । ৮৬।৮৭।৮৮। তথায় মণি-  
মণ্ডপমণ্ডিত এক বিশুদ্ধ হৈম পীঠ বিরাজিত; তন্মধ্যে একটী  
মনোহর ভবন, উক্ত ভবনের অভ্যন্তরে একখানি সমুজ্জ্বল  
যোগপীঠ স্থাপিত আছে । ৮৯। এই পীঠখানি অষ্টকোণ বি-  
শিষ্ট এবং নানাবিধ রত্নের প্রভায় নিতান্ত মনোহর । তদুপরি  
দেদীপ্যমান হেমমাণিক্যানির্ধিত এক সিংহাসন স্থাপিত  
আছে । ৯০ । উক্ত সিংহাসনের উপরে কর্ণিকাধারে সুখের  
আশ্রয়স্বরূপ এক অষ্টদলকমল বিরাজিত । এইস্থান শ্রীগো-  
বিন্দের নিতান্ত প্রিয়; ইহার মহিমা বর্ণন করা যায় না । ৯১।

পূর্বেক্ত পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত গোপীগণসেবিত ব্রজোচিত  
দিব্যবয়োরূপধারী কৃষ্ণ বৃন্দাবনেশ্বর ব্রজরাজ বিস্তৃতৈশ্বর্য্য  
ব্রজনারীপ্রিয় কৈশোর অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনমুখে প্রবিষ্ট  
অতএব আশ্চর্য্যবিগ্ৰহ অনাদি অথচ সকলের আদিভূত  
নন্দগোপনন্দন শ্রুতিগুণ্য ( অর্থাৎ বেদনিচয়ের ও স্মৃ-

সঙ্কেয়) অজ ( অর্থাৎ যাহার জন্ম নাই ) নিত্য ( অর্থাৎ সনা-  
 তন, বা অবিনশ্বর ) বল্লবীগণমনোহর পরমরূপ ও পরম  
 জ্যোতিঃস্বরূপ দ্বিভূজ গোকুলেশ্বর গোপীনন্দন নিগুর্ণেক-  
 কারণ স্ননীলরত্নবৎ স্বচ্ছ ও শ্যাম কিরণে মনোহর নবীন  
 নীরদশ্রেণীর স্যায় সুস্নিগ্ধমোহনসুম্বর প্রফুল্ল ইন্দীবর-  
 সদৃশকান্তি নিতান্ত সুগম্পর্শ দলিতঅঞ্জনপুঞ্জবৎ সুচিক্ণ  
 শ্যামমোহন সুস্নিগ্ধ নীল কুটিল ( অর্থাৎ কোঁকড়ান ) ও  
 নিতান্ত সুগন্ধি কুন্তলবান্ শ্রীমান্ গোবিন্দকে হৃদয়ে ধ্যান  
 করিবে । ৯২ । ৯৩ । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ । অপিচ তদীয়  
 অঙ্গবিশেষের ( অর্থাৎ মস্তকের ) দক্ষিণ ভাগে মনোহর  
 শ্যাম চূড়া শোভিত হইয়া থাকে । উক্ত চূড়া নানাবর্ণের  
 সমুজ্জ্বল এবং প্রভাবয় শিখণ্ডীপুচ্ছপত্রে মণ্ডিত । আহা ! তা-  
 হাতে আবারমঞ্জু মন্দারকুমুমস্তবক আশ্রয়লাভ করাতে প্রভুর  
 কি চারুভূষাই সম্পাদিত হইয়াছে ! কোন স্থানে কেকীগণের  
 পুচ্ছদলনির্মিত মুকুটই ব্রজনাথের ভূষণপদবী প্রাপ্ত হইয়া  
 থাকে । স্থল বিশেষে কগনও মণি মণিক্য রচিত কিরীটও  
 ধারণ করেন । প্রভুর বদন লোল ( অর্থাৎ চঞ্চলগতি )  
 অলকাবলী দ্বারা আবৃত হইয়া কোটি শশীর সদৃশ শোভা  
 পাইয়া থাকে । ভালস্থ কস্তুরীতিলক হইতে গোরচনাদির  
 মনোহর কান্তি নির্গত হয় । তদীয় লোচনযুগল নীল ইন্দীবর  
 দলের স্যায় সুস্নিগ্ধ ও সুদীর্ঘ । জ্বলতা, শ্লেষহাস্তাদি  
 ব্যাপারে নিত্য করত নিরন্তর নাচী [ অর্থাৎ বক্র ] ভাবে  
 অবস্থিত । নাসিকা উন্নত ও সুচারু. উহার সৌন্দর্য্যদর্শনে  
 লোকের মন অপহৃত হয় । প্রভুর নামাঞ্জে ধৃত গজযুক্তার  
 কিরণে ত্রিভুবন যুগ্ম হয় । সিম্বরসন্নিভ অরুণসুম্বর নন্দনন্দ-

নের সুস্নিগ্ধ অধোরষ্ঠযুগল কাহারই না মন হরণ করে ? মকরাকৃতি স্বর্ণকুণ্ডল হইতে নানাবর্ণের প্রভা নির্গত হইয়া কি শোভাই বিস্তার করে ! বাসুদেবের দন্তরূপ মুকুরে কুণ্ডলরশ্মি প্রতিভাত হইয়া অশেষ কান্তির বিকাশ হইয়া থাকে । তদীয় বর্ণস্তু উৎপল ও মন্দার কুনুম যেন মকরকুণ্ডলেরও অলঙ্কারস্বরূপ হয় । প্রভুর মনোহর বক্রগ্রীবায় যেন ত্রৈলোক্যের সৌন্দর্যরাশি একত্রিত হইয়াছে । দেদীপ্যমান মণিমাণিক্যজালে কম্বুকণ্ঠ বিভূষিত হইয়াছে । উরঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভ শোভিত, এবং যুক্তাহারে অনন্ত কান্তি প্রস্ফূরিত হইয়াছে । সমুজ্জ্বল দিব্য মাণিক্যখচিত মনোহর কাঞ্চনে ভূষিত তদীয় করে কঙ্কণ ও কেয়ূর বিরাজিত । কটিতটে কিঙ্কণী ভূষণ এবং মঞ্জুলমঞ্জীর অর্থাৎ হুপুরের সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মীরনিবাসভূমিস্বরূপ তদীয় অঙ্গিযুগল অধিকতর কান্তিমান হইয়াছে । কপূর, অগুরু, কস্তুরী ও চন্দনাদিধারা দেহের মনোহর বিলাস সম্পাদিত হইয়াছে । গোরোচনাদি মিশ্র মোহনরূপে অঙ্গরাগ সমাহিত হইয়াছে । পৃষ্ঠদেশে নয়নতর্পণ পীতধট্টী(অর্থাৎ ধড়া)বিরাজিত,পাদাগ্রপর্য্যন্ত তাহার অঞ্চল দোড়ল্যমান । গভীর নাভিকমল, তৎপার্শ্বে জাত রো-রা-র উর্ধ্বাংশে মাল্য অবনমিত । সুগোল জাম্বুযুগল, মনোহর পাদপদ্ম ; করপদতল ধ্বজ, বক্র, অঙ্কুশ ও অস্ত্রোজ্জিহ্নে লাঞ্চিত । তদীয় নখগত হিন্দুকিরণশ্রেণীই পূর্ণ ব্রহ্মের প্রধান কারণভূত । কেহ কেহ বলেন, তাহাতেই অর্দ্ধাংশই অব্যয় চিত্রপ ব্রহ্ম । ৯৮ । ৯৯ । ১০০ । ১০১ । ১০২ । ১০৩ । ১০৪ । ১০৫ । ১০৬ । ১০৭ । ১০৮ । ১০৯ । ১১০ । ১১১ । ১১২ ।



মনীষিগণ মহাবিশ্বকে তদীয় অংশাংশরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রধান ষোণীন্দ্রগণ সেই চিত্রপত্রকে বক্ষ্যমান আকারে হৃদয়ে ধ্যান করেন। ১১৩। যথা,—ত্রিভঙ্গ, ষাব-  
 তীয় ললিত সৃষ্টির সারনির্মিত, বক্রগ্রীব, অনন্ত কোটিকন্দর্প  
 অপেক্ষাকৃত সুন্দর, বামস্কন্ধে স্পৃষ্ট শোভনদন্ত ও দন্ত-  
 পংক্তির উপরে স্বর্ণকুণ্ডলের কিরণ প্রতিকলিত হওয়াতে  
 বিরাজিতমুখকান্তি, সাপাজ্জদৃষ্টি, মহাস্রবদন, কোটিমন্ত্রাথ-  
 সুন্দর, (এইস্থলে সরলভাবে দ্বিরুক্ততা দোষ সংঘটিত হই-  
 য়াছে) কুঞ্চিত অধরে বিন্যস্ত বংশীর মনোহর কলস্বনে  
 ত্রিভুবনমোহনকারী ও সুখার্ণবে মজ্জনকারী বাসুদেবই  
 ষোণীশ্বরনিকরের হৃদয়ের অমূল্য নিধি ॥ ১১৪ ॥ ১১৫ ॥ ১১৬।

শ্রীপার্বতী কহিলেন, বৃন্দাবনের শ্বর কৃষ্ণ পরম কারণনিত্য  
 নিষ্ঠুরৈককারণ ও গোবিন্দাখ্য মহৎ পদস্বরূপ। ১১৭। দেব  
 দেবপতে! তাঁহার রহস্যের সুন্দর মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ  
 করিতে আমার নিতান্ত ঐশুক্য জন্মিয়াছে; অতএব প্রভো!  
 আপনিই তাহা বর্ণন করুন ॥ ১১৮ ॥

ভূতনাথ উত্তর করিলেন, দেবি! ষাঁহার চরণনখচন্দ্র  
 কিরণের (বা জ্যোৎস্নার) মহিমারই অন্ত নাই, অতএব  
 তদীয় মাহাত্ম্য ষাবৎ বর্ণন করিতে পারি, তাবৎ কাল  
 অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ১১৯। অশেষ গুণত্রয়ের (সত্ত্ব রজ  
 তমঃ) সমবায়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন। চন্দ্রদেব  
 তদীয় কলার কোটি কোটি অংশের কোটি কোটি অংশভূত  
 । ১২০। সূর্য্যগ্রহগণ উক্ত চন্দ্রের প্রকাশক কোটি অংশ রশ্মি  
 সম্পূর্ণ। পরমামোদজ্ঞানময় পরমাত্মস্বরূপ পরমানন্দরসায়ন-  
 ময় তদীয় শ্যাম দেহের কিরণেই নিষ্ঠুরৈককারণ সমুদ্ভূত

হইয়াছে তদীয় অংশের কোটি কোটি অংশভূত জীবগণও তদীয় কিরণাত্মক । ১২১ । ১২২ । তদীয় পাদপঙ্কজযুগলের নখচন্দ্রগত মণিপ্রভাকেই মণীষিগণ পূর্ণত্রঙ্কর ও বেদ-ভূগম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠিতেও অপ্রকাশিত ) কারণরূপে নির্দেশ করেন । ১২৩ । প্রভু যে রূপ ধারণ করিয়া ত্রঙ্কাকেও মোহিত করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ণ নহে ; তাহা তদীয় অংশমৌরভের অনন্তকোটি অংশমাত্র । তদীয় পাদাদি অঙ্গে স্পৃষ্ট পুষ্পচন্দন প্রভৃতির নানাবিধ মৌরভ হইতেই উহার উৎপত্তি । ১২৪ । শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধিকাই তাহার প্রিয়া আদ্যা প্রকৃতি । ভূগাদি ত্রিগুণাত্মিকা সমস্ত দেবীই উক্ত আদ্যা প্রকৃতির কলার কোটি কোট্যাংশ স্বরূপ । ১২৫ । পূর্ব কথিত পরম পুরুষের পাদরেণুস্পর্শে কোটি বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীপার্বতী দেবী প্রশ্ন করিলেন প্রভো ! এই শ্রীগোবি-  
ন্দ্রের আঁবরণ ও পারিষদগণের নাম কি ? রূপায়ন ! আবার  
ইহা শ্রবণে নিতান্ত ঐৎসুক্য হইতেছে, অতএব এই বিষয়  
সবিস্তরে বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

ঈশ্বর কহিলেন, পূর্বোক্তপ্রকার লাবণ্যবিশিষ্ট দিব্য-  
ভূষণ ও মাল্যাম্বরধারী ত্রিভঙ্গ মঞ্জু সুস্নিগ্ধ গোপীগণনয়ন-  
তারকাস্বরূপ শ্রীগোবিন্দ রাধার সহিত রত্নসিংহাসনে অধি-  
ষ্ঠিত আছেন । তাহার বহির্ভাগে স্বর্ণসিংহাসনারূত যোগপীঠ  
বিরাজিত । ২ । ৩ । তাহাতে প্রত্যঙ্গবেগাসক্ত ললিতা  
প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রিয়া প্রধান অষ্টপ্রকৃতি অবস্থান করিতেছেন ।  
তন্মধ্যে শ্রীরাধিকাই মূল প্রকৃতি । ৪ । শ্রীকৃষ্ণের সন্মুখে  
ললিতা দেবী, বায়ুকোণাবচ্ছেদে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমতীধন্যা,  
ঈশান কোণে শ্রীহরিপ্রিয়া, পূর্বেবিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা,  
দক্ষিণে পদ্মা ও নৈঋতকোণে ভদ্রা নামে কৃষ্ণসহচরী শোভা  
পাইতেছেন । ৫ । ৬ । অত্রভাগে সহস্র সহস্র গোপকন্যা  
শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্বক একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান আছেন ।  
তাঁহারা বিশুদ্ধকাঞ্চনপুঞ্জসদৃশকান্তি স্তম্ভসন্ন সুলোচনা  
কোটিকন্দর্পতুল্যলাবণ্যা কিশোরবয়স্কা দিব্য অলঙ্কারে  
বিভূষিতা নাসাণ্ডে ধৃতগজমৌক্তিকা বিচিত্রবেশাভরণা চারু-  
চঞ্চললোচনা হৃদয়ে সদা কৃষ্ণরূপধ্যানপরা ও তদীয়া-  
লিঙ্গনসমুৎসুকা শ্যামরূপ অম্লতরসে মগ্না শ্রীকৃষ্ণের ভাবে  
উন্মত্তা ও নেত্রোৎপলপূজিত শ্রীকৃষ্ণ চরণকমলে অর্পিতচিত্তা  
। ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । অনন্তর দক্ষিণ পাশ্বে জগন্মোহনরূপিণী  
একান্তঃকরণে কৃষ্ণলালসা নানাবিধ পঞ্চস্বরূপে ( অর্থাৎ  
সঙ্গীতে ) ত্রিভুবন মোহনকারিণী প্রেমবিহ্বলা হইয়া শ্রীগো-  
বিন্দের নিগূঢ় রহস্যগানে তৎপরা সহস্র সহস্র অযুত  
অযুত পরিমাণে শ্রুতিকন্যাগণ বিরাজিত আছেন । ১১ ।  
। ১২ । বামভাগে দিব্যাবেশরময়ী নানাবৈদধ্য ( অর্থাৎ  
সরস বাক্যচাতুর্য্য, গতিবিলাসাদি )-নিপুণা দিব্য অশেষ

বেশবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যলাবণ্যবতী অপা-  
 স্পৃষ্টিমনোহরা নিলজ্জা (অর্থাৎশ্রীকৃষ্ণের সহবাসে ত্রক্কজ্ঞান  
 উদিত হওয়াতে অপগতঅবিদ্যাকৃতমোহা অতএব পারিত্যক্ত-  
 লজ্জা) উৎসুকা তদ্ভাবমগ্নমানসা সম্মিতবক্রদৃষ্টি অসংখ্য দেব  
 কন্যা শোভা পাইতেছেন । ১৩ । ১৪ । তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের  
 প্রিয়পারিষদারূত মন্দির বহির্দেশে সমানবেশ সমবয়স্ক  
 সমানবলপৌরুষ সমান গুণ সমকর্মা সমানাভরণ সমশ্রী  
 সমস্বরে সঙ্গীত ও বেণুবাদনে তৎপর কৃষ্ণসহচরনিকর অব-  
 স্থিতি করিতেছেন । ১৫ । ১৬ । পশ্চিম দ্বারে শ্রীদামা,  
 উত্তরে সুদামা, [ ১৭ ] পূর্বে বনুদামা ও দক্ষিণে কিঙ্কিনী-  
 তদ্বাহ্যে সুবর্ণমন্দিরারূত স্বর্ণবেদীর অন্তরস্থ কাঞ্চনাভরণ-  
 ভূষিত এক হেমপীঠ শ্বেশোভিত । তদুপরি প্রভু, শ্বেতকৃষ্ণ,  
 অশুভদ্র প্রভৃতি অমৃতামৃত গোপালগণ । ১৮ । ১৯ । ও  
 লক্ষসংখ্যক পদ্মঃস্রাবী গোরুন্দে সমারূত হইয়া লীলা করি-  
 তেছেন । উক্ত গোপালবর্গ প্রভুর সমান বয়োবেশ আকৃতি  
 ও স্বরবিশিষ্ট এবং তাহারই ন্যায় শৃঙ্গ, বীণা, বেত্র ও বেণু  
 ধারণ করত তদীয় গুণ ধ্যানযোগে রসবিহ্বল হইয়া গান  
 করিতেছে । বিচিত্ররূপ কৃষ্ণসহচরগণ প্রভুর ভাবে মুগ্ধ  
 হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সদা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ।  
 উক্ত গোপকিশোরগণের সর্বাঙ্গ পুলকে পূরিত এবং  
 তাঁহারা যোগাভ্যাস না করিয়াও যোগীন্দ্রগণের ন্যায়  
 প্রভুর ভাবে বিস্মিত । ২০ । ২১ । তাহার বাহ্যদেশে কোটি  
 সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল সুবর্ণময় প্রাচীর ; । ২২ । । তাহারচারিদিকে  
 মঞ্জুসৌরভ মোহিত মহোদ্যান । পশ্চিমমুখে লক্ষ্মানিলয়  
 পারিজাত ক্রমশ্চেনী বিরাজিত । ২৩ । উহার অধোদেশে

স্বর্ণমন্দিরবেষ্টিত একখানিস্বর্ণপীঠ সংস্থাপিত আছে; তন্মধ্যে  
 মণিমাণিক্যমণ্ডিত একখানি উজ্জ্বল সিংহাসন অবস্থিত  
 । ২৪। তাহার উপরিভাগে অধ্যাসিত পরমানন্দস্বরূপ ত্রিগু-  
 ণাতীত চিত্রপ সর্বকারণের কারণভূত ইন্দ্রনীল-(নীলরত্ন  
 অর্থাৎ মরকত মণি)-সদৃশ ঘনশ্যাম নীলকুঞ্চিত কুন্তল  
 কমলদলবৎ বিশালনেত্র মকরাকৃতি কুণ্ডলধারী চতুর্ভুজে  
 যথাক্রমে পদ্ম, চক্র, অসি, গদা ও শঙ্খাদি আয়ুধযুত আদ্যস্ত-  
 রহিত সনাতন প্রধানপুরুষোত্তম জ্যোতিঃস্বরূপ মহাবিক্রম  
 পুরাণপুরুষ বনমালী পীতাম্বরধর স্নিগ্ধদিব্যভূষণভূষিত  
 দিব্য অনুলেপন-(অর্থাৎ চন্দনাদি) বিশিষ্ট অঙ্গরাগ সম্পা-  
 দনে মনোহর কান্তি জগৎপ্রভু বাসুদেবকে ধ্যান করিবে  
 । ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগজিত্যা  
 সুলক্ষণা, [ ২৯ ] মিত্রবিন্দা, সুনন্দা, জাম্বুবতী ও স্মশীলা এই  
 অষ্ট প্রিয়া মহিষী বাসুদেবকে বেষ্টিত করিয়া থাকেন । ৩০।  
 উদ্ধব প্রভৃতি পারিষদবর্গও পরমভক্ত যক্ষিণগণও এইস্থলে  
 প্রভুর সেবায় নিরত আছেন । তদুত্তরে হরিচন্দন ক্রমান্বিত  
 মহোদ্যান শোভিত । ৩১। তাহার নিম্নভাগে মণিমণ্ডপ  
 মণ্ডিত হেমপীঠ বিরাজিত । তন্মধ্যে সিংহাসনের দ্বারা সমু-  
 জ্জ্বল সুবর্ণ রচিতদল ; ॥ ৩২ ॥ তাহাতে ঈশ্বর প্রিয় অনন্ত  
 রূপী সমানগুণরূপবান । বিশুদ্ধ স্ফটিকপ্রভ রক্তকমলদল-  
 লোচন নীলপটুধর স্নিগ্ধ দিব্যভূষণ বস্ত্রমাল্যালঙ্কৃত সদা  
 মধুপানে আসক্ত মত্ততানিবন্ধন আঘূর্ণিত নেত্র হলায়ুধ  
 দেব সংকর্ষণ রেবতীর সহিত অধিষ্ঠিত আছেন । ৩৩।  
 । ৩৪। প্রাচীরের দক্ষিণভাগে মনোহর উদ্যান মধ্যস্থলে  
 । ৩৫। সন্তানরক্ষ মূলে পরম মোহন মন্দির বিরাজিত,

তন্মধ্যে মণিমাণিক্য ঋচিত দিব্য সিংহাসন শোভা পাইতেছে । ৩৬ । তদুপরি ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য সমূহের সারসাম্বিত কৃষ্ণাঞ্জনপুঞ্জকান্তি অরবিন্দদলেক্ষণ দিব্যবেশভূষাভূষিত দিব্য গন্ধানুলেপনে বিলিপ্তাঙ্গ জগন্মোহন অশেষ সৌন্দর্য্যে অপরূপ কলেবর প্রদ্যুম্ন ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তনয় মদন ) দেব পত্নী রতির সহিত সঙ্গত হইয়া স্থখে অবস্থান করিতেছেন । ৩৭ । ৩৮ । পূর্ব উদ্যানে কম্পদ্রুমসমাস্ত্রিত মহারণ্য শোভা পাইতেছে ; । ৩৯ । তাহার অধোদেশে স্বর্ণমণ্ডপে মণ্ডিত মহাপীঠ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । তদভ্যন্তরে সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন অধিষ্ঠাপিত আছে । ৪০ । উক্ত সিংহাসনে পরমানন্দময় ঘনশ্যাম সুস্নিগ্ধকান্তি নীলকুন্তল নীলোৎপল-দলের ঞ্চার স্নিগ্ধ চাকু ও চঞ্চল লোচন শোভিত উন্নত বক্র সুন্দর জ্বলতা রাজিত সুকপোল সুনাসিক ( অর্থাৎ সুন্দর নাসিকা বিশিষ্ট ) সুগ্রীব ( অর্থাৎ শোভন গ্রীবাবান্ ) সুন্দরোরক্ষ মনোহর অপেক্ষা মনোহর (বা মনোহরেরও মনোহর কিরীটধারীকুণ্ডলালঙ্কৃত কণ্ঠভূষাবিভূষিত মনোহর সুপুর মাধুরীচ্ছটায় অপূর্ব সুষমাবিশোভিত প্রিয় সেবকারাধ্য সঙ্গীতপ্রিয় পূর্ণব্রহ্মরসানন্দময়শুদ্ধমত্বস্বরূপ জগৎপতি শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ ( প্রদ্যুম্ন পুত্র ) উষাদেবীর সহিত বিরাজমান আছেন । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । তাঁহার উদ্দেশে অন্তরীক্ষে সমস্ত ঈশ্বর অর্থাৎ অনিমাди ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট মহাত্মগণেরও ঈশ্বর ( অর্থাৎ প্রভু ) স্বরূপ । ৪৫ । স্বয়ং অনাদি কিন্তু সকলের আদিভূত চিত্রপ চিদানন্দপর প্রভু ( অর্থাৎ সর্বশক্তিময় ) ত্রিগুণাতীত অব্যক্ত নিত্য অক্ষর ( অর্থাৎ কয়বিহীন ) অব্যয় নবীননীরদকান্তির ন্যায় মধুর সুন্দর শ্যাম বিগ্রহ নীল কুঞ্চিত

সুস্নিগ্ধকেশপাশে নিতান্ত সুন্দর অরবিন্দদলের ন্যায় স্নিগ্ধ সুদীর্ঘ চাকু নেত্রবিশিষ্ট কিরীট কুণ্ডল প্রভায় ত্রিভুবনমোহন চতুর্ভুজে ধৃত চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ শোভায় বিভাসিত কঙ্কণ অঙ্গদ, কেয়ুর, কিঙ্কিনী ও মঞ্জুল মূপরে বিভূষিত শ্রীবৎসচিহ্ন ও কোমলমণিধারী শোভাময় বনমালালঙ্কৃত মনোহর যুক্তা ফলের মহাহারে প্রদীপ্তবকুঃস্থল হেমাশ্বর- ( হেমের ন্যায় পীতবর্ণ অথবা সুবর্ণ তন্তু অর্থাৎ জরীদ্বারা নির্মিত বস্ত্র) ধর গরুড়বাহন লক্ষ্মী ও সরস্বতী কর্তৃক আশ্রিতোভয় পার্শ্বপূর্ণ ত্রক্ষ সুখৈশচর্য্য বিশিষ্ট অনন্ত মাধুর্য্য রসান্বিত মুনীন্দ্রগণ স্তূয়মান প্রির পারিষদে আরত সর্বকারণভূত বিশ্বপতি- যোগেশ্বরের শ্রীবিক্ষুকে স্মরণ করিবে । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ ৫০ । ৫১ । ৫২ । আধার তাহার নিম্নভাগে পাতাল প্রদেশে শক্তির অধিষ্ঠান । ৫৩ । তথায় মনিমণ্ডপের মধ্যে উজ্জ্বল মনিময় সিংহাসন বিরাজিত । তদুপরি প্রভুর রূপধ্যানতৎপর শ্রীযুক্ত অনন্ত দেবকে হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া চিন্তা করিবে । ৫৪ । সেই স্থলের অভ্যস্তরেই স্ফটিকাদি নির্মিত উন্নত মনোহর প্রাচীর চতুর্দিকে তাহার প্রতিভা বিকীর্ণ হইয়া কি উজ্জ্বল শোভাই হইয়াছে । ৫৫ । তত্রত্য পুষ্পমোরভে ত্রিজগৎ মুক্ষীকৃত হইয়াছে । পূর্বোক্তরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর পুরোভাগে বিধি, সুরেন্দ্র ও শঙ্করাদি সমস্ত দেবগণ । ৫৬ । স্ব স্ব ভূষণ ও বাহন সমন্বিত হইয়া মনোহর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করত অপেক্ষা করিতেছেন । ত্রিভুবনই যেন উৎসুক হইয়া তদীয় চরণে যথেষ্টপিত বর প্রার্থনা করিতেছে । ৫৭ । দক্ষিণ পাশ্বে শুদ্ধসত্যস্বিতাত্মা [ অর্থাৎ ষাঁহার আত্মায় বিশুদ্ধ সত্যগুণ ব্যতিরেকে রজঃ ও তমো-

শুণের লেশ মাত্র নাই ] বুনিরুদ্ধ ভক্তি পরায়ণ হইয়া কেবল বিষ্ণুভক্তিরূপ সাধনেই [ অর্থাৎ ভক্তিমার্গ আশ্রয় পূর্বক ] ধর্ম্য কামনা করিতেছেন । ৫৮ । পশ্চাদ্-ভাগে মহাত্মা সনক প্রভৃতি আত্মারাম [ অর্থাৎ যাঁহারা কেবল অন্তরাত্মায় অনন্ত সুখে ক্রীড়া করত শান্তি সন্তোষ করেন এবং বাহ্য জ্ঞান হইতে বিরত হইয়াছেন ] চিত্তপ [ অর্থাৎ জ্ঞানময় ] তদীয় মূর্তিতেই স্ফূর্তিমান্ যোগীন্দ্ররুদ্ধ হৃদয়ে নারায়ণবিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও নামিকাণ্ডে স্তম্বলোচন হইয়া হৃদয়, বুদ্ধি ও কায় সহকারে প্রভুর প্রতি অহৈতুক [ অর্থাৎ অকারণ,—কোন ভবিষ্য ফল কামনা না করিয়া ] ভক্তি করিয়া থাকেন । ৫৯ । ৬০ । বাম অংশে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষঃ, বিদ্যাধরাদি ও সস্ত্রীক অঙ্গরোবর্গ নিত্য সঙ্গীত বিধান করে ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণলালসাপর হইয়া সকলে তদীয় চরণ ভজনাপূর্বক নিজ নিজ মনোগত সিদ্ধি প্রার্থনা করিতেছেন । তাহার অগ্রভাগে প্রহ্লাদ, নারদ, কুমার [ অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষীয় ] শুক প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ও জনকাদি জীবমুক্ত মহাত্মনিচয় অন্তরীক্ষে সুখামনে আসীন হইয়া ভাবগদগদ সততস্ফূর্তির পর পুলকিত কলেবর সুবিকাশিত প্রেমসমাকুল ও রহস্য-মৃতসংসিক্তভাবে যুগ্মাকর [ অর্থাৎ দুইটি অক্ষরে গঠিত ] বিষ্ণু মন্ত্র জপ করিতেছেন ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥

উক্ত মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রের চূড়ামনিষ্বরূপ ও সকল মন্ত্রের এককারণভূত । বিষ্ণুমন্ত্রই সর্বদেবতার মন্ত্র নিচয়ের জীবন । ৬৫ । আবার সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্রের মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্রই কারণ । কৃষ্ণমন্ত্র সমূহের মধ্যে কৈশোরই মন্ত্রহেতু । ৬৬ । কৈশোরমন্ত্র



সমূহের মধ্যে চূড়ামণি মন্ত্রই হেতুভূত । পূর্ণ প্রেমসুখাবেগ পরিচালিত হইয়া পূর্বোক্ত ভক্ত সাধকগণ উল্লিখিত মন্ত্র হৃদয়ে জপ করেন । ৬৭ । এইরূপে জপে সিদ্ধ হইয়া তাঁহারা কোনরূপ ভোগাদি কামনা করেন না, কেবল প্রভুর পাদ-পদ্মে নিশ্চল প্রেমসাধনই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন । তাহার বাহ্যদেশে স্ফটিকাদি রচিত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত মনোহর । ৬৮ । চতুর্দিকে সমুজ্জ্বল শ্বেতরক্তাদি কুকুথে শোভিত লোকপাবন পরমপদ আছে ॥ ৬৯ ॥

উক্ত শ্রেষ্ঠ স্থানের উত্তর দ্বারে কিরীটকুণ্ডল ভূষণে বিভাসিত শঙ্খচক্রকমলায়ুধ গৌরবর্ণ চতুর্ভূজ বিষ্ণু দ্বারপাল রূপে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৭০ ॥

কিরীটকুণ্ডলাদিশোভিত বনমালালঙ্কৃত গৌরবর্ণ বিষ্ণুই পূর্বদ্বারের দ্বাররক্ষক রূপেই কীর্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

পশ্চিম দ্বারে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী রক্তবর্ণ চতুর্ভূজ বিষ্ণু দ্বাররক্ষী নিযুক্ত আছেন ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভূজ শঙ্খ চক্রাদিভূষিত ঘোররূপী শ্রীবিষ্ণুই দক্ষিণ দ্বারের রক্ষক । এইরূপে চারিদ্বারের দ্বারপালরূপে শ্রীবিষ্ণুকে পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে ॥ ৭৩ ॥

## তৃতীয় অধ্যায় ।

শ্রীপার্বতী কহিলেন, ভগবন্ সৰ্বভূতপতে সৰ্বাত্মন্ বিশ্ব  
বিধাত করুণাময় দেবদেব মহাদেব ! । ১ । আমি ইতিপূর্বেই  
আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি ; কিন্তু প্রভো !  
অদ্য পুনরায় মৎপ্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিতে হইতেছে ।  
আপনি ত্রৈলোক্যমোহন মন্ত্রণ আখ্যান করিয়াছে । ২ ।  
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই মহামোহন মূর্তি দেব শ্রীকৃষ্ণ  
গোপীগণের কোন্ পুত্র বিশেষে তাঁহাদিগের সহিত  
ক্রীড়া করিয়াছিলেন । আপনি তাহাই বিশদরূপে বিবৃত  
করুন ॥ ৩ ॥

মহাদেব বলিলেন,—একদা মুনিপ্রবর নারদ শ্রীকৃষ্ণ  
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া বীণা বাদন করত  
নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪ ॥

মহাষোগী দেবর্ষি তথায় গিয়া নন্দের আলয়ে বাল্য  
কালোচিত নৃত্যপরায়ণ যোগেশ্বর বিভূ অর্থাৎ সৰ্বশক্তিময়  
অচ্যুতদেবকে দর্শন করিলেন । ৫ । দেখিলেন, প্রভু তথায়  
সুকোমল বসনে আস্তীর্ণ স্তব্ধময় পর্য্যঙ্কের উপরে শয়ান  
আছেন এবং গোপকন্যাগণ অনিমেষ লোচনেও মানন্দে  
তাঁহাকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন । ৬ । প্রভুর অঙ্গ অতীব  
সুকুমার, আহা ! তদীয় দৃষ্টির মাধুর্য সুন্দর অপেক্ষাও সুন্দর;  
নীল অথচ কুটিলকুণ্ডলাবলী ইত্যন্তঃ বিদ্রুত । ৭ । প্রভুর ঈষৎ-  
হাস্য দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন একটা ভ্রমরের উদরাধো-  
তাগে পুষ্পমুকুল বিরাজিত ; তদীয় প্রভায় সমগ্র ভুবনোদর

প্রতিভাসিত হইতেছে। ৮। কিন্তু নারদ প্রভুর দিগম্বর অব-  
লোকন করিয়া নিতান্ত হর্ষিত হইলেন। অনন্তর তিনি  
গোপতি-নন্দকে সন্তোষণ করিয়া নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের  
জীবন অপেক্ষাও দুর্লভ বক্ষ্যমাণরূপ প্রভুর প্রিয় মাহাত্ম্য  
বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

নারদ কহিলেন, ইহ সংসারে এই শিশুর অতুল প্রভাব  
কেহই জানেন না। শঙ্কর বিধি প্রভৃতিও এই বালকে  
শাশ্বতী (অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যাহার কোন কালে বিচ্ছেদ বা  
নাশ নাই) রতি কামনা করেন। ১১। এই শিশুর চরিত  
সকলেরই হর্ষপ্রদ; মাদৃশ ব্যক্তিবর্গ তাহা মানন্দে গান শ্রবণ  
ও অভিনন্দন করিয়া থাকেন। ১২। তোমার এই অচিন্ত্য  
প্রভাব বিশিষ্ট স্মৃতে যাহারা স্নিগ্ধ মানস হইবেন, তাঁহা-  
দিগের ভববাধা থাকিবে না ॥ ১৩ ॥

হে সাধুপ্রবর! ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগাশা ও  
গৃহকর্ম সর্বপ্রকার পরিহার পূর্বক একান্তভাবে এই বালকে  
প্রীতি আচরণ কর। ১৪। এইরূপ কহিয়া, মুনিপুঙ্গব নারদ  
নন্দভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নন্দ বিস্ময়বুদ্ধিতে তাঁহাকে  
অর্চনা করিয়া প্রণতি পূর্বক বিদায় দিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর উক্ত মহাভাগবত ভগবানে নিতান্ত ভক্তি  
পরায়ণ মুনি চিন্তা করিলেন যে, ইহার পত্নী ভগবতী,  
রমাদেবী বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া গোপিকারূপ ধারণ  
করত শাস্ত্রধর্মের ক্রীড়ার্থ অবশ্য অবতীর্ণ হইবেন, সন্দেহ  
নাই। ১৬। ১৭। অদ্য আমি ব্রজবাসিগণের গৃহে তাঁহার  
অমুসন্ধান লইতেছি। মুনিবর মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া  
অতিথিভাবে ব্রজবাসীদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন

বল্লবরন্দ বিষ্ণুবোধে তাঁহাকে যথোচিত পূজাসংকার করিতে লাগিল। মুনিবর সমস্ত গোপাদির নন্দনন্দনে পরম আসক্তি অবলোকন করিয়া সকলকেই মনে মনে প্রণাম করিলেন। বিশেষতঃ তিনি গোপাল নিচয়ের গৃহে অদ্ভুতরূপিণী বহুতর বালিকা দর্শন করিলেন। ১৮। ১৯। ২০।

দেবর্ষি উক্ত কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে বিচার করিলেন, ইহারা সকলেই নারায়ণী, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতঃপর ধীমান্ ঋষিশ্রেষ্ঠ নন্দমিত্র মহাত্মা ভানু নামক কোন গোপ প্রবরের মহৎগৃহে প্রবেশ করিলেন। মহামনাঃ দেবর্ষি ভানুর যথাবিহিত পূজা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন, সাধো! তুমি স্বীয় ধর্মনিষ্ঠতা দ্বারাই ভুবনে বিখ্যাত হইয়াছ; অতএব আমি তোমার ধনপুত্রাদি সমৃদ্ধি কামনা করি। ২১। ২২। ২৩। তোমার কি কোন যোগ্য পুত্র অথবা শুভলক্ষণা কন্যা আছে? তাহাহইলে তদ্বারা তোমার অখিল কীর্তি ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইবে ২৪ ॥

~~সুনিবর~~ মুনিবর বাক্যানুসারে তাঁহার দর্শনার্থ মহাতেজস্বী স্বয়ং পুত্রটিকে আনিয়া নারদকে অভিনন্দন করাইলেন। ২৫। মুনিবর ভূতলে অতুলরূপবান্ কমলদলবিশাললোচন সুগ্রীব সুন্দরজ্জ চারুদন্ত চারুবর্ণ আরতচারুভূজ ঈষদগৌরতনু চারুকটি সেই বালককে দর্শন করিয়া রামকৃষ্ণসদৃশ প্রেম সহকারে তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে আরোপিত করিলেন। অনন্তর বাহুযুগলের দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। ২৬। ২৭। ২৮। তৎপরে উক্ত মহামুনি সপ্রণয়ে গদ্যাদ্বয়ে কহিলেন, তোমার এই শিশু রাম ও কৃষ্ণের পরম সখা হইবে। ২৯। অপিচ তোমার তনয় অতী-

ততন্দ্র ( অর্থাৎ আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক ) হইয়া অহর্নিশ পূর্বোক্ত ভ্রাতৃযুগলের সহিত বিহার করিবে । ততঃপর মুনি-  
 পুঙ্গব ! সেই গোপপ্রবরকে সম্ভাষণ করিয়া ৩০। যখন গমনো-  
 দ্যত হইলেন, তখন ভানু কহিলেন, ব্রহ্মন ! আমার দেব-  
 পত্নীসমা এক কন্যা আছে । ৩১। সে এই শিশুর কনিষ্ঠা,  
 এবং জড়, অন্ধ ও বধির । হে ভগবত্তম ! আমি তাহার  
 স্নেহে আবদ্ধ হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,  
 ৩২। আপনি প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা ঐ বালিকাকে সুস্থিরা করুন ।  
 নারদ এই কথা শুনিয়া কৌতুকী ও হৃষ্টমনা হইয়া । ৩৩।  
 তাহাকে আনয়ন কর, এইরূপ আদেশ পূর্বক পুনর্বার  
 উপবেশন করিলেন । ৩৪। ভানুও অতিস্নেহে বিহ্বলমানস  
 হইয়া ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক ভক্তিনত্ৰাভাবে মুনি-  
 সমীপে আনয়ন করিলেন । ৩৫। অনন্তর কৃষ্ণের অতিপ্রিয়  
 ভাগবতশ্রেষ্ঠ মুনি সেই কন্যার অদৃষ্টাশ্রিতপূর্ব অদ্ভুত রূপ  
 দর্শন করিয়া অনুমুগ্ধবনীরূপে মুগ্ধ হইয়া ভুগবান হৃদীর প্রেম-  
 রূপ আনন্দমাগয়ে নিমগ্ন ও ক্ষণকালের জন্য নিশ্চেষ্ট হই-  
 লেন। তদনন্তর মহাবুদ্ধি মুনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া লোচনদ্বয় উন্মী-  
 লন পূর্বক ৩৬। ৩৭। ৩৮। মহাবিস্ময়াপন্ন ও নিস্তব্ধ হইলেন, এবং  
 অন্তরে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, ৩৯। সকল লোকে-  
 রই ভ্রান্তি আছে । আমি স্বচ্ছন্দচারী, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ  
 রূপ অবলোকন করি নাই । ৪০। ব্রহ্মলোকে রুদ্রলোকে বিষ্ণু-  
 লোকেও আমার গতি আছে । কোনস্থানেই ইহার শোভার  
 কোটি অংশের একাংশও দর্শন করি নাই । ৪১। যাহার রূপে  
 সমস্ত চরাচর মুগ্ধ হয়, সেই শৈলেন্দ্রনন্দিনী ভগবতী মহা-  
 মায়াকেও দর্শন করিয়াছি । ৪২। তিনিও ইহার সুকুমার

অঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করেন না । লক্ষ্মী, স্বরস্বতী ও অপরাপর স্তম্ভরীগণও ১৪৩ । ইহার শোভার ছায়ার সদৃশও নহেন । বিষ্ণুর যে মোহন রূপে মহাদেব বিমোহিত হইয়াছিলেন, ১৪৪ । আমি তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু সেসকল রূপও ইহার সদৃশ নহে । অতএব ইনি কে, এইরূপ ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই । ৪৫ । অন্য কেহই ইহার স্বরূপ অবগত নহে । ইনি হরির প্রেমসী । ইহার দর্শন মাত্রেই গোবিন্দচরণামুঞ্জে যে রূপ প্রেম হইয়াছিল, ৪৬ । তদ্রূপ প্রেম আর কখনই উদ্ভিত হয় নাই । ভগবতি ! আপনাকে নির্জনে একান্তমনে প্রণাম করি আমাকে নিজের বৈভব প্রদর্শন করুন । ৪৭ । ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ অনুভব করেন । যুনি এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই গোপপ্রবর ভানুকে অন্য স্থানে প্রেরণ পূর্বক । ৪৮ । নির্জনে দিব্যরূপিণী বালিকাকে বক্ষ্যমাণপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন । ৪৯ । অয়ি দেবী মহাভাগে মহেশ্বরী মহাপ্রভে মহামোহনদিব্যাস্ত্রি মহামাধুর্য্যবর্ষিণি মহারসানন্দসিক্কিনি ক্লতমানসে ! তুমি মহাভাগে আমার দর্শন পথে উপস্থিত হইয়াছ । হে দেবি ! তোমার দৃষ্টি অন্তরের নিত্য সুখদায়িনী । ৫০ । ৫১ । তুমি মহানন্দপরিভূতপ্রান্তরা । তোমার প্রসন্নমধুর স্তম্ভিষ্ঠ বদনসৌন্দর্য্য অন্তরের মহানন্দ প্রকাশ করিয়া দিতেছে । দেবি শোভনে ! তুমিই শক্তি । রজোগুণ প্রকাশই তোমার লীলা । ৫২ । ৫৩ । তুমি ঐগুণে অধিষ্ঠিতা হইয়াই সৃষ্টিস্থিতি সমাহার রূপিণী হও । তুমিই বিচিত্রসঙ্কামশক্তি পরা বিদ্যা । ৫৪ । তুমিই পরমানন্দসন্দোহধারিণী বৈষ্ণবী শক্তি তোমার বিভব অতীব আশ্চর্য্য । ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণও তোমার

মহিমা অবগত নহেন । ৫৫ । যোগীন্দ্রগণ সর্বকাল ধ্যানেনও  
তোমার দর্শন প্রাপ্ত হইলেন না । তুমিই জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া  
শক্তি রূপিণী । ৫৬ । ঐ সকল শক্তি তোমারই অংশভূত ।  
বালরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য বিভূতি সকল তোমারই  
অংশাংশ । ঈশ্বরী ! তুমি নিশ্চয়ই আনন্দরূপিণী শক্তি  
। ৫৭ । ৫৮ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ব্রন্দাবনে তোমার  
সহিত লীলা করিবেন । তুমি এই কৌমার রূপেই বিশ্ব-  
বিমোহিনী । ৫৯ । এই তরুণ বয়সেই তোমার কি অব্যয়  
রূপলাবণ্য । ৬০ । ভগবতি মহেশ্বরী ! এই আশ্রিত প্রণত  
জনের সম্বন্ধে নিজের স্বরূপ প্রকাশিত কর । ৬১ । মুনিশ্রেষ্ঠ  
নারদ এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে মহানন্দময়ী  
মহামহেশ্বরী শুভদর্শনা ভগবতীকে নমস্কার পূর্বক পরমে-  
শ্বরীর অত্যদ্ভুত রূপলাবণ্য দর্শন করিতে করিতে বক্ষ্যমাণ  
প্রকারে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন । ৬২ । ৬৩ । হে  
মনোহারিন্ কৃষ্ণ তোমার জয় হউক । হে ব্রন্দাবনপ্রিয় ! তুমি  
জয়যুক্ত হও । হে কেলিকলাভিজ্ঞ ! তোমার জয়, হে আনন্দ  
বিহ্বল ! তোমার জয়, হে নীলনীরদাভাস ! তোমার জয়, হে  
পীতবরাহুর ! তোমার জয়, । ৬৪ । হে মন্দারমালাধর তোমার  
জয়, হে মন্দস্নিতানন ! তোমার জয়, হে ললিত ক্রভঙ্গ-  
শালিন্ তোমার জয়, হে বেণুবাদন-কার্যালোক মনোহারিন্ !  
তোমার জয় । ৬৫ । হে ময়ূরপিচ্ছকৃতশিরোভূষণ গোপী-  
মানস-বিমোহন ! তোমার জয়, হে কুকুমবিলিণ্ডাঙ্গ রত্ন-  
বিভূষণ ! তোমার জয় । ৬৬ । আমি কখন তোমার প্রসাদে  
মনোহর শরীরশোভাসম্পন্ন দিব্যরূপিণী এই কামিনীর সহিত  
তোমার জগজ্জনমনোমোহন কৈশোর বিহার বিলোকন

করিব । এইরূপ কীর্তন করিতে করিতেই সেই বাল্য তৎক্ষ-  
 ণাৎ ললিত হইতেও ললিত চতুর্দশবর্ষীয়া যুবতীর গায়  
 অপূর্ব দিব্য কান্তি ধারণ করিলেন । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । তৎ-  
 কালেই সমানবয়োরূপগুণসম্পন্ন ব্রজবালিকা সকল দিব্য  
 ভূষণ-বসন-মালা সমারুত হইয়া আগমন পূর্বক তাঁহার চতু-  
 র্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল । ৭০ । মুনীন্দ্রও তদর্শনে  
 অতীব বিস্ময়াপন্ন ও নিশ্চেষ্ট লইলেন । একবালিকা করুণা-  
 বশে বয়স্যা ভগবতীর চরণামুকণা দ্বারা মুনিকে অভিষিক্ত  
 করতঃ সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন, হে সর্বযোগে-  
 শ্বরেশ্বর মহাভাগ মুনিপ্রবর ! তুমি নিশ্চয়ই ভক্তের কামনা  
 পূর্ণকারী ভগবান্ হরিকে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আরাধনা  
 করিয়াছ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । সিদ্ধগণ মুনিগণ ও ব্রহ্মরুদ্রাদি  
 দেবগণ এবং অপরাপর ভগবদ্ভক্তগণের তুর্দর্শনীয়া হুরারাধ্যা  
 । ৭৪ । অত্যদ্ভুত বয়োরূপমোহিনী হরিবল্লভা এই ভগবতী  
 অনির্বচনীয় সৌভাগ্যক্রমে তোমার দৃষ্টিপথে উপ-  
 স্থিত হইলেন । ৭৫ । হে দেবর্ষে ! উথিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন  
 পূর্বক এই ভগবতীকে প্রদক্ষিণ ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম কর  
 । ৭৬ । ঐ দেখ, চারুকলেবরা অত্যন্ত ব্যাকুলার গায় লক্ষিত  
 হইতেছেন, নিশ্চয়ই মুহূর্ত্তমধ্যেই অন্তর্হিতা হইবেন । ৭৭ ।  
 হে ব্রহ্মবিদে ! ইহার সহিত আর কখনই তোমার সাক্ষাৎ  
 বা আলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই । ৭৮ । কিন্তু বৃন্দাবনে  
 গোবর্দ্ধন গিরি সমীপে সুষমাখ্য তরুতলে সর্বকাল স্পৃশ্যা-  
 ত্যা সর্বদিগ্ব্যাপিসৌরভা যে শুভা অশোকলতা বিরাজিত  
 আছে, তাহারই মূলদেশে মধ্যরাত্রে পুনর্বার আমাদিগের  
 দর্শন প্রাপ্ত হইবে । ৭৯ । ৮০ । স্নেহবিফ্রতান্তরা সেই বাল্যগণের



এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণতি পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেই সেই ভগবতী পূর্ববৎ বালিকারূপা হইলেন । তখন মুনি তাঁহাকে তদ্বুদ্ধিতে ভূয়ো-ভূয়ঃ প্রণাম করিয়া ৮১।৮২ এবং তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন । এবং মুহূর্ত্তদ্বয় সেই নির্মাণ-শোভনা বালাকে দর্শন পূর্বক ভানুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সর্বশোভনা সচ্ছিত্রা তোমার এই বালিকা দেবগণেরও দুঃস্রাপ্য । ৮৩ । ৮৪। যাহার গৃহ ইহার পদচিহ্ন দ্বারা বিভূষিত, তথায় দেবাদিদেব নারায়ণ সর্বদেবগণের সহিত ৮৫। লক্ষ্মী ও সকল সিদ্ধির সহিত অবস্থিতি করেন । অতএব হে সত্তম ! এই বরারোহকে দেবীর ন্যায় যত্নপূর্বক গৃহে রক্ষা কর । ৮৬ । ইহা বলিয়া ভগবদ্ভক্ত মুনি তাহাকে মনেমনে প্রণাম করিয়া তাঁহার রূপ অনুধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন । ৮৭ । অনন্তর মুনিগুহব গহন বনমধ্যে অশোকলতিকামূলে উপস্থিত হইয়া । ৮৮। দেবীগণের রাত্রি-কালে তথায় আগমন প্রতীক্ষা করতঃ কৃষ্ণবল্লভার চিন্তা-পূর্বক প্রেমবিহ্বল চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৮৯ । পূর্বদৃষ্ট ও অন্যান্য যুবতীগণ মধ্য নিশাভাগে বিচিত্রাভরণ-মাল্যবিভূষিত হইয়া আগমন করিলে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া মুনি সস্ত্রান্তচিত্তে ভূপতিত হইয়া সাক্ষাৎ প্রণাম করিলেন । ৯০ । তাঁহারা মুনির নিকট দিয়াই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । ৯১ । মুনি তৎকালে তাঁহাদিগের রূপলা-বণ্যশোভায় বিমুগ্ধ হওয়াতে জিজ্ঞাস্তমত্বেও নিজের অভি-মত ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইলেন । ৯২ । তাঁহাদিগের মধ্যে অশোকমালিনী অশোকবনদেবতা নামী যুবতী করুণা-

স্থিত হইয়া তথায় আগমনপূর্বক কৃতঞ্জলিপুটে অবস্থিত  
বিশ্বয়মন্তুমাস্থিত ভক্তিতাবানতপ্রীত যুনিশ্রেষ্ঠকে সম্বোধন  
পূর্বক কহিলেন, মহামুনে ! আমি রক্তাশ্রুধারিণী রক্তমালা-  
নূলেপনে অনুলিপ্তা রক্তসিন্দুরশোভিতা রক্তপদ্মাবতংসিনী  
রক্তমাণিক্য-কেয়ূর-মুকুটাদিবিভূষিতা হইয়া নিত্য এই বনে  
অশোকলতিকায়ূলে বাস করি । ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। একদা  
বসন্তোৎসবে গোপকন্যাগণ বিচিত্রবসনাদিভূষিত হইয়া প্রিয়  
শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারার্থ এই স্থানে মিলিত হইল । ৯৭।  
আমিও রমারূপা সেই গোপবালিকাগণের সহিত অশোক-  
মালা দ্বারা গোপবেশধারী হরির সম্যক্ অর্চনা করিলাম । ৯৮  
তদবধি নিত্যই ইহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি ও পরমহংস-  
গণের প্রিয় রমাপতিকে বিবিধভূষণ দ্বারা পূজা করি । মুনে !  
তঁহার প্রসাদে আমি সকলই জানিতে পারি । আমি গোপ  
ও গোপিকাগণেরও রহস্য অবগত আছি । ৯৯। ১০০।  
তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ও আমার অন্তরে প্রতিভাত হই-  
তেছে । হে ব্রহ্মন্ ! তুমি সেই অদ্ভুতাকারী অদ্ভুতানন্দ  
দায়িনী স্বর্ণবর্ণী হারাদিভূষণভূষিতা লোললোচনা হরির  
প্রিয়া দেবীকে কিরূপে দর্শন করিবে এবং কি প্রকারেই বা  
তঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিবে, ভক্তি সহকারে এই বিষয়  
চিন্তা করিতেছ । অতএব আমি তোমার নিকট মহাত্মগণের  
বৃত্তান্ত বর্ণন করিব । ১০১। ১০২। ১০৩। হে মুনে ! আমি তোমাকে  
মানস সরোবরে স্নান করিয়া তীব্রতপশ্চায় সিদ্ধমন্ত্র জপকারী  
ঈশ্বর হরির ধ্যানপরায়ণ এবং তঁহারই চরণাম্বুজলাভাভিলাষী  
মহাতেজঃসম্পন্ন একমপুতিলহস্র সংখ্যক মুনিগণের পার্শ্বতীর  
সমীপে মহাদেববর্ণিত পরম রহস্য বিষয় বলিব । ১০৪। ১০৫।

## চতুর্থ অধ্যায়



ঈশ্বর কহিলেন, দেবি ! বরাননে ! তুমি যে গোপকন্যা  
গণের রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা বলিতেছি অবহিত  
হইয়া শ্রবণ কর । উগ্রতপা নামে এক দৃঢ়ব্রত যুনি ছিলেন । ১।  
সাংগিক সেই ঋষি অগ্নিমধ্যে অদ্ভুত তপস্যা আচরণ করি-  
লেন । এবং পরম জপ্য পঞ্চদশাক্ষরমন্ত্র জপ করিতে লাগি-  
লেন । ২। ক্লীংকামদেব কৃষ্ণায় স্বাহা ক্লীং, এই, অত্যন্ত সিদ্ধি-  
দায়ক মন্ত্র জপ ও শ্যামলকান্তি রাসোৎসবোন্মত্ত রসাস্বাদ-  
নোৎসুক পীতবাসধর বেণুবাদনপরায়ণ নবযৌবনসম্পন্ন  
এবং করদ্বারা প্রিয়ার আকর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান  
করিতে লাগিলেন । এইরূপ ধ্যানপর সেই যুনি কল্পশতান্তে  
দেহত্যাগ পূর্বক ৩।৪।৫ সুনন্দ নামক গোপের কন্যা হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিলেন । যিনি করে বীণাধারিণী এবং সুনন্দা  
নামে বিখ্যাত ছিলেন । ৬। সত্যতপা নামে অপর এক মহাব্রত  
যুনি শুষ্কপত্রাহারী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন । সেই যুনি  
রত্যন্ত কামবীজ পুটিত দশাক্ষর মহামন্ত্র জপ ও চিত্রবেশধর  
রমাদেবীর কঙ্কণোজ্জ্বল বাহুলতাধারী নৃত্যকারী রসোন্মত্ত  
ও প্রিয়াল্লেষণতৎপর তরঙ্গগন্তীরস্বরে উচ্ছাস্যকারী বেণু-  
বাদনপর বৈজয়ন্তীবিভূষিত শ্বেদজলকণসিক্ত বলিতললা-  
টানন হরিকে ধ্যান করিতে করিতে তপস্যাতেই তনুত্যাগ

করিলেন । ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। তিনি দশকম্পান্তরে নন্দব্রজে  
 সুভদ্রনামক গোপের কন্যা ভদ্রা নামে জন্মগ্রহণ করেন ।  
 ষাঁহার পাণিতলে ব্যজন পরিদৃষ্ট হয় । ১২। হবির্ধাম নামে  
 অপর এক মুনি ছিলেন । তিনি ভোজন ত্যাগপূর্বকভগবানের  
 উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন । ১৩। তিনি আশুসিদ্ধি-  
 কর শ্রীং হ্রীং হোং হংস ও ইত্যাদি বিংশত্যক্ষর মন্ত্র জপ  
 ও রম্যবন্দাবন মধ্যে মাধবীমণ্ডপে চারুপল্লবাস্তরণোপরি  
 উত্তানশায়ী এবং সময়ে সময়ে কামার্থে পীবরস্তুনী প্রিয়া  
 কর্তৃক সংচুম্ব্যমান প্রিয়ালিঙ্গনপরায়ণ স্মেরবদন হরির  
 ধ্যান করিতে করিতে বহুসংখ্যক দেহ ত্যাগ পূর্বক  
 কম্পাত্রয়ের পর শারঙ্গ নামক গোপের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ  
 করেন । তিনি অতীবশুভলক্ষণা চিত্রকর্মনিপুণা ও বন্দাবলী-  
 নামে বিখ্যাতা হইলেন । ষাঁহার দন্তে বিচিত্র রক্তবর্ণ বিন্দু  
 দৃষ্ট হয় । ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। জাবালি নামে  
 অপর এক ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন । তিনি তপস্যা হইতে বিরত  
 হইয়া এই পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে এক অতিবিস্তৃত  
 মহারণ্যে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া তথায় এক অতি সুশো  
 ভনা বাপী দেখিতে পাইলেন । ২০। ২১। ঐ বাপীর চতুর্দিক  
 ক্ষটিক দ্বারা গ্রথিত, জল অতি সুস্বাদু এবং উহা প্রফুল্লকমল-  
 পরিমলবাহী বায়ু দ্বারা পরিশীলিতা । ২২। তাহার পশ্চিম  
 তটে এক অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ বিরাজিত । তিনি তথায় দুশ্চর  
 তপচারিণী তরুণবয়স্কা অতি মনোহর রূপবতী চন্দ্রাংশু-  
 সদৃশাতামা সর্বাঙ্গবশোভনা কোন এক তাপনীকে কটিতটে  
 বাম হস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণ হস্তে জ্ঞান যুদ্ধাধারণ করিয়া  
 অনিঘিষায়ত লোচনে আহাৱাদি পরিত্যাগ-পূর্বক মুনিশচল

ভাবে তপস্যা করিতে দেখিলেন । তদর্শনে কোন বিষয়  
জিজ্ঞাসু হইয়া সেই স্থানে শতবর্ষ অবস্থান করিলেন । ২৩ ।  
২৪ । ২৫ । ২৬ পরে অবসরক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি  
পূর্ণবিনয়ে আশ্চর্যরূপে ! তুমি কে এবং কি নিমন্তই বা এই  
প্রকার তপস্যাচরণ করিতেছ ? যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে  
ঐ বিষয় বল । তখন তীব্রতপস্চারিণী বাল্য বলিতে লাগি-  
লেন, আমি যোগিবিনয়ী অতুল্য ব্রহ্মবিদ্যা । হরিপদ-  
কামনার এই দুষ্কর তপ করিতেছি । ২৭ । ২৮ । ২৯ ।  
আমি এই ভয়ঙ্কর মহারণ্যে পুরুষোত্তমের ধ্যানপরায়ণ  
হইয়া অবস্থান করিতেছি । আমি ব্রহ্মানন্দপূর্ণ হইয়াও কৃষ্ণ  
রতির আশাতে আপনাকে শূন্য বিবেচনা করিতেছি । ইদানী  
মনতাপশূন্য হইয়া এই পুণ্য বাপিকাতেই এই দেহ বিসর্জন  
করিব । তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্বক সেই মুনি অত্যন্ত  
চিন্তিত হইয়া । ৩০ । ৩১ । ৩২ । নির্ভেদ আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ  
পূর্বক কৃষ্ণার্চিতচিত্তে পরম প্রীতির সহিত তাঁহার চরণতলে  
পতিত হইয়া নিজের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৩ । তখন  
সেই তপস্বিনী তাঁহাকে একটি মন্ত্র বলিয়া দিলেন । তিনি  
সেই মন্ত্র শ্রবণ পূর্বক মানস সরোবরে উপস্থিত হইয়া  
লোকবিস্ময়কর দুষ্কর তপ আরম্ভ করিলেন । ৩৪ । এক পদে  
দণ্ডায়মান হইয়া নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সূর্য্যদেবকে দর্শন করতঃ  
পঞ্চবিংশতিবর্গক পরম মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভাবগদগদ  
অস্তরে আনন্দরূপী কৃষ্ণের বক্ষ্যাণ প্রকারে ধ্যান করিতে  
লাগিলেন । ৩৫ । বিচিত্র লীলাগতিতে বেদ মার্গে ভ্রমণকারী  
ললিত শাদবিন্যাস দ্বারা সুপুরুষনিকারী, মনোহর কন্দর্প  
চেষ্টা দ্বারা সম্মিত অপাস্কৃষ্টিদ্বারা এবং পঞ্চম স্বরে মোহন

রবকারী বিষ্মোষ্ঠপুট চুয়নকারী মনোজ্ঞ কলালাপী বংশী  
 দ্বারা ত্রজবনিতাগণের শরীর ও মানস হরণকারী গোপ-  
 বনিতারক্ষালিঙ্গনতৎপর দিব্যমাল্যায়রধর দিব্যগন্ধামু-  
 লিপ্তাঙ্গ শ্যামলাঙ্গশোভা দ্বারা ত্রিজগন্মুক্তকারী জগৎপতি  
 এবভূত হরিকে বহুদেহে উপাসনা করিতে করিতে নবকম্পা-  
 স্তরে দিব্যরূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮  
 ৩৯ । ৪০ । অতি যশস্বী প্রচণ্ড নামক গোপের সুকুমারী  
 শুভাননা কন্যা হইয়া চিত্রগন্ধা নামে বিখ্যাতা হইলেন । ৪১ ।  
 তিনি নিজাঙ্গসম্ভব গন্ধ দ্বারা দশদিক্ মুক্ত করেন । ঐ দেখ,  
 সেই কল্যাণী মধুপানে মত্ত হইয়া অতীব আনন্দে সকলের  
 অঙ্গে পতিত হইতেছেন । ইহার শরীর-সৌরভে আকৃষ্ট  
 হইয়া হরি সকল গোপবালাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইহারই  
 আলিঙ্গনে উন্মত্ত হইলেন । ৪২ । ৪৩ । অপর মুনি সকল সংযত  
 চিত্তে বায়ু তর্কণ পূর্বক স্মরাদি পঞ্চদশাঙ্কর পরম মন্ত্র জপ  
 করিতে করিতে শতবর্ষব্যাপী তপস্যা আচরণ করেন । ৪৪ । ৪৫  
 সেই সকল মুনিগণ দিব্যবিভূষণধারী দিব্যচিত্রবসনপরিহিত  
 শিখিপিচ্ছমৌলি সব্যজজ্বাস্তে দক্ষিণ পদ স্থাপনপূর্বক দণ্ডা-  
 যমান চারুহস্ত হয়ে পঙ্কজধারী কক্ষদেশসংলগ্নচঞ্চলবেণুবি-  
 শিষ্ট গোপীগণের নয়নমনোহারী পরমাশ্চর্য্যরূপে রঙ্গ মণ্ডপ  
 প্রবিষ্ট গোপীগণ কর্তৃক পুষ্পবর্ষণ দ্বারা পূজ্যমান শ্রীকৃ-  
 ষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে কম্পাস্তে দেহত্যাগ পূর্বক এই  
 বৃন্দাবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ ।  
 ঐ দেখ, যাহাদের কর্ণে রত্ননির্মিত তাড়ক কণ্ঠে রত্নমালা  
 ও বেণীতে রত্নপুষ্প শোভা পাইতেছে । ৫১ । কুশধ্বজ ত্রদ্বারি  
 তনয় শুচিশ্রবা ও পুরণ্ড নামে অপর বেদ পারগ মুনিদ্বয় । ৫২ ।

ওং হংস এই অক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া উর্দ্ধপদে দৃশ্য তপ  
 আচরণ করেন । এবং গোকুলস্থ দশমাসিক বালকরূপ  
 কন্দর্পতুল্য রূপবান্ সুললিতকলেবর রিঙ্গমান হরির ধ্যান  
 পূর্বক কল্পান্তে জগৎপতি হরিকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩ । ৫৪ ।  
 ৫৫ । তাঁহারা উভয়েই অবশেষে সুবীর নামক গোপের পরম  
 ধার্মিক পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহাদিগের হস্তে শুভ-  
 বাদিনী সারিকা দৃষ্ট হইতেছে । ৫৬ । জটিল ষড়পুত ধৃতাশী  
 ও ককু নামক ইছামূত্রবিষয়ভোগনিম্পূহ মুনিচতুষ্টয় একান্ত-  
 ভাবে হরির অর্চনা করিয়া বল্লবীপাতিকে প্রাপ্ত হইলেন ।  
 তাঁহারা জলমধ্যে রমাত্রয়পুষ্টিত উত্তম দশাক্ষর মন্ত্র জপ  
 করিয়াছিলেন, এবং বল্লবীগণের সহিত বনে বনে ভ্রমণকারী  
 নৃত্যগীতাদি দ্বারা কন্দর্পরাগবর্দ্ধক চন্দনালিপ্তমর্দাঙ্গ জবা-  
 পুষ্পকুতাবতংস শিখণ্ডবন্ধমুকুট নীলপীত পাটারুত ভগবান্  
 শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াছিলেন । এই সাধন বলে তাহারা  
 শুভলক্ষণা গোপকন্যা হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন ।  
 ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । এই তাঁহারা রমণীয় ভাবে বিনত  
 দৃষ্টিতে তোমার পুরোভাগে দিব্যমৌক্তিকশোভিত মরুভ  
 বলয়ভূষণ করে ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতেছে । ৬২ ।  
 কল্পান্তের দীর্ঘতপা নামে এক মুনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ  
 করেন । ৬৩ । তাঁহার পুত্র মুনিগণ কর্তৃক প্রদত্ত শুক এই  
 আখ্যা লাভ করেন । ৬৪ । যিনি জাতমাত্র আশ্রমে বালক-  
 গণ কর্তৃক পাঠ্যমান হইয়া শ্রুতমাত্র বেদবর্ণ সকল অভ্যাস  
 করেন এবং শূকের ন্যায় পাঠ করেন বলিয়া শুক নামে  
 আখ্যাত হইলেন । ৬৫ । সেই মহাপ্রাজ্ঞ বালক কৃষ্ণপদ অমু-  
 স্মরণ পূর্বক বাল্যাবস্থাতেই পিতা মাতাকে পরিত্যাগ

পূর্বক বনে গমন করেন । ৬৬ । তিনি তথায় অহর্নিশ দিব্য  
 মানস উপচারে অনাহারে গোপরূপী ঈশ্বরের অর্চনা করেন  
 । ৬৭ । তিনি রম্যপুষ্টিত একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ ও পরমভাব-  
 সহকারে হেমকদম্বতরুস্থলে হেমমণ্ডপিকাতে হেমসিংহা-  
 সনারূঢ় বামহস্ত দ্বারা হেমপুষ্পধারী, দক্ষিণ করে হেম  
 পঙ্কজ ভ্রামণকারী, হেমবর্ণা শ্রিয়া কর্তৃক পরিকল্পিতচিত্র,  
 আনন্দপূর্ণ, নিজাশ্রমদর্শী, মুখ্যতমা সমানবয়োগুণশালিনী  
 শুভা তপ্তকাঞ্চনদেহলাবণ্য একত্রতা একনিষ্ঠা এক-  
 ভাবা নিদ্রারমানাকী ও সৌম্যায়তেক্ষণা গোপকন্যাद्वয়ে  
 সব্যদক্ষিণভাগে অর্চিত হরির অর্চনা করেন । অনন্তর  
 কল্পান্তে তনু পরিহার পূর্বক গোকুলে মহাত্মা উপানন্দের  
 নীলোৎপলদলচ্ছবি কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । এই জন্মে  
 তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বনিতা ও পীতশাটীবসনা রক্তচেলি-  
 কারতা শাতকুম্ভয়নস্তনী রক্তসিন্দূরগাত্রাবরণধারিণী স্বর্ণ-  
 কুণ্ডলনির্ভাতগণ্ডদেশাঃ সুশোভনা স্বর্ণপঙ্কজমালাঢ্যা কুকু-  
 মালিশুম্বস্তনী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ।  
 ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ষাঁহার হস্তে হরিকর্তৃক  
 দত্ত চর্কণীয় দৃষ্ট হইতেছে । ইনি বেণুবাননে অতীত নিপুণা  
 এবং কেশবের অতীব আনন্দদায়িণী । ৭৭ । হরি একদা ইহার  
 মঞ্জীতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ইহার গলদেশে ঐ সুন্দর  
 গুঞ্জাবলি অর্পণ করিয়াছেন । ৭৮ । খেতকেতুনাথক মুনির  
 বেদবেদাঙ্গপারগ পুত্র সর্কবিষয় পরিত্যাগ পূর্বক মনোহর  
 কৃষ্ণে চিত্তসমর্পণ করেন । ৭৯ । এবং একাদশাক্ষর পরম  
 মন্ত্র জপ করিয়া সদাকাল হরির চিন্তার নিমগ্ন করেন । ৮০ ।  
 ৮১ । তিনি কল্পান্তে সিদ্ধ হইয়া এই স্বর্দাবনে জন্মলাভ



করেন । ইনি কৃশাক্ষী কুটুমস্তনী বলি নামক গোপের দুহিতা । ৮২ । ইহার গলদেশে মুক্তাহার, বসন সুক্ষ্ম ও কোশের নির্মিত, ইহার কটিতে মুক্তাময় চন্দ্রহার, শরীরে নানাবিধ কঙ্কণাদি আভরণ, শ্রবণযুগলে দিব্য কুণ্ডলদ্বয়, ললাটে কঙ্করোচ্চনাদিক্রুতা চিত্রাবলী । এবং ইনি সর্বদাই হারি-চরণ-ধ্যাননিরতা । ৮৩ । ৮৪ । ৮৫ । চন্দ্রপ্রভ নামে এক প্রিয়দর্শন রাজা ছিলেন । কৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহার এক মধুরাকৃতি পুত্র হয় । ৮৬ । তাঁহার নাম চিত্রধ্বজ ! তিনি শৈশবাবধি পরম বৈষ্ণব ছিলেন । রাজা চন্দ্রপ্রভ নিজের সৌম্য সুস্থির পুত্রকে কোন ব্রাহ্মণদ্বারা দ্বাদশবৎসর বয়সেই অষ্টাদশাঙ্গুর পরম মন্ত্র উপদেশ করাইলেন । এবং সেই শিশুকে মন্ত্রায়ত্তমর মলিল দ্বারা অভিষেক করাইলেন । ৮৭ । ৮৮ । এই কার্য্য-সম্পাদন-কালেই ভূপতি শ্রীকৃষ্ণপ্রমে কম্পিতকলেবর ও গলদশ্রুধার হইলেন । বালকও সেই দিনেই হরিভক্তস্পর্শে অমলাশয় ও পবিত্রশুভ্রবসনধারী হারমুপুরাদিনানাভূষণবিভূষিতাঙ্গ হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন পূর্বক একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কি প্রকারে গোপিকামোহন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিব । ৮৯ । ৯০ । ৯১ । আমি কিরূপে বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে গোপীগণের সহিত বিহারপরায়ণ হরির সেবা করিব ! প্রতিদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালক অত্যন্ত আকুলমতি হইলেন । ৯২ । অনন্তর একদা স্বপ্নে ঐ আরতনমধ্যে পরমা বিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন । এবং তথায় স্বর্ণপীঠে শিলাময়ী সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা ইন্দীবরশ্যামলা স্নিগ্ধলাবণ্যশালিনী ত্রিভুজললিতাকারা শিখণ্ডাপীড়ভূষণা অধরাপিভবেণুবাদন-

পারায়ণা বামদক্ষিণে সুন্দরীদ্বয়ে নিষেবিতা চুম্বনাল্পেষণাদি  
 দ্বারা তাহাদিগের কামবন্ধুরিত্রী এক কৃষ্ণপ্রতিমূর্তি দর্শন  
 করিলেন । ৯৩ । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । চিত্রধ্বজ এবদ্ভুত বিলাস  
 পর কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া লজ্জায় অবনত বদনে প্রণাম করি-  
 লেন । ৯৭ । তখন হরি দক্ষিণপার্শ্বস্থা প্রেয়সীকে কহিলেন,  
 “এই পুরুষের নিজ শরীর দ্বারা ইহাকে ততুল্য দিব্য যুবতী  
 রূপে নির্মাণ কর । যুগলোচনে ! তুমি ইহার শরীরকে আত্ম-  
 শরীর হইতে অভিন্নভাবে চিন্তা কর । তাহা হইলে এ  
 ব্যক্তি তোমার অঙ্গতেজস্পৃষ্ট হইয়া তোমার রূপ প্রাপ্ত  
 হইবে ।” তখন সেই কৃষ্ণপ্রিয়া চিত্রধ্বজর সমীপস্থা হইয়া  
 নিজাঙ্গ সহ তদঙ্গের অভেদ চিন্তা করিতে করিতে নিজাঙ্গ  
 তেজ দ্বারা তদঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিলেন । ৯৮ । ৯৯ । ১০০ ।  
 ১০১ । বিপ্রর্ষে ! তাঁহার স্তনদ্বয়ের তেজে উহার চারুপীন,  
 পয়োধরদ্বয়, নিতম্ব হইতে মনোহর শ্রোণিবিস্ম, কুণ্ডলতেজ  
 হইতে সুমহোজ্জ্বল কেশপাশ উৎপন্ন হইল । তাঁহার সমস্ত  
 গুণগ্রাম তাহাতে অনুসৃত হইল । তখন হরিবল্লভা নৃপা-  
 ত্মজকে দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় নারীদেহ প্রাপ্ত হইতে-  
 দেখিয়া আনন্দে তপোভঙ্গে স্মিতশোভামনোহর অন্তরে নারী-  
 রূপধর চিত্রধ্বজকে প্রীতি পূর্বক করে ধারণ করতঃ হরির  
 নিকটে অর্পণ করিলেন । হরিও করুণা করিয়া নিজ পার্শ্বস্থা  
 প্রেয়সীকে কহিলেন, “প্রিয়ে ! ইহাকে যথাভিলষিত সেবায়  
 নিযুক্ত কর ।” ১০২ । ১০৩ । ১০৪ । ১০৫ । ১০৬ । অনন্তর  
 তিনি চিত্রকলা এই নামে প্রথিতা হইলেন । ঐ হরিপ্রিয়া  
 একটা বীণা প্রদান করতঃ তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি অদ্যাবধি  
 আমার প্রাণনাথ হরির নামগানে নিযুক্ত হইয়া মধুরস্বরে

গান করিতে থাক । ১০৭ । ১০৮ । অনন্তর চিত্রকলা বীণা  
 গ্রহণ পূর্বক মাধবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার ঐ পরম প্রেয়সী  
 দ্বয়ের পাদরজ স্পর্শ করিলেন । ১০৯ । এবং তাঁহাদিগের  
 শ্রীতিকর সুমধুর গান করিলেন । আনন্দমূর্ত্তি ভগবান ও প্রমত্ত  
 হইয়া তাঁহাকে গাঢ়তরভাবে আলিঙ্গন করিলেন । ১১০ ।  
 চিত্রধ্বজ তাহাতে বীতভয় প্রবুদ্ধ ও সুখসুখামুখিনিমগ্ন ও  
 মহাপ্রেমবিহ্বল হইলেন । ১১১ । তদবধি তিনি রোদনপর  
 ত্যক্তাহারবিহার এবং পিত্তাদি কর্তৃক আভাষিত হইয়াও  
 নির্ঝাক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১১২ । এইরূপে  
 একমাস কাল গৃহে অবস্থান করিয়া একদা নিশীথ সময়ে  
 কৃষ্ণগৃহীতচিত্তে বনগমন পূর্বক সুরদুশ্চর প্রগাঢ় তপস্যা  
 আরম্ভ করিলেন । ১১৩ । ঐ তপস্যা করিতে করিতেই মহা-  
 মতি চিত্রধ্বজ কাম্পান্তে দেহ পরিত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনে বার-  
 কোষ নামক গোপের কন্যা চিত্রকলা নামে জন্মগ্রহণ করেন  
 । ১১৪ । ঐহার অংশদেশে সপ্তস্বরভিভূষিতা বীণা দৃষ্ট হই-  
 তেছে । ১১৫ । তাঁহার বামভাগে দক্ষিণকরে উত্তম রত্নভূঙ্গার  
 ধারিণী দক্ষিণহস্তে রত্নভূষণভূষিতা যে কামিনী দৃষ্ট হইতে  
 ছেন, ইনি পূর্বে তাপসগণ কর্তৃক অভিবন্দিত সর্ষধর্ম্মবিৎ  
 কাশ্যপগোত্রমুদ্ভব পুণ্যশ্রবা নামে মুনি ছিলেন । ১১৬ । ১১৭ ।  
 তাঁহার পিতা পরম শৈব ছিলেন । তিনি এক সময়ে ভক্ত-  
 বৎসল বিশ্বেশ্বর মহাদেবকে রুদ্রের শত নাম শ্রবণ করাইয়া  
 ছিলেন । ১১৮ । তাহাতে ভগবান্ শঙ্কর পার্বতীর সহিত  
 প্রমত্ত হইয়া চতুর্দশীনিশীথে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে এই বর  
 প্রদান করেন যে । ১১৯ । তোমার এক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ পুত্র  
 উৎপন্ন হইবে । তুমি তাহার অষ্টমবর্ষে উপনয়ন দিয়া তাহাকে

এই সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিবে । ১২০। আমি তোমাকে যে এক-  
 বিংশক্ষর মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তাহা বাক্‌সিদ্ধিদায়ক বিদ্যা-  
 গোপাল নামক মন্ত্র । ১২১। এই মন্ত্র যিনি সাধন করেন,  
 তাঁহার জিহ্বাশ্রেণে রসপ্রদ ভগবানের অদ্ভুত লীলাচরিতস্ফূর্তি  
 প্রাপ্ত হয় । ১২২। ক্লীং হ্রীং শ্রীং ঐং ইক্ষু দামোদরায় কৃষ্ণায়  
 ইত্যাদি দশাক্ষর এই মন্ত্র তোমাকে অর্পণ করিলাম । এই  
 মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস ও ধ্যানাদিও বলিয়া দিতেছি । ১২৩।  
 পূর্ণায়তনিধিমধ্যে জ্যোতির্ময় স্থান চিন্তা করিবে । তন্মধ্যে  
 যমুনা বেষ্টিত বৃন্দাবন বনের চিন্তা করিবে । ঐ বন সকল-  
 ঋতুকুম্ভস্রাবিক্রমবল্লীসমাকীর্ণ । ঐ বনে মন্তময়ুর সকল  
 নৃত্য করিয়া থাকে এবং কোকিল শট্‌পদাদি প্রাণিনিকর  
 মধুর গান করিয়া থাকে । ১২৪। ১২৫। তন্মধ্যে এক মহান্  
 পারিজাত তরু অবস্থিত । উহা শাখাপ্রশাখাপরিব্যাপ্ত ও  
 শতযোজন উন্নত । ১২৬। তাহার অতিবিমলমূলে ধেমুমগুল ।  
 তদভ্যস্তরে বেণুধারিণী গোপবালাগণের মগুল । তদভ্যস্তরে  
 মদবিহ্বলাচভ গন্ধোপায়নপানি ব্রজমুন্দরীগণের শোভন  
 মনোহর মগুল । ঐ ব্রজবনিতাগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটা  
 শুক্লবসনপরিধানা শুক্লাভরণভূষিতা প্রেমবিহ্বলিতান্তরা  
 শ্রুতিকণ্যা ও কৃষ্ণগুণগানপরায়ণা । ১২৭। ১২৮। ১২৯।  
 তন্মধ্যে কদলীকাননান্তরে নানান্তরণমণ্ডিত রত্নবেদীতে  
 রাধার বক্ষঃস্থলে শয়ান হরিকে চিন্তা করিবে । ১৩০।  
 তাঁহার বদন ঈষৎ স্মিতযুক্ত ও মনোহর । তাঁহার বাম ভাগে  
 বেণু বিলম্বিত । ঐ বেণুস্পর্শী বামহস্ত দ্বারা দয়িতাকে আলি-  
 স্তন এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা প্রিয়ার চিবুক স্পর্শ করিতে-  
 ছেন । তাঁহার শরীর মরকতমণির ন্যায় নীলকান্তি, চক্ষুদ্বয়

নীলোৎপলদলপ্রভ, কটিতটে পীতবসন, মস্তক ময়ূরবহ্নি-  
 শোভিত, বক্ষঃস্থলে যুক্তাময় হার । ১৩১ । ১৩২ । ১৩৩ ।  
 গণ্ডদেশ মনোহর মকরাকৃতিকুণ্ডলদ্বারা পরিশোভিত, তুলসী-  
 মালা পদপর্যন্ত বিলম্বিত; করে কঙ্কণাদিভূষণ সকল, শরীর  
 কাঞ্চীমূপুরাদি নানাভিভূষণে বিমণ্ডিত । তিনি নববৌবনসম-  
 স্তিত সুকুমারাজ্ঞ এবং লক্ষ পুরস্ত্রীগণে পরিবৃত । তাঁহার  
 পূজা দশাক্ষরমন্ত্ৰোক্ত অপরাপর পূজার সদৃশ । ত্রিই বলিয়া  
 গিরিজার সহিত গিরিজাপতি মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন ।  
 ১৩৪ । ১৩৫ । ১৩৬ । মুনিও গৃহে আগমন পূর্বক যথাকালে  
 পুত্রকে ঐ মন্ত্র উপদেশ করিলেন । পুণ্যশ্রবা তন্মন্ত্র-গ্রহণা-  
 বধি কেশবে ভক্তিশালী হইয়া নানাবিধ রূপলাবণ্যবৈদম্ব-  
 সৌন্দর্যাদিবর্ণিত হরির নিয়ত অনুধ্যান করিতেন । ১৩৭ ।  
 বালকও ঐ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহ হইতে বহির্গমন পূর্বক  
 বায়ুভক্ষণে অযুতায়ুতকম্প তপস্যা করিতে লাগিলেন । তদ-  
 নন্তর গোকুলে এক গোপেরগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণেষ্টিত  
 নিরীক্ষণা লবঙ্গা নামে বিখ্যাতা হইলেন । তাঁহার হস্তে মুখ-  
 মার্জ্জুনবস্ত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে । এই আমি তোমাকে কতি-  
 পয় প্রধানা কৃষ্ণবল্লভার বিষয় শ্রবণ করাইলাম । ১৩৮ । ১৩৯ ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন, তুমি আমাকে যে আশ্চর্য্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ত্রক্ষাদি সকলেই যাঁহাতে মুগ্ধ হইলেন, আমি সেই অদ্ভুত রহস্য তোমাকে বলিতে সমর্থ নহি । ১ । তথাপি মহর্ষি বেদব্যাস অমুরীষ রাজাকে যাঁহা বলিয়াছিলেন তাঁহাই বলিব । মঙ্গলালয় বিষ্ণুভক্ত অমুরীষ রাজা একদা বদরিকাশ্রমে গমনপূৰ্ব্বক সুখানীন জিতেন্দ্রিয় সর্বধর্ম্মজ্ঞমহর্ষি বেদব্যাসকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশংতি-পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন । ২ । ৩ । রাজা কহিলেন, হে সর্বজ্ঞ পুরুষোত্তম মহাত্মা ঋষিপ্রবর বেদব্যাস ! আপনি আমাকে দুঃসার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন । আমি বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়াছি । সচ্চিদানন্দবিগ্রহে মায়াবিবর্জিত শান্ত নির্মল পর পরাকাশরূপ অনাকাশ অনাময় ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যাঁহার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইলেন, আমি সেই সকল মুনিগণের চরণে শত শত প্রণাম করি । যে স্থানে মহামহর্ষিগণের গমন, আমি কি প্রকারে তথায় শাস্ত্রী গতিলাভ করিব ? ৪।৫।৬। ব্যাসদেব কহিলেন, রাজন্ ! তুমি অতি গুপ্ত রহস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছ । আমি উহা নিজপুত্র শুকদেবকেও বলি নাই । কিন্তু হরিপ্রিয় ! তোমাকে ঐ বিষয় বলিব । ৭ । হে নৃপ ! এই বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং অব্যাকৃত অবস্থায় যাঁহাতেই অবস্থান করে; একান্ত ভাবে তাঁহারই অর্চনা

কর । ৮ । আমি পূর্বে বহুবর্ষসহস্র কলমূল পত্র জল ও বায়ু  
 ভক্ষণপূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম । ৯ । তাহাতে  
 ভগবান্ হরি স্বধ্যাননিরত আমার প্রতি প্রশ্ন হইয়া আমার  
 অন্তরে সমাগমপূর্বক কহিলেন, মহামতে ! তুমি কোন্  
 প্রয়োজন সাধনের জন্য এই তপস্যা করিতেছ ? । ১০ । আমি  
 তোমার প্রতি প্রশ্ন হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ।  
 ইহাও বলিয়া দিতেছি, আমার দর্শনে সংসারের উপরতিহইয়া  
 থাকে । ১১ । তখন আমি আনন্দে পুলকিত শরীর হইয়া বলি-  
 লাম, মধুসূদন ! আমি আপনাকে চক্ষুরা দর্শনকরিতে অভি-  
 লষ করি । ১২ । যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম, যিনি জগতের  
 কারণ ও ঈশ্বর, যিনি বেদপীঠে সমাসীন, সেই করুণাময় প্রভু  
 আমার দৃষ্টিপথে আগমন করুন । ১৩ । ভগবান্ কহিলেন,  
 আমি পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক পৃষ্ঠও প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে যাহা  
 বলিয়াছিলাম, তোমাকেও তাহাই বলিতেছি । ১৪ । আমাকে  
 কেহ প্রকৃতি কেহ পুরুষ কেহ ঈশ্বর কেহ ধর্ম্য কেহ ধন কেহ  
 মোক্ষ কেহ বিপত্তারণ কেহ শূন্য কেহ ভাব কেহ পরমার্থ  
 কেহ অদৃষ্ট কেহ দেব কেহ শরীর কেহ মন কেহ বুদ্ধি কেহ  
 কাল কেহ মঙ্গলময় কেহ সদাশিব কেহ বেদবিগীত সস্তাব  
 বিক্রিয়াহীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সনাতন পরমেশ্বর বলিয়া  
 থাকেন । আমারই মায়াতে মোহিত হইয়া লোকে সর্বকালেই  
 সৎপথ হইতে বঞ্চিত হয় । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । যিনি  
 আমার অনুগ্রহ লাভ করেন, তিনিই আমাকে জানিতে  
 পারেন । আমি অদ্য তোমাকে আমার বেদেরও অগম্য  
 স্বরূপ প্রদর্শন করিব । ১৯ । হে ভূপ ! তদনন্তর আমি  
 বালানুজপ্রভ গোপকন্যাবেষ্টিত, গোপকর্তৃক পরিবৃত হস্ত

কারী গোপবালকরূপী কদম্বমূলস্থিত গীতবাসী অদ্ভুতদর্শনভগ-  
বান্ হরিকে দর্শন করিলাম । এবং নবপল্লবমণ্ডিত কোকিল-  
ভ্রমরারাব মনোভবমনোহর বৃন্দাবন বন দর্শন করিলাম ।  
ইন্দ্রীবরদলপ্রভা কালিন্দী নদীও দর্শন করিলাম । ২০। ২১। ২২।  
এবং মহেন্দ্রদর্পনাশার্থ কৃষ্ণের বামকরোদ্ধৃত গোবর্দ্ধন পর্বত  
দর্শন করিলাম । ঐ ব্যাপার গো ও গোপালগণের অতীব  
সুখাবহ হইয়াছিল । ২৩ । সর্বভূষণভূষিত অবলাসঙ্গমুদিত  
বেণুবাদনতৎপর গোপালকে দর্শন করিয়া বিতৃষ্ণ হইলাম  
। ২৪ । তদনন্তর ভগবান্ স্বয়ং বৃন্দাবনের রহস্য সকল  
আমাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি আমার এই যে দিব্য সনা-  
তন নিষ্কল নিষ্কিয় শান্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পূর্ণ পদ্মপলাশাক্ষ  
রূপ দর্শন করিলে, ইহা অপেক্ষা পরতর বস্তু আর নাই ।  
২৫ । ২৬ । ইহাকেই বেদ সকল সর্বকারণের কারণ সত্য  
ব্যাপী পরমানন্দচিদম্বন শাস্বত শিবজনক বলিয়া থাকে ।  
২৭ । আমার মথুরা বৃন্দাবন বন যমুনা গোপকন্যা ও  
গোপবালকগণকে নিত্য, জানিবে । ২৮ । আমার অবতার  
সকল নিত্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিবে না । রাধা  
আমার পরমা প্রিয়া এবং আমি সর্বজ্ঞ ও পরাৎপর ।  
আমাতেই ষায়াবিজৃম্বিত হইয়া এই সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত  
হয় । ২৯ । তদনন্তর আমি জগৎকারণকারণ ভগবান্কে  
জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল গোপীগোপসকল ও এই  
বৃন্দাদির স্বরূপ কি ? ৩০ । এই বন এই সকল কোকিলাদি  
পক্ষী এই নদী ও এই গিরিই বা কে ? এবং এই লোকান-  
ন্দৈকভাজন মহাভাগ বেণুই বা কে ? ৩১ । তখন প্রসন্ন বদনা-  
য়ুজ ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া আমাকে বলিলেন, গোপ সকল



শ্রুতি ও গোপকন্যা সকল শ্রুতিকন্যা ও দেবকন্যা কেহই মনুষ্য নহে । গোপালগণ বৈকুণ্ঠানন্দমূর্ত্তি মুনি সকল । ৩২ । ৩৩ । এই কদম্ব পরমানন্দভাজন কল্পারক্ষ । এবং এই বৃন্দাবন মহাপাতকনাশন আনন্দকল্যাণ্য বন । ৩৪ । ইহা মহাপাতকী জনেরও সমস্ত দুঃখহারী । এবং এই কোকিলাদি পক্ষী সকল যে সিদ্ধ সাধ্য ও গন্ধর্বাदि তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । ৩৫ । ষমুনা সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী ও যমভীতিমুৎ । এবং এই ভূধর গোবর্দ্ধন অনাদি হরিদাস । ৩৬ । হে বিপ্র ! এই বেণুর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর, ইহা তোমার বিদিত আছে । দেবব্রত নামে কৃতশাস্ত্রপনাদিব্রত দ্বারা শান্তমনা কর্মকাণ্ড বিষারদ দান্ত অবৈষ্ণবজনসমূহমধ্যবর্তী ক্রিয়াপর এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । ৩৭ । ৩৮ । তত্রত্য লোক সকল যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতেন না । ঐ দেবব্রত এবং রাজা ইহার উভয়েই হরিভক্তিবিমুখ ছিলেন । একদা বেদান্তকৃতনিশ্চয় ঐ দেবব্রত ভূপতির আবাসে গমন করিলেন । ৩৯ । তথায় আমার কোন এক ভক্ত তুলসীদল ও ফলমূলাদি দ্বারা আমার পূজা করিয়া শ্রীতি পূর্বক ঐ পূজার দ্রব্য কিঞ্চিৎ ঐ দেবব্রতকে প্রদান করেন । দেবব্রত অশ্রদ্ধা পূর্বক হাস্যকরিয়া তাঁহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করেন । ৪০ । ৪১ । সেই পাপেই দেবব্রতের অভিদারুণ বেণুত্ব প্রাপ্ত হয় । এবং আমার প্রিয় ঐ সেবকের পূর্বোক্ত পুণ্য রাজত্ব প্রাপ্তি হয় । তিনি এখনও রাজা হইয়া কেতুমালে প্রতিষ্ঠিত আছেন । পরে যুগান্তে বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেন । ৪২ । ৪৩ । দুরাশয় ব্যক্তিগণ সুরেন্দ্র-নাগেন্দ্র-মুনীন্দ্র সংস্রুতা মনোরমা সনাতনী মথুরাপুরীর তত্ত্ব অবগত

হইতে পারে না । ৪৪। এই পৃথিবীতে যদিও কাশ্যাদি অনেক পুরী আছে । তাহাদের সকলের মধ্যে মথুরাই ধন্য । যে মথুরা জীবের জন্ম উপনয়ন ত্রত ও মৃত্যুরূপ অবস্থাচতুষ্টয় হইতে মুক্তিপ্রদান করে । ৪৫ । জীব যখন বিষয়বাসিনাদি পরিত্যাগে বিশুদ্ধ ও নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইয়া নির্মল চিত্ত হইল, তখনই এই উত্তমপুরীর দর্শন হয় । তদ্বিত্ত শত-কল্পেও ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না । ৪৬। মথুরাবাসি গণ সকলে চতুর্ভূজ অনন্যমহিমা ধন্য : দেবভাগ্যেরও মান্য । ৪৭ । যে লোক মথুরাবাসীর উ লোকায়োপ করে, সে স্বয়ং জন্মমৃত্যুমহাদ্রদ দোষে দূষিত হয় । ৪৮ । যে ব্যক্তি সেই মথুরার ধ্যান করে সে অধন্য হইলেও ধন্য । প্রাণিগণের মোক্ষপ্রদ ভূতেশ্বর মহাদেব স্বয়ং মথুরাতেই বাস করেন । ৪৯ । আমার প্রিয়তম ভূতেশ্বর মহাদেব আমার প্রতিপ্রীতি হেতু ঐ মথুরাপুরী পরিত্যাগ করেন না । ৫০ । যে ব্যক্তি ঐ ভূতেশ্বরকে পূজা বা প্রণাম না করেন, অথবা ছফটচিত্তে তাঁহার চরিত শ্রবণ না করেন, যিনি পরদেবতাখ্য স্বয়ং-প্রকাশ আমার এই পরমভক্ত শিবকে পূজা না করেন, সেই পাপপুরুষ কি প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিবে । ৫১। ৫২। যে জীবগণ মায়াতে মোহিত হইয়া আমার ভক্ত ভূতেশ্বর মহাদেবের স্তব পূজা ও প্রণাম না করিয়া আমার পূজা করিতে চেষ্টা করে, তাহার সে পূজা নিষ্ফল হয় । ৫৩ । পিঞ্জর নামক এক বালক ঐ মথুরাতে ভূতপতির আরাধনা করিয়া অন্যের অপ্রাপ্য নির্মল পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল । অন্ধই হউক খঞ্জই হউক যে ব্যক্তি জ্ঞানিগণেরও মূঢ়লতা মথুরাপুরীতে প্রাণত্যাগ করে, তাহার সঙ্গতি হয় । হে বেদ-

ব্যাস ! তুমি আমার অংশ, এই কারণে আমি তোমার নিকট  
এই সকল বেদের অগম্য গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিলাম । ৫৪ ।  
৫৫ । ৫৬ ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।



ঈশ্বর কহিলেন, একদা ভগবৎপ্রিয় উদ্ধব নির্জুনে পার্শ্বদ  
সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্ ! গোবিন্দ যে  
নিত্যসুখান্দিত্য নিত্যধামে গোপাঙ্গনাগণের সহিত ক্রীড়া  
করেন, সেই স্থান কোথায় এবং কীদৃশ ? ১ । ২ । তাঁহার  
ক্রীড়িত বৃত্তান্ত এবং অপরাপর অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকল অনুগ্রহ  
করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক । ৩ । সনৎকুমার কহিলেন,  
একদা ভ্রমণাবসানে কোন একটি বৃক্ষতলে ভগবান্ পার্শ্বদ-  
গণের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন । অর্জুনও পরিশ্রান্ত হইয়া  
তথায় উপস্থিত হইলেন । তৎকালে ঐ বিষয়ে অর্জুনের  
সহিত ভগবানের যে কথোপকথন হইয়াছিল এবং আমি  
ভগবানের নিকট হইতে যাহা যাহা অদ্ভুত শ্রবণ করিয়াছি,  
তাহা অদ্য তোমাকে শ্রবণ করাইব । তুমি অবহিত চিত্তে  
শ্রবণ কর । কিন্তু এই রহস্য কুত্রাপি প্রকাশ্য নহে । ৪ । ৫ ।  
৬ । অর্জুন কহিলেন, হে কৃপাস্তোত্র ! আপনি কৃপা করিয়া  
আপনার অপর ভক্তের অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয় সকল বিজ্ঞা-  
পন করিয়াছেন । ৭ । কিন্তু প্রভো ! এক্ষণে পূর্বকথিত আপ-

নার প্রিয় গোপিকাগণের বিভাগ, সংখ্যা, নাম, কৰ্ম, বয়স, ব্যবহার ও বেশাদির বিষয় বর্ণন করুন। ৮১। এবং তাহাদিগের সহিত নিত্যসুখদায়ক-বিহারার্থ কোন্ স্থানে কোন্ বনে কিরূপ আচরণ করেন, তাহাও বলুন। ১০। এবং সেই নিত্য স্থানই বা কীদৃশ, রূপা করিয়া তাহাও বলুন। হে আৰ্ত্তাৰ্ত্তিহর ভগবন্ ! আমি আপনার নিকট এই যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই সকল গুহ্য বিষয় বলিতে আ জ্ঞা হউক। ১১। ১২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার বিহারের স্থান বিহার এবং বল্লভাগণ এরূপ ভাবের, যাহা প্রাণসম প্রিয়জনের নিকটও প্রকাশ্য নহে। ১৩। হে বৎস ! আমি ঐ বিষয় বলিলেই তোমার দর্শনে উৎকণ্ঠা হইবে। ঐ স্থান লক্ষ্যাদিরও অদৃশ্য; পুরুষের তা কথাই নাই। অতএব হে বৎস ! ক্ষান্ত হও, না শুনিলেই বা তোমার ক্ষতি কি ? ১৪। ভগবানের এই প্রকার সুদারুণ বাক্য শ্রবণকরিয়া অর্জুন দীনভাবে তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন। ১৫। তখন ভক্তবৎসল ভগবান ঈষৎ হাস্য করিয়া অর্জুনকে হস্ত দ্বারায় উত্তোলন পূর্বক প্রীতিসহকারে কহিলেন, ১৬। যাহা বলিলেই দর্শনের ইচ্ছা হয়, তাহা বলিয়া ফল কি ? তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-কারিণী ভগবতী ত্রিপরশুম্ভরীকে ভক্তি পূর্বক আরাধনা করিয়া এই বিষয় তাঁহাকেই নিবেদন কর। ১৭। ১৮। তাহার পূজা ব্যতিরেকে আমি তোমাকেই পদ প্রদান করিতে পারি না। পার্থ ভগবানের এই বাক্যশ্রবণে পরম হর্ষা-স্থিত হইয়া শ্রীমতী ত্রিপুরাদেবীর পাদুকাতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ বিচিত্র রত্ন দ্বারা উপশোভিতা শুক-কোকিল-শারিকা-কপোত-লীলাচকোর

ও অন্যান্য পক্ষী দ্বারা নিনাদিতা, খ্রীষ্টিয়ামণিবেদিকা দর্শন করিলেন । যে স্থানে গুঞ্জদ্রবমরকোলাহলমমাকুল ভাস্বরমণি ও আলবালদ্বারা মনোহর একটি অদ্ভুত মনোহরশ্রীরত্নমন্দির রহিয়াছে । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । তথায় এক খানি মহামূল্য অতি শোভন সিংহাসন স্থাপিত রহিয়াছে । সেই সিংহাসনে ষালসূর্য্যসমপ্রভা নানালাঙ্কারভূষিতা নবযৌবন-সম্পন্ন শূল পাশ ধরু ও শর দ্বারা ভূষিতভূজচতুষ্টয়া সুপ্র-সন্ন মনোহরা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদি দেবগণের কিরীটনিরশ্মি দ্বারা বিরাজিতপদাভ্রোজা অগ্নিমাধ্যৈশ্বর্য্যশালিনী প্রসন্ন-বদনা বরদা ভক্তবৎসলা দেবী ত্রিপুরসুন্দরী বিরাজিতা । অর্জুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া ক্রতাঞ্জলিপুটে পরমভক্তি সহ-কারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন । করুণাময়ী ভগবতী তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া তত্তৎস্মরণে বিহ্বলচিত্ত হইয়া, করুণাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস ! তুমি পাত্র বিবেচনা করিয়া এমন কি দুর্লভ বস্তু দান করিয়াছ, অথবা কি ষজ্জ বা কি তপস্যা করিয়াছ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । যাহার কলস্বরূপ ভগবানে এই অচলা ভক্তি লাভ করিয়াছ । অথবা অপর কোন সুদুর্লভ মহৎ শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, যাহাতে ভগবান্ তোমার প্রতি অনন্য-লভ্য এই প্রসাদ প্রদর্শন করিয়াছেন । ৩০ । ৩১ । ভূতল-বাসী মর্ত্যলোকের স্বর্গবাসী দেবতাগণের তপস্বিযোগি-গণের অথবা অপর সকল ভক্তগণের সম্মুখে যে প্রসাদ দৃষ্ট হয় না, বিশ্বাত্মা ভগবান্ তোমার প্রতি সেই প্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন । ৩২ । ৩৩ । বৎস ! এক্ষণে সর্ব্বকাম-প্রদা এই দেবীর সহিত আমার কুলকুণ্ড সরোবরে গমন

কর । এবং তথায় বিধিবৎ স্নান করিয়া সত্বর আগমন কর । পার্থ তচ্ছ বণে তাঁহার সহিত তথায় গমন পূর্বক স্নানানন্তর প্রত্যাহৃত হইলেন । ৩৪ । ৩৫ । দেবী স্নান করিয়া প্রত্যাগত অর্জুনকে স্নান যুদ্ধাদি করাইয়া তাঁহার দক্ষিণ-কর্ণে সদ্যঃ সিদ্ধকরী পরাবিদ্যা প্রদান করিলেন । ঐ যন্ত্রের সাধন, অধুষ্ঠান, পূজা ও লক্ষসংখ্যক জপাদিও নির্দেশ করিলেন । এবং করবীর কোরকঘারা হোমের প্রয়োগাদিও উপদেশ করিলেন । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । দেবী কৃপা করিয়া নির্জনে ইহাও বলিলেন যে, এইরূপ বিধানে পূজা করিয়া আমার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেই তুমি সেই স্থানে গমন করিতে পারিবে । ভগবান্ পূর্বেই এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন । অর্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে তাঁহার পূজাদি জপ ও হোমাদি সমাধান পূর্বক দেবীকে প্রসন্ন করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন । এবং মনোরথ যেন সিদ্ধি হইয়াছে এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন । তখন সিদ্ধি তাঁহার করস্থ বোধ হইতে লাগিল । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । দেবীও তদবসরে স্মিতবদনে সমাগত হইয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি এক্ষণে ইহার সহিত গোপনে গমন কর । ৪৪ । তখন পার্থ সসম্মুখে গাত্রোথান পূর্বক হৃষ্ঠচিত্তে দেবীকে প্রণাম করিলেন । ৪৫ । এইরূপ আশুপ্ত হইয়া অর্জুন দেবীর বয়স্যার সহিত বেদের অগোচর রাধাপতির আবাসে গমন পূর্বক গোলোকের উপরিস্থিত স্থিরবায়ুধৃত নিত্য সত্যস্বথাম্পদ নিত্যবহোৎসবময় নিত্যরুদ্দাবন মধ্যে অনেক অদৃশ্য পূর্ণ প্রেমরসাত্মক ভগবান্ পরমেশ্বরকে দর্শন করিলেন । ৪৬ ।

৪৭ । ৪৮ । অর্জুন দেবী কর্তৃক পরিদর্শিত এই ধর্ম দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল ও বিবশ হইয়া তথায় পতিত হইলেন ।

৪৯ । পরে অতি কষ্টে লক্ষসংজ্ঞ ও দেবী কর্তৃক হস্তদ্বারা উত্থাপিত ও তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা কথঞ্চিৎ শৈথিল্য প্রাপ্ত হইয়া চঞ্চলভাবে বারংবার বলিলেন, ইহার পর আপনি আমাকে কি দর্শন করাইবেন, তাহা দর্শন করাইয়া শান্ত করুন । ৫০ । ৫১ । তখন দেবী তাহাকে করে ধারণ পূর্বক সেই গোলোকের দক্ষিণভাগে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পার্থ তুমি স্নানার্থ এই প্রভূত জল সরোবরে অবগাহন কর । ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ-কুল-সঙ্কুল সহস্রদলকমলের সংস্থান মধ্যকর্ণিকস্বরূপ অপূর্বচতুঃ-সরোবর বিশিষ্ট ও চতুর্দ্বারসম্বিত স্থান দর্শন করিবে । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ইহার দক্ষিণে মধুমাত্রীকজল-বিশিষ্ট মলয়-নিষ্কার নামে অপর একটি সরোবর দেখিতে পাইবে । এবং ঐ স্থলে একটি অপূর্ব কুমুমোদ্যান দেখিতে পাইবে । যে স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ বসন্তে বসন্তকুমুমোচিত মদনোৎসব করিয়া থাকেন । যে স্থানে কামদেব নিরন্তর অবস্থান করেন এবং যে স্থানের নাম স্মরণ করিলে মুনিগণের স্মরাস্কুরের বিনাশ হয় । তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া পূর্বসরোবরের তটে গমন ও তাহার জলস্পর্শন পূর্বক মনোরথ সাধন কর । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । তখন অর্জুন তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেই পদ্মাদিনানাবিধকুমুমপরাগরঞ্জিত সুবাসিত মধুপানিনাদিত কলহংসাদিজলচরপক্ষিগণের নিনাদদ্বারা আন্দোলিত রত্নাবল্লচতুস্তীরবিশিষ্ট মণিধরমোপানসুন্দর মন্দালিরুতরঙ্গিত সরোবরে স্বাহ সুবাসিত জলের অভ্য-

স্তরে অবগাহন করিলে, সেই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন । তখন  
 অজ্জুন উত্থিত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক আপনাকে  
 সজ্জাস্তা অসহারিনী স্বর্গীশশোভাবিশিষ্টা গৌরকান্ত-তম্বু-  
 লতা স্ফুরৎকিশোরবর্ষীয়া শরদিন্দুনিভাননা সুমীলকুটিল-  
 স্নিগ্ধবিলম্বদধনকুস্তলা মিন্দুরবিন্দুকিরণপ্রোজ্জ্বলালকপাটিকা  
 উদ্যালদ্বন্দ্বলতাভঙ্গীজিতস্বরশরাসনা ঘনশ্যামলচঞ্চললোচন-  
 খঞ্জনা মণিকুণ্ডলনানাংশুবিষ্ফুরৎপাণ্ডুকুস্তলা সুদতী চারু  
 চিবুকা বন্ধুকমধুরাধরা কন্থুঞ্জীবা নাগহারশোভিতহৃদয়া  
 কন্দর্পন্যস্তসর্বস্বমস্পূর্ণস্তনমণ্ডলা যুগলকোমলশোভিত ভূজ-  
 বল্লী অনুরূহাভ্যস্তরকোমলপাণিপল্লবা স্বর্ণরচিতকটিশূত্রা  
 শকিতকাঞ্চীশোভিতজঘনস্থানা টুকুলাম্বর-শোভিত-নিতম্ব-  
 তরুশালিনী রণিতসুন্দরমঞ্জীরসুচারুপদপঙ্কজা বিবিধকলা-  
 কৌশলশালিনী অনাহূতস্নিতসুধাবশীকৃতজগত্রয়া সর্বলক্ষণ  
 সম্পন্ন সর্বাভরণভূষিতা শ্রেষ্ঠা আশ্চর্য্যললনারূপে দর্শন  
 করিলেন । ৫৯ । ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ ।  
 ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ । ঐ কামিনী  
 তৎকালে ভগবানের মায়াতে নিজের পূর্বরত্নস্তম্ভ ও  
 গোপিকাপ্রাণবল্লভ হরির বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন । ৭৩ ।  
 তখন তিনি কর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে অব-  
 স্থান করিতে লাগিলেন । ঐ সময়ে অকস্মাৎ একটি আকাশ  
 বাণী হইল । ৭৪ । 'সুভ্র ! এই পথে পূর্বসরোবরে গমন কর ।  
 এবং ইহার জলস্পর্শ করিয়া নিজের মনোরথ সাধন কর' ।  
 ৭৫ । অয়ি বরবর্গিনি ! তথায় তোমার সখীসকল অবস্থান  
 করিতেছেন, তুমি হুঃখিতা হইও না । তাঁহারা তোমার  
 অভিলাষ সম্পাদন করিবেন । ৭৬ । সেই কামিনী এই আকাশ



বাণী শ্রবণ করিয়া অপূর্ব অবতরণিকাবিশিষ্ট নানা পক্ষী-  
সমাকুল প্রফুল্লকৈরবকহলারকমলইন্দীবরাদি পুষ্প দ্বারা  
শোভিত নানাবিধ কুমুমোদ্যান কুঞ্জলতা ও তরুবিশিষ্ট সরো-  
বরে গমন পূর্বক তাহার জলস্পর্শ করিলেন । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ ।

এই সময়ে নানাবিধ শকারমান অলঙ্কার সকলে বিভূষিত  
আশ্চর্য্যযৌবন আশ্চর্য্যাকারভাষিত আশ্চর্য্যাতিবিল্যসবিভ্রম  
আশ্চর্য্যহমিতালোকনাদি মধুরাদুতলাবণ্য সর্বমাধুর্য্যসেবিত  
চিত্রগতি আশ্চর্য্য স্নিগ্ধমৌন্দর্য্য রমণীরন্দ ও অত্যাশ্চর্য্য  
দৃশ্য সকল দর্শন করিলেন । ৮০ । ৮১ । ৮২ । ৮৩ । এই  
সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সেই কামিনী কোন  
বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ও নতাননে পদা-  
ঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতল লিখন করিতে লাগিলেন । ৮৪ । তখন  
পূর্বোক্ত কামিনীরন্দের মধ্যে কোন কামিনী এই নবাগতা  
কামিনীকে দর্শন করিয়া, আমাদিগের সখান জাতীয়া  
এই স্ত্রী কে, ? এই বিষয়ে পরস্পর আলাপ করিতে লাগি-  
লেন । ৮৫ । এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা  
পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সমীপে উপস্থিত  
হইলেন । ৮৬ । সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যস্থিতা প্রিয়-  
ম্বদা নামী এক মনস্বিনী কামিনী প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? কাহার কন্যা, কাহারই বা  
প্রাণবল্লভা ? তোমার জন্মস্থান কোথায় ? এস্থানে কে  
তোমাকে আনয়ন করিয়াছে ? অথবা নিজেই আসিয়াছ ? ৮৭ ।  
৮৮ তোমার কোন চিন্তা নাই, এস্থান হুঃখের স্থান নহে ।  
আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা বল । ৮৯ । তখন সেই  
স্ত্রীরূপধারী অজ্ঞান এইরূপে পৃষ্ঠ হইয়া বিনয় পূর্বক কণ্ঠ-

স্বরে তাঁহাদিগের মনোমোহন করিয়া বক্ষ্যমাণ বলিতে লাগিলেন । ৯০ ।

অর্জুনীয়া কহিলেন, আমি কে, কোন্ কুলে জন্মিয়াছি এবং কাহারই বা বল্লভা, কেই বা আমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে, অথবা আপনি আনিয়াছি, আমি এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহি । দেবীই এই বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন । তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন এবং তদ্বাক্যে যদি প্রত্যয় থাকে, তবে তাঁহারই নিকট হইতে শ্রবণ করুন । ইহারই দক্ষিণপার্শ্বে এক সরোবর আছে ; আমি সেই স্থানে স্নানার্থ আনিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, এমত সময়ে এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম । ৯১ । ৯২ । ৯৩ । ৯৪ । এই পথে পূর্ব সরোবরে গমন কর এবং তাহার জলস্পর্শে নিজের মনোরথ সাধন কর, সেই স্থানে তোমার সখী সকল অবস্থান করিতেছেন, বিষণ্ণ হইও না, তাঁহারাই তোমার মনোরথ সাধন করিবেন' । ৯৫ । ৯৬ । আমি এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াই বিষাদ ও হর্ষে পরিপূর্ণ এবং চিন্তারসাকুলা হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি । ৯৭ । এই স্থানে আগমন পূর্বক এই সরোবরের জলস্পর্শ করিয়া প্রথমতঃ নানাবিধ শুভধ্বনি শ্রবণ, পরে আপনাদিগকে দর্শন করিলাম । ৯৮ । দেবীগণ ! আমি এই পর্য্যন্তই অবগত আছি, অপর কিছুই জানি না । প্রিয়মুদা কহিলেন, স্ত্রী ! তুমি যাহা কিছুকহিলে, সে সকলই সত্য, তাহার সন্দেহ নাই । এবং দৈববাণী অনুসারে তুমি আমাদিগের সখীও হইলে । ৯৯ । ১০০ ।

তখন সেই কামিনী তাহাদিগের কর্তৃক অনুগৃহীতা ও মন্ত্রবিধ্বস্তবিন্ময়া হইয়া, তাঁহাদিগের পদতলে পতিত

হইয়া বিনয়পূর্বক কহিলেন, আপনারা যদি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রতি প্রসাদ প্রকাশ করিলেন, তবে এক্ষণে আমি কিঞ্চিৎ প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি, আপনারা আমার অপরাধ কমা করিবেন । ১০১ । ১০২ ।

অৰ্জুনীয়া কহিলেন, আপনারা কে, জন্মস্থান কোথায়, কাহার কন্যা এবং কাহার বল্লভা ও নামই বা কি, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন । ১০৩ ।

প্রিয়ব্রদা কহিলেন, শুভে ! গোকুলনাথের রাধিকা নামী যে প্রাণবল্লভা আছেন, আমরা তাঁহারই সখী । ১০৪ । এই গুলি বৃন্দাবনচন্দ্রের বিহারকামিনী । ইহঁারা আত্মমুদিতা ও ব্রজবালা নামে খ্যাতা । ১০৫ ।

ইহারা শ্রুতিগণ, ইহারা মূনিগণ এবং আমরা গোপ কন্যাগণ ; ইহাই স্বরূপতঃ বলিলাম । ১০৬ । ইহঁারা সকলেই রাধাপতির অঙ্গস্বরূপা প্রেয়সী নিত্য এবং নিত্যবিহারিণী বিহারপাত্রী । ১০৭ । এই দেবীর নাম পূর্ণরসা, ইহঁার নাম রসবল্লবী, ইনি রসপীষুধায়া, ইনি রসতরঙ্গিনী, ইনি রসকল্লোলিনী । ইনি রসবালিকা, ১০৮ । ১০৯ । ইনি অলঙ্কমঞ্জরী, ইনি অনঙ্কমালিনী, ইনি মদয়ন্তী, ইনি রসমসুরা, ১১০ । ইহঁার নাম ললিতা, ইনি ললিতযৌবনা, ইনি অনঙ্ককুমুমা । ইনি মদনমঞ্জরী, ১১১ । ইনি কলাবতী, ইনি রতিকলা, ইনি কলকণ্ঠা, ইনি অঙ্কা, ইনি রতোৎসুকা, ১১২ । ইনি রতিসর্কস্বা, ইনি রতিচিন্তামণি, ইহঁারা সকলেই নিত্য এবং নিত্য রসপ্রদা । ১১৩ ।

অতঃপর শ্রুতিগণ ; ইহাদের কতকগুলির বিষয় শ্রবণ কর । ইনি উদ্যীতা, ইনি রসগীতা, ইনি কলগীতা, ১১৪ ।

ইনি কলস্বরূপা, ইনি কণ্ঠিতা, ইনি বিগন্ধী, ইনি কলপদা, ইনি বহুমতা, ১১৫। ইনি বহুকর্ম্মশুনিষ্ঠা, ইনি বহুবী, ইনি বহুশাখা, ইনি বিশাখা, ১১৬। ইনি সুপ্রয়োগতমা, ইনি বিপ্রয়োগা, ইনি বহুপ্রয়োগা, ইনি বহুকলা, ইনি কলাবতী ইনি ক্রিয়াবতী । অতঃপর মুনিগণের মধ্যে কতিপয়ের বিষয় বলিতেছি । ১১৭ । ১১৮ ।

ইনি উগ্রতপা, ইনি সূতপা, ইনি প্রিয়ত্রতা, ইনি সূত্রতা ইনি সুরেখা, ইনি সুপর্বা, ইনি স্তুরেখা, ইনি মণিগ্রীবা, ইনি অপর্ণা, ইনি সুপর্ণা, ইনি সুলক্ষণা, ইনি সুদতী, ইনি সৌকলিনী, ইনি সুলোচনা, ইনি সুমনা, ইনি সুভদ্রা, ইনি সুশীলা, ইনি সুরভি, ইনি সুখদায়িকা । ১১৯ । ১২০ । ১২১ । ১২২ ।

অতঃপর গোপবালাগণ, এই সকল অনুরূহানাগণের ও কতিপয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি । ১২৩ । ইনি চন্দ্রাবলী, ইনি চন্দ্রিকা, ইনি কাঞ্চনমালা, ইনি রুক্মমালাবতী, ইনি চন্দ্রাননা, ইনি চন্দ্ররেখা, ইনি চন্দ্রিকা, ইনি চন্দ্রমালা, ইনি চন্দ্রাবলি, ইনি চন্দ্রপ্রভা, ইনি চন্দ্রকলা, ইনি সৌবর্ণমালা, ইনি মণিমালিকা, ইনি স্বর্ণপ্রভা, ইনি শুদ্ধকাঞ্চনসান্নিভা, ইনি মানিনী, ইনি মালতী, ইনি যুথী । ১২৪ । ১২৫ । ১২৬ । ১২৭ । ইনি বাসন্তী, ইনি নবমল্লী, ইনি শেফালিকা, ইনি লবঙ্গিকা, ইনি এলালতা, ১২৮ । ইনি সৌগন্ধিকা, ইনি কস্তুরী, ইনি পদ্মিনী, ইনি কুমুদতী, ইনি রমালা, ইনি সুরসা, ইনি মধুমঞ্জরী, ইনি রস্তা, ইনি উর্ধ্বশী, ইনি সুরেখা, ইনি স্বর্ণরেখা, ইনি কাঞ্চনমালা, ইনি বসন্ততিলকা । ১২৯ । ১৩০ । তোমার ইহাদিগের সহিত পরিচয় ।

হইয়াছে এক্ষণে ভামিনী ! তুমি ইহাঁদিগের সহিত বিহার করিবে । ১৩১ । পূর্ব মরোবরের তীরে আইস, আমি তথায় তোমাকে স্নান করাইয়া বিধিপূর্বক সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র প্রদান করিব । ১৩২ । এই বলিয়া প্রীতি পূর্বক তাঁহাকে তথায় লইয়া স্নান করাইয়া বৃন্দাবনকলানাথ প্রেয়সীর উত্তম মন্ত্র প্রদান করিলেন । ১৩৩ । এবং সংজ্ঞাপ্ত দীক্ষাবিধি পুরঃসর সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ওঁ বং রং ঙ্গে ওঁ এই ত্রৈলোক্যহুলভ মন্ত্রের পুরশ্চরণ নির্দেশ করিলেন । হোমজপাদিরও নিয়ম সকল উপদেশ করিলেন । পরিশেষে নিম্নলিখিত ধ্যানও শিক্ষা দিলেন । ১৩৪ । ১৩৫ । ১৩৬ ।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাদ্বী নানালঙ্কারভূষিতা আশ্চর্যরূপ-  
লাবণ্যা সুপ্রসন্না বরপ্রদা দেবীর ধ্যান করিবে । ১৩৭ ।

তিনি এইরূপ ধ্যানান্তর কঙ্কার করবীর-চম্পক-মর-  
সিকুহ । এবং অপরাপর সুগন্ধিপুষ্প সকল চন্দনাদি মিশ্রিত  
করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মনোহর, ধূপ, দীপ ও বিবিধ  
দ্রব্য নৈবেদ্য দ্বারা সখিরন্দের সহিত বিধিপূর্বক দেবীর  
পূজা করিলেন । পরে পূর্বোক্ত মন্ত্র লক্ষবার জপ করি-  
লেন । এবং বিষ্ণুর সহিত দেবীকে নমস্কার এবং স্তবাদি  
পাঠ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন ।  
তখন দেবী এই প্রকারে স্তবতা হইয়া চঞ্চলচিত্তে তৎ-  
ক্ষণাৎ ষায়াতে নির্ম্মিত নিজছায়ারূপা দেবীকে তথায়  
স্থাপন পূর্বক স্বয়ং সখীগণে পরিবৃত্তা হইয়া ভক্তের প্রতি  
করুণা প্রদর্শনার্থ তথায় আবিভূত হইলেন । হেমচম্পক-  
বর্ণাভা বিচিত্রাভরণোজ্জ্বলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণ্যালালিত্য-  
মধুরাকৃতি নিষ্কলঙ্কশরৎপূর্ণকলানাগুনিভাননা স্নিগ্ধমুগ্ধস্মিতা

লোক-ঐগজয়মনোহরা বরদা ভক্তবৎসলা দেবী স্বীয় প্রভা  
 দ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বল করত ভক্ত সমীপে উপস্থিত হইয়া  
 বলিলেন, 'তোমার সখীগণের বাক্যানুসারে তুমি আমারও  
 প্রিয়সখী'। এতএব আইস, আমি তোমার অভিলাষ সাধন  
 করিব। ১৩৮। ১৩৯। ১৪০। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪  
 । ১৪৫। ১৪৬। ১৪৭।

অর্জুন'য়া স্বীয় অভিলাষানুরূপ দেবীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক  
 পুলকাক্ষিতযুগ্মাঙ্গী ও বাপ্পাকুলবিলোচনা হইয়া দেবীর  
 চরণতলে নিপতিত হইলেন। তখন দেবী প্রিয়মুদাকে  
 লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি এই সখীকে আশ্বাস প্রদান  
 পূর্বক করে ধারণ করিয়া আমার সহিত আনয়ন কর। প্রিয়-  
 মুদা দেবীর আজ্ঞানুসারে সসজ্জমে তাঁহার হস্তধারণ পূর্বক  
 দেবীর সহিত গমন করিলেন। এবং গন্ধসরোবরে লইয়া  
 গিয়া বিধিপূর্বক স্নান করাইলেন। ১৪৮। ১৪৯। ১৫০।  
 ১৫১।

হরিবল্লভা দেবী তথার তাঁহাকে ষথাবিধানে সঙ্কল্পাদি  
 পূর্বক পূজা করাইয়া সিদ্ধিদায়ক গোকুলনাথাত্ম মন্ত্র গ্রহণ  
 করাইলেন। চতুর্থ্যন্ত মোহনপূর্বভূষিত ঐ মন্ত্র সর্বসিদ্ধি-  
 প্রদ সর্বতন্ত্রগোপিত। গোবিন্দেঙ্গিতজ্ঞা দেবী ভক্তিরসদায়ক  
 ঐ মন্ত্র উপযুক্ত বোধে প্রীতিপূর্বক প্রদান করিলেন। ১৫২।  
 ১৫৩। ১৫৪। ঐ মন্ত্ররাজের মোহন ধ্যানও কহিলেন।  
 মোহনতন্ত্রে কথিত আছে, ঐ ধ্যানই সিদ্ধিপ্রদ। ১৫৫।  
 নীলোৎপলদলশ্যাম নানালঙ্কারভূষিত কোটিকন্দর্পলাবণ্য  
 রাসরসাকুল হরিই ধ্যেয়। পরে দেবী এই বিষয় গোপনে  
 সম্পাদনার্থ নিজ্জনে প্রিয়মুদাকে কহিলেন, ১৫৬। যে পর্য্যন্ত

উত্তম পুরস্চরণ পূর্ণ না হয়, তাবৎ ভূমি সখীগণের সহিত ইহাকে সাবধানে রক্ষা কর। ১৫৭।

এইরূপ আদেশ করিয়া কৃষ্ণবল্লভা রাধিকা দেবী আত্ম-ভবা ছারাকে আত্মদেহে বিলীন করিয়া কৃষ্ণপদাম্বরুহ সমীপে গমন করিলেন। এবং পূর্ববৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫৮। ১৫৯।

এদিকে অর্জুনীয়া প্রিয়ম্বদার আদেশে গোরোচনা কুক্কুম ও চন্দন দ্বারা শুভ অষ্টদলপদ্য নির্মাণপূর্বক তন্মধ্যে পূর্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মন্ত্ররাজস্বরূপ সুসিদ্ধ সিদ্ধি নামক অদ্ভুত মন্ত্র লিখিলেন। পরে ন্যাসাদি পূর্বক যথাবিধি দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, মুখবাসন, বাস, অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা সপরিবার সাযুধ, সবাহন নন্দনন্দনকে পূজা করিলেন। এবং বিধিপূর্বক স্তবপাঠ ও প্রণামাদি করণান্তর মনে মনে হরির শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভক্তপরাধীন প্রভু যশোদানন্দন স্মিতা-বলোকিতাপাঙ্গতরঙ্গসরসাত্মভাবে তাঁহার পূর্ব উত্তর ও সম্মুখ ভাগে প্রাণবল্লভরূপে দর্শন দিলেন। অর্জুনীয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে মোহিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। এবং কণকাল পরেই নয়ন উন্মিলন পূর্বক গাত্রো-খান করিলেন। ১৬০। ১৬১। ১৬২। ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫। ১৬৬।

অনন্তরশ্বেদাশ্রুপুলকোৎকম্পতাবভারাকুলা হইয়া প্রথমতঃ সেই স্থানে অভিলষিত প্রদেশ অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করিলেন। পরে তথায় শোভিত মরকতচ্ছদ প্রবালপল্লব-যুক্ত হেমময়বস্ত্রস্থিত কোরকবিশিষ্ট। ১৬৭। ১৬৮। স্ফটিকালবালমূল প্রার্থকের অভীষ্টফলদাতা কম্পিতরু দর্শন

করিলেন । তাহার অধোভাগে রত্ননির্মিত মন্দির অবস্থিত  
 রহিয়াছে । ১৬৯ । সেই মন্দির মধ্যে অষ্টদলপদ্মোপরি রত্ন-  
 ময় সিংহাসন বিরাজিত । তাহার দক্ষিণ ও বাম ভাগে শঙ্খ  
 ও পদ্ম শোভা পাইতেছে । ১৭০ । চতুর্দিকে কামধেনু  
 সকল যথাস্থানে সংস্থিত রহিয়াছে । ঐ মন্দিরের চতুর্দিক  
 বেষ্টিত করিয়া মলয়ানিলসেবিত সমস্ত ঋতুর স্রগন্ধি মনো-  
 হর কুমুম সমূহে আয়োদিত অতি সুন্দর মকরন্দকণাবৃষ্টি-  
 শীতল সুমনোহর মকরন্দরসাস্বাদমত্ত ভৃঙ্গবৃন্দের নিরন্তর  
 বাষ্কারমুখরিতান্তর কলকণ্ঠ কপোত, সারিকা, শুক ও অপরা-  
 পর পক্ষিগণের কলনাদিনাদিত নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরগণের  
 স্মরবর্দ্ধন কেকারবে আকুল মন্দমারুতসংলীন জলোর্ষ্মকণ-  
 শীতল মনোহর কুমুমশোভিত তরুরাজিসমাকীর্ণ নানাচিত্র-  
 বিচিত্রবর্ণরঞ্জিত নানাদ্রুতসামগ্ৰীপারিশোভিত নন্দনকানন  
 শোভা পাইতেছে । অনন্তর পূর্বোক্ত অষ্টদলপদ্মমধ্যেবিরাজিত  
 যোগপীঠাত্মক শুভ সিংহাসনে ১৭১ । ১৭২ । ১৭৩ ।  
 ১৭৪ । ১৭৫ । ১৭৬ । ১৭৭ । সুখাসীন পূর্ণরাসরসাত্মক  
 বনাম্বুনেকনংস্বক্টনালাজ্জনতমদ্যুতি সুস্বিক্তনীলকুটিলকষায়-  
 গন্ধিকুন্তল মদমত্তমুরোরনতশিখণ্ডাবদ্ধচূড়ক সঙ্গীতাদি-  
 কার্যে নিরন্তরুতপুষ্পাবভংসক নীলোৎপলশোভিতকপোলা-  
 দর্শ বিচিত্রতিলকশোভিবদনমণ্ডল তিলপুষ্প ও শুক চকুর ন্যায়  
 মঞ্জুলনাসিক চারুবিয়াধর মন্দমিতদীপিতমম্বথ বনকুমুম-  
 মালাবিলাসিত । ১৭৮ । ১৭৯ । ১৮০ । ১৮১ । ১৮২ । অরলমন্ত্র  
 শোভিতপুষ্পভূষণভূষিত তড়িৎপ্রভাশোভিতপীতাংশুকদ্বয়  
 । ১৮৩ । মুক্তাহারক্ষুরদ্বকস্থল কোস্তভমণিশোভিত শ্রীবৎস  
 চিহ্নিত আজাপুবিলাসিতমনোহরবাণবিশিষ্ট । ১৮৪ । সুগভীর



নাভিপদ্মমনোহর সূজাতক্রমসদ্রভোঁরুযুগলশালী । ১৮৫। কঙ্ক-  
 গাঙ্গদমঞ্জীরাদি নানাভূষণভূষিত পীতাংশুকসমাবিষ্টনিতম্ব-  
 দেশ ১৮৬ মৌন্দর্যলাবণ্যদ্বারা জিতকোটিমম্বথ বেণুপ্রবর্তিত  
 রমা এবং মনোহর গীত দ্বারা জগন্ত্রয়কে সুখমাগরে মগ্নকারী  
 ও মোহনকারী প্রত্যঙ্গমদনাবেশধর রাসরসাকুল । ১৮৭ ।  
 ১৮৮ । হরিকে যথাস্থাননিযুক্তা এবং তদিঙ্গিতনিরীক্ষণত্বা  
 তনুখানুজদন্তচঞ্চলনয়না সখীগণ পৃথক্ পৃথক্ চামর ব্যঞ্জন,  
 মাল্যগন্ধ চন্দনাদি প্রদান, তাম্বুল, দর্পণ, পানপাত্র ও চর্কিত  
 পাত্রাদি সমর্পণ করিতেছে । ১৮৯ । ১৯০ । ১৯১ । এবং  
 অপরাপর সখীগণ শ্রীমতী রাধিকা দেবীর বামভাগে অবস্থিত  
 হইয়া সম্মিতবদনে তাঁহাকে তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চনা করি-  
 তেছে । ১৯২ ।

শ্রীবেশপ্রাপ্ত অর্জুনকে মদনাবেশবিহ্বলা দর্শন করিয়া  
 সর্ববেত্তা মহাযোগেশ্বর বিভূ হৃষীকেশ সর্বক্রীড়াবনান্তরে  
 তাঁহার সহিত যথাভিলষিত বিহারাদি করিলেন । ১৯৩ ।  
 ১৯৪ । তদনন্তর তাঁহার স্কন্ধদেশে ভূজপল্লব স্থাপন করতঃ  
 প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সারদানাম্নী সখীকে কহিলেন, এই ক্রীড়া-  
 শ্রান্তা শুচিস্মিতা কৃশাঙ্গীকে লইয়া পশ্চিম সরোবরে স্নান  
 করাইয়া আনয়ন কর । সেই সারদাদেবী ভগবানের আদেশা-  
 নুসারে সেই ক্রীড়াসরোবরে লইয়া গিয়া অর্জুনকে কহিলেন,  
 তুমি স্নান কর । তিনিও পরিশ্রান্ত থাকাতে তৎক্ষণাৎ তাহাই  
 করিলেন । এবং জলে মজ্জন করিবামাত্র পুনর্বার স্বকীয়  
 অর্জুনরূপ প্রাপ্ত হইলেন । ১৯৫ । ১৯৬ । ১৯৭ । অর্জুনত্ব  
 প্রাপ্ত্যানন্তর সরোবর হইতে উথিত হইয়া বৈকুণ্ঠনায়ক ভগ-  
 বান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন । ভগবান্ অর্জুনকে

বিষয় ও ভগ্নমানস দর্শন করিয়া মায়াবলম্বনে পাণিধারা তদঙ্গ স্পর্শ পূর্বক বলিলেন, ধনঞ্জয় ! তুমি আমার প্রিয়সখা বিষয় হইওনা । এই ত্রিজগন্মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কেহই আমার রহস্য অবগত হইতে পারেনা । তুমি আমার যে রহস্য দর্শন ও অনুভব করিলে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশযোগ্য নহে । ভগবানের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া অর্জুন নিজের পূর্বা-স্থার স্মৃতিলাভে ভগবানের অনুমতি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । তখন মহাদেব কহিলেন, দেবি ! আমি তোমাকে মদ্বিচিত গোবিন্দের রহস্য শ্রবণ করাইলাম । ইহা অপরের সমীপে প্রকাশ্য নহে । অতএব গোপনে রক্ষা করিবে । ১৯৮ । ১৯৯ । ২০০ । ২০১ ।

## সপ্তম অধ্যায়

পার্বতী কহিলেন, বিভো ! আপনার প্রসাদে বৃন্দাবন রহস্য অবগত হইলাম । এক্ষণে নারদ ঋষি কোন্ পুণ্যবলে ভগবানের প্রকৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১ ।

মহাদেব কহিলেন, এই অত্যাশ্চর্য্য রহস্য আমি পূর্বে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে কৃষ্ণমুখ হইতে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিয়াছিলেন । ঐ বিষয় আমি নিজে বলিতে সমর্থ নহি । এই । কথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মাকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি

আমাকে যে গুহ্য বৃন্দাবন রহস্য বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীর নিকট পুনর্বার বলুন । ২ । ৩ । ব্রহ্মা কহিলেন, আমি এক সময়ে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে বিশা-  
ম্পাতে ! আপনি আমাকে আপনার বৃন্দাবন রহস্য বর্ণন করুন । ৪ । তাহাতে ভগবান কহিলেন, এই রম্য বৃন্দাবন আমারই ধাম অর্থাৎ তেজ স্বরূপ । তত্রত্য বৃক্ষাদির স্থাবর সকলও আ-  
মার শরণাগত জীব সমূহ এবং তত্রত্য গোপকন্যাগণ মৎপ-  
রায়ণ দেবতা ও ঋষিবৃন্দ । এই পঞ্চযোজন বিস্তৃত বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ । ৫ । ৬ । ৭ । এই পরমায়ুতবাহিনী কালিন্দী নদী সুষুম্নাখ্যা নাড়ীরূপা । ঐ নদীস্থিত ও বনস্থিত প্রাণীগণ সকলেই দেবতারূপ । ৮ । আমি সর্বতেজোময়, এই বন কদাপি পরিত্যাগ করি না । তবে যে প্রকট ও অপ্রকট শ্রুত হয়, তাহা আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব রূপ । এই রমণীয় বৃন্দাবন ও তাহার রহস্য সকল চর্ম্মচক্ষুর অগোচর এবং ব্রহ্মাদিদেবগণেরও চক্ষুর অগোচর । ৯ । ১০ ।

এই বিষয়ে শৌনকনারদসম্মুখে যাহা ভগবান্ বলিয়া-  
ছিলেন, তাহাও বলিতেছি ।

নারদ শৌনকাদিকে কহিলেন, মুনিগণ ! আমি পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মাকে তোমাদিগের ন্যায় নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া-  
ছিলাম । তিনি তদ্বিষয়ে যাহা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে মন্ত্র ও যাগ সকলের বিষয় যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপই প্রশ্নানুসারে বলিব । ১১ ।

শৌনক প্রমুখঋষিগণ কহিলেন, পিতামহ ব্রহ্মা আপ-  
নার নিকট বৃন্দাবন রহস্য যেরূপ বলিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহাই আনুপূর্ব্বিক বিজ্ঞাপন করুন । ১২ ।

নারদ কহিলেন, আমরা কোন সময়ে সরযুতীরে যনস্বী চিন্তাকুলিতচিত্ত গৌতমকে মহাবিষয় দর্শন করিলাম । ১৩ । তিনি আমাকে দেখিয়াই ধরনীতলে পতিত হইলেন । আমি তদর্শনে তাহাকে ভূমি হইতে উত্থাপন পূর্বক কহিলাম, বৎস ! তোমার এই বিষাদের কারণ কি, তাহা আমাকে বল । ১৪ ।

গৌতম কহিলেন, আমি আপনার মুখ হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা ও মথুরা বিষয়ক রহস্য সকল শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু বৃন্দাবন রহস্য শ্রবণ করি নাই । এই কারণেই আমার চিত্তের ঈদৃশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে । ১৫ । ১৬ ।

নারদ কহিলেন, তুমি যে বিষয় শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছ, তাহা রহস্যের ও রহস্যও পরম গুহ্য । পূর্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা এই বিষয় আমাকে বলিয়াছিলেন । ১৭ । একদা আমি বলিলাম, দেবেশ জগৎপিতঃ ! অনুগ্রহপূর্বক বৃন্দাবন রহস্য বর্ণন করুন । তাহাতে তিনি ক্ষণকাল মৌনী হইয়া বলিলেন, বৎস ! তুমি যাহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমারও প্রিয় । অতএব চল, ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন করি, তিনিই ইহার উপায় করিবেন । ১৮ । ১৯ । এই বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া বিষ্ণুলোকে গমন পূর্বক মহাবিষ্ণুর নিকটে, আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সেই সমস্ত বলিলেন । ২০ ।

ভগবান্ মহাবিষ্ণু পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্বক আদেশ করিলেন, এই নারদকে লইয়া অমৃতসংজ্ঞক সরোবরে স্নান করাও । ২১ । স্বয়ং এই আদেশা-নুসারে আমাকে তাহাই করাইলেন । ২২ । আমি সেই

বিনষ্ট হয় । কিন্তু উহার বিন্দুমাত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয় । ৩৬ । জলশঙ্খ করে ধারণ করিয়া স্তব, প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও ধারণ করিলে মরণান্তে মনুষ্য জন্মের সাফল্য হয় । ৩৭ । যাহার গৃহে বাসুদেবের সম্মুখে শঙ্খ ও গন্ধদ্বারিত ঘণ্টা না থাকে, তিনি ভগবদ্ভক্ত নহেন । ৩৮ । যান বা পাহুকা সহ ভগবদ্ গৃহে গমন, দেবোৎসবের পূর্বে ভক্ষণাদি, অপ্রণাম, উচ্ছিষ্টে এবং অশৌচে ভগবদর্চনাদি, এক হস্তে প্রণাম, এক বার মাত্র প্রদক্ষিণ, দেব সম্মুখে পাদ, প্রসারণ, পর্য্যঙ্কবন্ধন, শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, রোদনাদি, কলহ, নিগ্রহ, অনুগ্রহ, স্ত্রীষু খকুরভাষণ, কামলাবরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুর নিকটে মৌন, নিজস্তোত্র, ও দেবতানিন্দন, বিষ্ণুর সম্বন্ধে এই দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ । আমি নিয়ত সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, হে ভগবন্ ! আমিই তোমার, এইরূপ বোধে রূপা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । সর্কগ হরে ! আমার অপরাধ সহস্র ক্ষমা কর, এই বলিয়া ভগবানের নিকট বিনয় করিবে । দ্বিজাতি স্বায়ংকালে ও প্রাতঃকালে শ্রুতুক্ত অশন গ্রহণ করিবে । ৪৬ । বিষ্ণুর প্রসাদগ্রহণে দিনগতপাপ বিনষ্ট হয় । ব্রহ্মা অন্ন বিষ্ণু রসস্বরূপ, এইরূপ জানে ভগবানের নামোচ্চারণ করতঃ যিনি প্রত্যহ ভোজন করেন, তিনি অন্ন দোষে লিপ্ত হইবেন না । বর্তুলাকার অলাবু, সবল্কল মসুর, তাল, গুরু বার্তাকু, বৈষ্ণবের অভক্ষ্য । বট, অশ্বথ, অর্ককুস্তী ও তিন্দুক পাত্রে ভোজন নিবেদ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । এবং বৈষ্ণ-

বের পক্ষে কোবিদার, কদম্বপত্রও নিষিদ্ধ । শ্রাবণ মাসে, শকুন্তু এবং ভাদ্র মাসে দধি ত্যাগ করিবে । ৫০ । আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে । দুগ্ধ, অন্ন, জ্বীয়র, বীজপূর, শাক ও লবণাদি বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু জাতমারে ভক্ষণ করিবে না । দৈবাৎ হইলে, ভগবানের নাম স্মরণ কর্তব্য । ৫১ । ৫২ । কঙ্কুধান্য, শাক, মোচিকা, শীষ্ঠকা, কাল শাক, মুস্তক, ক্রমুক, মৈন্ধবলবণ, বচা, দধি, স্নাত, নবনীত, আত্র, হরিতকী, পিঙ্গলী, জীরক, নাগরঙ্গক, তিস্তিরী, কদলী, লবলী, ধাত্রী, কল অণ্ড মৌক্ষক, এবং অতৈল পক্ণ দ্রব্য হবিষ্য বিষয়ে প্রশস্ত । যে ব্যক্তি তুলসী পুষ্পযুক্ত মালা ধারণ করে, সে বিষ্ণু তুল্য । এইরূপ ধাত্রী পুষ্পাদিধারীও বিষ্ণু তুল্য । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । তুলসী ও ধাত্রীর সমীপবর্তী সাদ্ধ ত্রিশত হস্ত স্থান কুরুক্ষেত্র তুল্য তুলসী কাষ্ঠ ঘটিত রুদ্রাক্ষাকারকারিত মালা কণ্ঠে ধারণ পূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা করিবে । আমলক ও পুষ্করমালাও ধারণীয়া । ৫৮ । ৫৯ । বিষ্ণু পূজক কর্ণে ও মস্তকে তুলসীমালা ধারণ করিবে । ৬০ । অঙ্গে ভগবানের নাম লিখনার্থ নির্মাল্য চন্দনাদি ব্যবহার করিবে । ললাটে গদা ও মস্তকে শর ও চাপের আকার ধারণ করিবে । ৬১ । হৃদয়ে নন্দনকানন এবং ভূজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্রের আকার অঙ্কিত করিবে । মানব ঐ শঙ্খচক্রাদির আকার অঙ্কিত করিয়া শ্মশানাদিতে স্নাত হইলেও নিঃসংশয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবে । যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি মস্তকে তুলসীপত্র ধারণ পূর্বক, 'কার্য্য করিবে, তাহার সকল কার্য্যই সফল হইবে । তুলসী কাষ্ঠ মালা ধারণ পূর্বক দেবতাওপিতৃলোকের কার্য্য করিলে,

অক্ষয় ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি তুলসীমালা বিষ্ণুকে নিবে-  
দন পূর্বক ধারণ করে, তাহার সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় । ।  
পাদ্যাদি দ্বারা পূজা পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিলে  
৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপের  
ধ্বংস হয় এবং স্পর্শনে শরীর পবিত্র হয় । যিনি দেবগণের  
অভিবন্দিতা ও ভগবতী যাঁহার উচ্চারণে বা ভঙ্গনে বিপন্নের  
উদ্ধার হয়, যাঁহার রোপনে ভগবানে অচলা ভক্তির উদয় হয়  
যাঁহাকে বিষ্ণুচরণে অর্পণ করিলে মুক্তিলাভ হয়, সেই  
তুলসাদেবীকে নমস্কার । ৩৭ । হর্ষাশ্রুপূর্ণ পুলকাচিতাঙ্গ  
হইয়া নাথ প্রসন্ন হও, এই কথা উচ্চারণ পূর্বক ত্রিজগদ্বি-  
ধাতার সম্মুখে কল্পিতকলেবরে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত  
হইলে, ভক্তকান্ত ভগবান্ বৎস ! উথিত হও, বলিয়া তাঁহার  
রোমাঞ্চযুক্ত ভুজদ্বয় ধারণ পূর্বক উত্থাপন করিবেন । ৩৮।৩৯ ।

## দ্বাদশ অধ্যায় ।



পার্বতী কহিলেন, বিভো মহাদেব ! বিষয়গ্রোহ সঙ্কুল  
এই ঘোর কলিযুগেশুভ্রদারধননিপীড়িত ব্যক্তিগণ কিরূপে  
উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় আমাকে কৃপা করিয়া  
বলুন ॥ ১ ॥

মহাদেব কহিলেন, হরির নাম, হরির নাম, কেবল হরি  
নামই মানবের এই কলিকালের একমাত্র গতি । হরের নাম

হরে রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই মঙ্গল নাম যে ব্যক্তি নিত্য উচ্চারণ করিবে, কলি তাহার নিকট গমন করিতে অক্ষম । কৰ্মের অন্তরে অন্তরে ভগবানের নাম স্মরণই একমাত্র শ্রেয়ঃ-সাধন । ২ । ৩ । কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইরূপ বারম্বার উচ্চারণ করিবে । অথবা তাঁহার নামের সহিত আমার নাম যোগ করিয়া ব্যুৎক্রমে উচ্চারণ করিবে । ৪ । যে ব্যক্তি শ্রীশব্দ পূর্বক জয়শব্দান্ত ভগবনাম উচ্চারণ করে, সে তুলারশিতে অনলের ন্যায় পাপের বিনাশে সক্ষম হয় । ৫ । আমার ও কৃষ্ণের মঙ্গল কর নাম জপ করিলে, পাপ হইতে বিমুক্তি হয় । অতএব নিরন্তর ঐ নাম স্মরণ করিবে । ৬ । অশুচিই হউক বা শুচিইহউক অহর্নিশ ঐ নাম স্মরণ করিলে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় । ৭ । পশুঘোনি বা পক্ষি ঘোনিতে ভ্রমণ কালেও ঐ নাম স্মরণ মাত্রই সংসার বন্ধন মোচন হয় । ৮ । নানা অপরাধ যুক্ত ব্যক্তিরও ঐ নাম স্মরণেই পাপের নাশ হয় । এই কলিযুগে তপোদানত্রতাদি সমস্তই বিনশ্বর, কিন্তু গঙ্গাস্নান এবং হরিনাম, এই দুইটিই অপায় রহিত । ৯ । অযুত হত্যা, সহস্র উগ্রপান, কোটি গুৰ্ব্জননা নিষেধন এবং অসংখ্য চোরকর্ম্ম করিয়াও ভক্তি পূর্বক গোবিন্দ নাম করিলে, সদ্যই তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । ১০ । যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করে, সে সদ্যই বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত শুচি হয় । ভগবানের নাম স্মরণ এবং তাহার চরণ চিন্তন এতদুভয়ই পাপক্ষয়কর । ১১ । কলিকালে গুরুসেবা এবং হরিনাম কীৰ্ত্তন জীবের অদ্বিতীয় মঙ্গলোপায় । সুবর্ণ, রজত বা পাষাণ দ্বারা নির্মিত হরিচরণ চিহ্ন পূজা করিবে, ভগবানের দক্ষিণপদাসুষ্ঠমূলে



যে চক্রচিহ্ন আছে, তাহাতে প্রণত জনের ঐ চক্রদ্বারাই ভববন্ধন ছেদ হয় । অচ্যুতের মধ্যমাঙ্গলিমূলে কমলচিহ্ন আছে, যে ব্যক্তি তাহার ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তদ্বিরেক তাহাতেই আকৃষ্ট হয় । ঐ পদ্বের অধোভাগে যে ধ্বজচিহ্ন তাহা ভক্তগণের বিজয়ধ্বজস্বরূপ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । কনিষ্ঠাঙ্গলিমূলে যে বজ্রচিহ্ন তাহা ভক্তের পাপাদ্রিভেদন কার্যো তৎপর । পাশ্চিমধ্যে যে অক্ষুশচিহ্ন, তাহা ভক্তবৃন্দের চিত্তেভয়শমকারণস্বরূপ । ১৬ । অঙ্গুষ্ঠপর্কদ্বয়ে ভোগসম্পন্নয় চিহ্নদ্বয় ভক্তের ভোগসম্পদ্বন্ধক । বামাঙ্গুষ্ঠমূলে পাঞ্চজন্যের চিহ্ন । ঐ শঙ্খচিহ্ন ভগবান্ ভক্তের সর্ববিদ্যাপ্রকাশার্থ ধারণ করেন । স্মৃতিরং গোবিন্দমাহাত্ম্য শ্রবণ ও কীর্তনে মুক্তি এবং বৈষ্ণবমাহাত্ম্যশ্রবণে পরমগতি লাভ হয় । ১৯ ।

এক্ষণে বিষ্ণুর শ্রীতিজনক মাস কৃত্য বর্ণন করিতেছি ।  
 তৈজস্কামে স্নান বাসরে ভগবানকে স্নান করাইবে । ২০ ।  
 ঐ কর্মে দৈনন্দিন পক্ষমাসবর্ষজ দুর্ভিত, ব্রহ্মহত্যা সহস্রজনিত পাপ, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপ স্বর্গস্তেয়, সুরাপান, অযুত গুরুতম্প অসংখ্য উপপাতক বিনষ্ট হয় । পৌর্ণমাসীতে জলদ্বারা ভগবানের অভিষেক করিবে । পুরুষস্কৃতমন্ত্র এবং পাবমানী ঋক্ উচ্চারণ পূর্বক নারিকেলাম্বু, তালফলাম্বু, রত্নোদক, গন্ধোদক, পুষ্পোদক দ্বারা স্নান করাইবে । নানাবিভবযুক্ত পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া ঘং ঘণ্টারৈ নমঃ এইমন্ত্রে ঘণ্টাবাদ্য নিবেদন করিবে । অনন্তর হে ভগবন্ ! তোমার চরণ যুগলে পাপী আমাকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর । এই বলিয়া সে জানী শোভিত্য ব্রাহ্মণ ভগবানের অর্চনা করে, সে সর্ব

পাপ|বিনিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। আষাঢ় মাসে  
বথষাঙ্কা করিবে। শ্রাবণে শ্রবণাবিধি করিবে। ভাদ্রমাসে  
জন্মদিবসে উপবাসাদি করিবে। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।  
২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

আশ্বীনমাসে শয়ন পরিবর্তন করিবে। এবং উত্থাপন  
করিবে অন্যথা বিষ্ণুদ্রোহ হইবে। ৩০। শুভ আশ্বীন মাসে  
মহানারায়ণ পূজা করিবে। কমাননে! কার্তিককীর্ত্তণ বর্ণন  
করিতেছি শ্রবণ কর। ৩১। চতুরাঙ্গুল প্রমাণ দীপে মণ্ড-  
বর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পক্ষান্তে দীপমালাবলি প্রদান করিবে।  
৩২। অগ্রহায়ণ মাসে মিতপক্ষের ষষ্ঠীতে তৃণ নির্ম্মিত মিত  
বস্ত্রদ্বারা জগদীশ্বরের অর্চনা করিবে। ৩৩। পৌষমাসের গুণ্যা-  
ভিবেক চন্দন বর্জ্জন করিবে। মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে  
অধিবাসে আতপ তণ্ডুল নিবেদন পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ  
করিবে। জগদগুরো! আপনি সর্ব্বভূতের জীবন ও জনক।  
হে প্রভো! আমি আপনাই হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ত্রয়য় লীলা  
প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বলিয়া কপূর ওয়ত বিশিষ্ট দ্রব্য সকল  
নিবেদন করিবে। ৩৪। ৩৫। ৩৬। অর্চনা পূর্ব্বক ভক্তি-  
সহকারে ভগদ্বুদ্ধিতে দেবদেব সম্মুখে ব্রাহ্মণ সকলকে  
ভোজন করাইবে। ৩৭। ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তকে  
ভোজন করাইয়া কোটি ভোজনের কল হয়। ব্রাহ্মণ ভোজন  
না করাইলে কৰ্ম্ম অঙ্গহীন হয়। ৩৮। ঐ মাসের শুক্লপক্ষীয়  
পঞ্চমীতে ভগবানকে স্নান করাইয়া ভক্তিসহকারে চুতপল্লব  
বিবিধ সুগন্ধ বাসিত ফলচূর্ণ দ্বারা প্রদীপ্ত দীপাদিপিত দ্রাক্ষা  
ইক্ষু রত্না জম্বীর নাগরঙ্গক পূর্ণ নারিকেল খাত্ত্রীবংশ তাল  
হরিতকী প্রভৃতি রক্ষ ও সর্ব্বকুমোমচিত পত্রচামরাদি

শোভিত ও বারিপূর্ণকৃত্ত বিশিষ্ট নানাবিধ পুষ্প স্নেহ সমন্বিত  
 রমনীয় কাননের অভ্যন্তরে নানাবিধ উপহারে ভগবানের  
 দোল যাত্রা সম্পাদন করিবে । এবং ঐ মাসের শুক্লচতু-  
 দশীর অষ্টম মাসে পৌর্ণ অথবা প্রতিপৎসংক্রমণিতে কপূ-  
 রাদি বিমিশ্রিত মিতরক্তগৌরপীতহরিদ্রাকারযুক্ত মনোহর  
 মাসীতে চতুর্বিধ ফল্লুচূর্ণ দ্বারা ভগবানের অর্চনা করিবে ।  
 অথবা অন্য রঙ্গরম্য বস্তু দ্বারা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া  
 পঞ্চমী পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য নিরূহ করিবে । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।  
 ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ঐ দোলোৎসব পঞ্চম অথবা  
 ত্র্যহ করিতে পারে । নরগণ কৃষ্ণকে দক্ষিণাভিমুখে দোল  
 ষানে অবস্থিত দর্শন করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে । বৈশাখ মাসে  
 স্বর্ণ রোপ্য অথবা মুগায় পাত্রে শালগ্রাম শিলাকে স্থাপন  
 পূর্বক জলধারণ প্রদান করিবে । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । মহাভাগে !  
 যে ব্যক্তি বৈশাখ, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে প্রত্যহ উক্ত কর্ম্ম  
 করে, তাহার ভূরিপুণ্য সঞ্চয় হয় । বৈশাখী তৃতীয়াতে  
 জলমধ্যে মন্তুপাদি মধ্যে স্থাপন অতি প্রশস্ত । ৫১ । ৫২ ।  
 মন্তুপাদিমধ্যে সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা লেপন করিলে, মানব  
 স্বয়ং কৃশত্ব পরিত্যাগ পূর্বক পুষ্টাঙ্গ হইয়া থাকে । ৫৩ ।  
 চন্দন অঙ্কুর কস্তুরী, কুষ্ঠ কুঙ্কুম রোচনা জটামাংসী ও  
 বচা, এই অষ্টবিধ গন্ধই বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত । এই সকল গন্ধ  
 দ্বারা শিলার অঙ্গলেপন করিবে । ৫৪ । ৫৫ । কপূঁরাগুরু  
 মিশ্রিত স্নেহ তুলসী কাষ্ঠ পঙ্ক কিম্বা হরিচন্দন পঙ্ক দ্বারা  
 ও কেশবের অঙ্গ বিলেপন করিবে । ৫৬ । কালে যে ব্যক্তি  
 ভক্তিপূর্বক ভগবানকে দর্শন করে, কোটিকম্পেও তাহার  
 এই মর্ত্যলোকে পুনরাবর্ত্তি হয় না । ৫৭ । জগদ্গুরুকে সুগন্ধি

মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইয়া পুষ্পমধ্যে স্থাপন করিবে ।  
 ৫৮ । এবং তথায় বৃন্দাবন রচনা করিয়া নানাবিধ ফল মূল্যাদি  
 বিকৃতক্রমে দ্বারা নিবেদিত করাইবে । ৫৯ । নারিকেল ফলের  
 জল ও শস্য উভয়ই দাতব্য । কণ্টকফলের ও পনমের  
 কোষই প্রদাতব্য । ৬০ । শঙ্ক্যামুসারে নৈবেদ্য দান ও  
 স্তবাদি পাঠ করিবে । দধিযুক্ত ও ঘৃতমিশ্র অন্ন দান করিবে ।  
 ঘৃত ও তৈল দ্বারা নানাবিধ পিষ্টক পাক করিয়া ফলাদিগহ  
 প্রদান করিবে । ৬১ । ৬২ । যাঁহা যাঁহা শাস্ত্রসম্মত ও আপ-  
 নার প্রিয়, তত্তৎ দ্রব্যই ঈশ্বরকে অর্পণ করিবে । নৈবেদ্য বস্ত্রাদি  
 প্রদান করিয়া তাহার পুনরাদান অকর্তব্য । ৬৩ । ঐ সকল  
 বস্তু বিয়ুর উদ্দেশে তাঁহার তত্তত্ত্বন্দকেই অর্পণ করিবে ।  
 মহেশ্বর ! আমি তোমাকে এই সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিলাম,  
 ইহা অতিযত্নে গোপন করিবে । ৬৪ ।

যদি শ্রীকৃষ্ণরূপগুণবর্ণন শাস্ত্রবর্ণে বোধাধিকার হয়,  
 তবে অন্যশাস্ত্রের আবশ্যক নাই । তৎপ্রেমবলভক্তিবিলাস  
 নামহাসাদিতে যদি রুতি থাকে, তবে কামিন্যাদিও নিম্পু যৌ-  
 জন । ৬৫ ।

ব্রজবালকেন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়বৃন্দাবন ভূমি  
 ও যমুনাদিই চিন্তনীয় । সেই লোকনাথের পদগঙ্গাজ ধূলি-  
 দ্বারা শরীর বিলিপ্ত হইলে অগুরুচন্দনাদিও নিরর্থক । ৬৬ ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য

সম্পূর্ণ ।

দিব্যব্রজবয়োরূপং কুঞ্চং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ৯২ ॥  
 ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বৰ্য্যং ব্রজবানৈককর্ণলভম্ ।  
 যৌবনোদ্ভিষ্টকেশোরবয়মাদু তবিগ্রহম্ ॥ ৯৩ ॥  
 অনাদি মাদিঃ সৰ্বস্য নন্দগোপপ্রিয়াঅজম্ ।  
 শ্রেণিতম্ভ্রমজং নিত্যং গোপীজনমনোহরম্ ॥ ৯৪ ॥  
 পরং রূপং পরং ধাম দ্বিভূজং গোকুলেশ্বরম্ ।  
 বল্লবীনন্দনং ধ্যায়ৈন্নিগুণৈশ্চককারণম্ ॥ ৯৫ ॥  
 সুনীলরত্নবৎস্বচ্ছশ্যামধামমনোহরম্ ।  
 নবীননীরদশ্রেণীসুস্মিক্ৰমঞ্জু সুন্দরম্ ॥ ৯৬ ॥  
 ফুলেন্দীবরসংকান্তি সুপম্পর্শসুখাশ্রয়ম্ ।  
 দলিতাঞ্জনপুঞ্জাভচিক্ৰগং শ্যামমোহনম্ ॥ ৯৭ ॥  
 সুস্মিক্ৰনীলকুটিলশেষমোরভকুন্তলম্ ।  
 তদঙ্গদক্ষিণে ভাগে শ্যামচূড়মনোহরম্ ॥ ৯৮ ॥  
 নানাবর্ণোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডদলমণ্ডিতম্ ।  
 মন্দারমঞ্জু সদ্গুচ্ছচূড়ং চারুবিভূষিতম্ ॥ ৯৯ ॥  
 কচিৎসুদলশ্রেণীমুকুটেনাতিভূষিতম্ ।  
 অনেকমণিমানিক্যকিরীটে ভূষিতং কচিৎ ॥ ১০০ ॥  
 লোলালকারতং রাজকোটীন্দুসদৃশাননম্ ।  
 কন্তুরিতিলকভ্রাজমঞ্জুগোরোচনাদিকম্ ॥ ১০১ ॥  
 নীলেন্দীবরসুস্মিক্ৰসুদীর্ঘদললোচনম্ ।  
 আনৃত্যদ্ভ্রলতাম্ভেষম্মিতসাচীনিস্তরম্ ॥ ১০২ ॥  
 সুচারুন্নতমৌন্দর্য্যানাসাহুদমনোহরম্ ।  
 নানাগ্রাগজযুক্তাংশুযুক্তীকৃতজগভ্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥  
 সিন্দূরারুণসুস্মিক্ৰাধরৌষ্ঠসুমনোহরম্ ।  
 নানাবনোল্লসৎস্বর্ণমকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ॥ ১০৪ ॥

তদ্রশ্মিমঞ্জু সন্দন্তমুকুরাভলসদ্যতিম্ ।

কর্ণোৎপালমুমন্দারমকরোত্তমভূষিতম্ ॥ ১০৫ ॥

ত্রৈলোক্যাদ্ধুতনৌন্দর্য্যতির্য্যগুণীবমনোহরম্ ।

শ্রীক্ষুরম্মণিমানিক্যকমুকণ্ঠবিভূষিতম্ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তভোরক্ষং মুক্তাহারংক্ষুরচ্ছুরম্ ।

বিলমদ্বিব্যমানিক্যমঞ্জুকাক্ষণভূষিতে ॥ ১০৭ ॥

করে কঙ্কণকেয়ুরে কিঙ্কণী কটিভূষিতম্ ।

মঞ্জুমঞ্জীরগৌন্দর্য্যশ্রীমদজিম্বুবিরাজিতম্ ॥ ১০৮ ॥

কপূরাগুরুকন্তুরিবিলমচ্চন্দনাদিকম্ ।

গোরোচনাদিসম্মিশ্রাদিব্যাস্কুরাগচিত্রিতম্ ॥ ১০৯ ॥

শ্মশ্রুপীতধর্তীরাজংপ্রপাদান্দোলিতাঞ্চলম্ ।

গভীরনাভিকমলং রোমরাজানতশ্রজম্ ॥ ১১০ ॥

সুরভজানুযুগলংপাদপদুমনোহরম্ ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশান্তোজৈঃ করাজিম্বুতলশোভিতম্ ॥ ১১১ ॥

নখেন্দুকিরণশ্রেণীপূর্ণত্রৈলোক্যকারণম্ ।

কেচিৎসদন্তিতত্রাঙ্কঃ ব্রহ্মচিহ্নপমব্যয়ম্ ॥ ১১২ ॥

তদংশাংশং মহাবিষ্ণুং প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ।

যোগীন্দ্রেঃ সনকাদৈশ্চ তদেব হৃদি চিন্ত্যতে ॥ ১১৩ ॥

ত্রিভঙ্গললিতাশেষনির্মাণসারনির্মিতম্ ।

তির্য্যগ্,প্রীবং জিতানন্তকোটিকন্দর্পমুন্দরম্ ॥ ১১৪ ॥

বাঘাংসাপিতসদন্ত-ক্ষুরংকাক্ষণকুণ্ডলম্ ।

সাপাঙ্ককর্ণমুম্মেরং কোটিমমুথমুন্দরম্ ॥ ১১৫ ॥

কুঞ্চিতাধরবিন্যস্তবংশীমঞ্জুকলস্বনৈঃ ।

জগজ্জয়ং মোহরতং মজ্জয়ন্তং সুখার্ণবে ॥ ১১৬ ॥

পার্কৃত্যুবাচ ।

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং মহৎ পদম্ ।  
 স্নানাবনেশ্বরুং নিত্যং নিগুণৈশ্চককারণম্ ॥ ১১৭ ॥  
 তদ্রহস্যম্ মহাত্ম্যং কিমৈশ্বর্যঞ্চ সুন্দরম্ ।  
 তদ্রূহি দেবদেবেশ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥ ১১৮ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

যদজিষু নখচন্দ্রাংশুমহিমাত্তো ন বিদ্যতে ।  
 তন্মাহাত্ম্যং কিয়দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু ॥ ১১৯ ॥  
 অনন্তকোটিক্রমাণ্ড মনন্তত্রিগুণোচ্চয়ে ।  
 তৎকলাকোটিকোট্যাংশকোটিকোট্যাংশকো বিধুঃ ॥ ১২০ ॥  
 তৎপ্রকাশক-কোট্যাংশরশ্ময়ো রবিবিগ্রহাঃ ।  
 তৎশ্যামদেহকিরণৈঃ পরানন্দরসায়ুতৈঃ ॥ ১২১ ॥  
 পরমামোদচিদ্রূপৈ নিগুণৈশ্চককারণম্ ।  
 তদংশকোটিকোট্যাংশা জীবাশ্চকিরণাত্মকাঃ ॥ ১২২ ॥  
 তদজিষু পঙ্কজ স্বন্দনখচন্দ্রমণিপ্রভাম্ ।  
 আত্মঃ পূর্ণব্রহ্মণোহপি কারণং বেদভূগমম্ ॥ ১২৩ ॥  
 তদংশসৌরভানন্তকোট্যাংশো ব্রহ্মমোহনঃ ।  
 তৎস্পর্শপুষ্পগন্ধাদিনানাসৌরভসংভরঃ ॥ ১২৪ ॥  
 তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ।  
 তৎকলাকোটিকোট্যাংশা ভূগাদ্যা ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥ ১২৫ ॥  
 অস্মাজিষু রজসঃ স্পর্শাৎ কোটিবিধুঃ প্রজায়তে ॥ ১২৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াক্ষিক্যে

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

## द्वितीयोऽध्यायः ।

पार्श्वतुवाच ।

अनावरणं मे तस्य ये वा पारिवदाः प्रभो ।

तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व कृपामय ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच ।

राधया सह गोविन्दः रत्नसिंहासने स्थितम् ।

पूर्वोक्तकृपालावण्यं दिव्यभूषास्रगयनम् ॥ २ ॥

त्रिभङ्गमङ्गुलिशङ्खः गोपीलोचनतारकम् ।

तद्वाह्ये योगपीठे च स्वर्गसिंहासनारूढे ॥ ३ ॥

प्रत्यङ्गरत्नमावेशाः प्रधानाः कृष्णवल्गवाः ।

ललिताद्याः प्रकृत्यर्चे मूलप्रकृतिराधिका ॥ ४ ॥

समूखे ललिता देवी श्यामला तस्य वायवे ।

उत्तरे श्रीमती धन्या ऐशान्याः श्रीहरिप्रिया ॥ ५ ॥

विशाखा च तथा पूर्वैः शैव्या चाग्रे ततः परम् ।

तथाच दक्षिणे भद्रा नैऋते क्रमशः स्थिता ॥ ६ ॥

अग्रे तन्मानसा धन्या गोपकन्याः सहस्रशः ।

शुद्धकाञ्चनपुञ्जाभाः सुप्रसन्नाः सुलोचनाः ॥ ७ ॥

कोटिकन्दर्पलावण्याः किशोरवयसान्विताः ।

दिव्यालङ्कारभूषाभिर्नामाः प्रगजमौक्तिकाः ॥ ८ ॥

विचित्रवेशाभरणाः शारङ्गचक्रललोचनाः ।

तद्गणसहस्रारूढाः सुदक्षिणमयुःसुकाः ॥ ९ ॥

श्यामास्तुरसे मग्नाः स्फुरत्तद्भावमानसाः ।



नेत्रोऽपलार्चिते कृष्णपादाङ्गेऽर्पितचेतसः ॥ १० ॥

श्रुतिकन्या सुतो दक्षे सहस्रायुतसंयुताः ।

जगन्मुक्तीकृतकारा हृद्भृत्तिकृष्णालनाः ॥ ११ ॥

नानापङ्कश्वरालापमुक्तीकृतजगन्त्रयाः ।

तन्निगूढररस्थानि गायन्त्याः प्रेमविह्वलाः ॥ १२ ॥

देवकन्यागणाः सव्ये दिव्यवेशरसोज्ज्वलाः ।

नानावैदक्यानिपुणा दिव्यवेशभराश्रिताः ॥ १३ ॥

सौन्दर्याश्चर्यालावण्याः कटाक्षातिमनोहराः ।

निर्लज्जास्तत्र गोविन्दे तदङ्गस्पर्शनोऽसूकाः ॥ १४ ॥

तद्भावमग्नमनसः स्मितसाचीनिरीक्षणाः ।

मन्दिरस्य ततो बाह्ये प्रियपारिषदारुते ॥ १५ ॥

समानवेशवयसः समानबलपौरुषाः ।

समानगुणकर्माणः समानाभरणश्रियः ॥ १६ ॥

समानस्वरसंगीतवेणुवादनतत्पराः ।

श्रीदामा पश्चिमद्वारे सुदामा चोत्तरे तथा ॥ १७ ॥

वसुदामा तथा पूर्वे किष्किनी चापि दक्षिणे ।

तद्बाह्ये स्वर्गपीठे च सुवर्गमन्दिरारुते ॥ १८ ॥

स्वर्गवेद्यन्तरस्थे तु स्वर्गाभरणभूषिते ।

स्तोककृष्णशुभद्राद्वयैर्गोपालैरयुतायुतैः ॥ १९ ॥

शृङ्गवीणावेत्रवेणुवर्योवेशाकृतिस्वरैः ।

तद्गुणध्यानसंयुक्तैर्गायन्ती रसविह्वलैः ॥ २० ॥

चित्रार्पितैश्चित्ररूपैः सदानन्दाश्रवणैः ।

पुलकाकुलसर्वाङ्गैर्षोणीन्द्रेणैव विस्मितैः ॥ २१ ॥

क्वणत्पयोभिर्गौरुन्दैर्लक्षसंख्यैरुपावृतम् ।

तद्बाह्ये स्वर्गप्राचीरे कोटिसूर्यसमुज्ज्वले ॥ २२ ॥

চতুর্দিক্ষু মহোদ্যানমঞ্জু সৌরভমোহিতে ।  
 পশ্চিমে সম্মুখে শ্রীমৎপারিজাতক্রমাশ্রয়ে ॥ ২৩ ॥  
 তত্রাদিস্ত স্বর্ণপীঠে স্বর্ণমন্দিরমাণ্ডিতে ।  
 তন্মধ্যে মণিমাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ২৪ ॥  
 তত্রোপরি পরানন্দং বাসুদেবং জগৎপ্রভুম্ ।  
 ত্রিগুণাতীতচিদ্রূপং সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৫ ॥  
 ইন্দ্রনীলঘনশ্যামং নীলকুঙ্কিতকুন্তলম্ ।  
 পদ্মপত্রবিশালাক্ষং মকরাকৃতিকুণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥  
 চতুর্ভুজাজ্জচক্রাগিগদাশঙ্খাছায়ায়ুধম্ ।  
 আদ্যন্তুরহিতং নিত্যং প্রধানপুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥  
 ক্ষ্যোতীরূপং মহদ্ধাম পুরাণং বনমালিনম্ ।  
 পীতাম্বরধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষণভূষিতম্ ॥ ২৮ ॥  
 দিব্যানুলেপনং রাজচ্চিত্রিতাঙ্গমনোহরম্ ।  
 রুক্মিণী সত্যভামাচ নাগ্নজিত্যা স্তলক্ষণা ॥ ২৯ ॥  
 মিত্রবিন্দা সুনন্দা চ তথা জাম্ববতী প্রিয়া ।  
 স্তনীলা চাক্ষুসহিষী বাসুদেবারুতা ততঃ ॥ ৩০ ॥  
 উদ্ধবাদ্যাঃ পারিষদা বৃকয়ো ভক্তিতৎপরাঃ ।  
 উত্তরে স্মহোদ্যানে হরিচন্দনসংশ্রয়ে ॥ ৩১ ॥  
 তত্রাদিস্ত স্বর্ণপীঠে মণিমণ্ডপমাণ্ডিতে ।  
 তন্মধ্যে হেমনির্মাণদলে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৩২ ॥  
 তত্রৈব সহ রেবত্যা সংকর্ষণহলায়ুধম্ ।  
 ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্নগুণরূপিণম্ ॥ ৩৩ ॥  
 শুদ্ধস্ফটিকসংকাণং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্ ।  
 নীলপট্টধরং স্নিগ্ধং দিব্যভূষাম্বরভ্রজম্ ॥ ৩৪ ॥  
 মধুপানসদাসক্তং মদাঘূর্ণিতলোচনম্ ।

प्राचीरदक्षिणे भागे मङ्गलात्सुरस्थिते ॥ ७५ ॥

सन्धानरक्षमूले तु मङ्गमन्दिरमण्डिते ।

तन्मध्ये अग्निमाणिक्यादिव्यासिंहासनोज्ज्वले ॥ ७७ ॥

प्रेङ्गमः सरतिं देवः तत्रोपरि स्थितम् ।

जगन्मोहनसौन्दर्यसारश्रेणीरसात्कम् ॥ ७९ ॥

असिताङ्गनपुञ्जात् सरविन्ददलेक्षणम् ।

दिव्यालङ्कारभूषाद्यं दिव्यगङ्गानुलेपनम् ॥ ७८ ॥

जगन्मुक्तीकृतशेषसौन्दर्याश्चर्याविग्रहम् ।

पूर्वोद्याने महारण्ये सुरक्रमसमाश्रये ॥ ७९ ॥

तत्राधस्त महापीठे हेममण्डपमण्डिते ।

तस्य मध्यस्थिते दिव्ये दिव्यासिंहासनोज्ज्वले ॥ ८० ॥

देव्याषया समं श्रेयदानिरुद्धं जगत्पतिम् ।

सान्द्रानन्दं घनश्यामं सुस्निग्धं नीलकुन्तलम् ॥ ८१ ॥

नीलोत्पलदलस्निग्धचारुचक्षुललोचनम् ।

सुन्दरतलताभङ्गसुकपोलं सुनामिकम् ॥ ८२ ॥

सुश्रीवं सुन्दरोरस्कं मनोहरमनोहरम् ।

किरीटिनं कुण्डलिनं कण्ठभूषाविभूषितम् ॥ ८३ ॥

मङ्गमङ्गीरमाधुर्याश्चर्यासौन्दर्याशोभितम् ।

प्रियभृत्यगणाराध्यं यत्र सङ्गीतकप्रियम् ॥ ८४ ॥

पूर्णव्रजसमानन्दं शुद्धमत्स्यरूपिनम् ।

तस्योर्ध्वे चान्तरीक्षे च विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरम् ॥ ८५ ॥

अनादिमादिं चिद्रूपं चिदानन्दपरं प्रभुम् ।

त्रिगुणातीतं मव्यक्तं नित्यमक्षरं मव्ययम् ॥ ८६ ॥

सन्मेषपुञ्जमाधुर्यासौन्दर्याश्यामविग्रहम् ।

नीलकुम्भितसुस्निग्धकेशपाशातिसुन्दरम् ॥ ८७ ॥

অরবিন্দদলস্নিগ্ধঃ সুদীর্ঘচারুলোচনম্ ।

কিরীটকুণ্ডলোদ্ভাসি-জগজ্জয়মনোহরম্ ॥ ৪৮ ॥

চতুভূজাত্তক্রাজ্জগদাশঙ্কাসুশোভিতম্ ।

কঙ্কণাস্দকেয়ুরকির্কণীমঞ্জুপূরম্ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তভভ্রাজ্জনমালাবিভূষিতম্ ।

মঞ্জু মুক্তাকলোদারহারদ্যোতিতবক্ষসম্ ॥ ৫০ ॥

হেমাশ্বরধরং শ্রীমদ্বিনতাসুতবাহনম্ ।

লক্ষ্মীমরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রিতোভয়পার্শ্বকম্ ॥ ৫১ ॥

পূর্ণব্রহ্মত্ৰৈশ্বর্যং সম্বাধুর্যরসাত্ৰয়ম্ ।

মুনীন্দ্রাদৈত্যঃ স্তুরমানং প্রিয়পারিষদারুতম্ ॥ ৫২ ॥

সর্বকারণসর্বেশং স্মরেদ্ যোগেশ্বরেশ্বরম্ ।

তস্য চাধস্তপাতালে আধারশক্তিগংস্থিতে ॥ ৫৩ ॥

মণিমণ্ডপমধ্যে চ মণিমিহামনোজ্জ্বলে ।

শ্রীমদনন্তং তত্রস্থং তদ্রূপধ্যানতৎপরম্ ॥ ৫৪ ॥

তন্মধ্যে স্ফটিকাভ্যচ্ছত্রাচীরে সুমনোহরে ।

চতুর্দিশু চ তদ্বিব্যপ্রতিবিম্বসমুজ্জ্বলে ॥ ৫৫ ॥

বিলসৎপুষ্পানোরভ্যমুক্ষীকৃতজগজ্জয়ে ।

অগ্রে সুরগণৈঃ সৰ্বৈঃ সুরেন্দ্রবিধিশকটৈঃ ॥ ৫৬ ॥

দিব্যাস্তমঞ্জুসৌন্দর্যযথাভূষণবাহনম্ ।

যথেষ্টিতবরপ্রার্থ্যং তদজ্জ্যৈ ভুবনোৎসুকম্ ॥ ৫৭ ॥

দক্ষিণে যুনিরুদ্দেশ্যে শুদ্ধসত্ত্বাধিতাঅভিঃ ।

তন্তুশ্চিত্তমাধনৈ ধর্ম্মং বাঙ্কুস্তি ভক্তিতৎপরৈঃ ॥ ৫৮ ॥

যোগীন্দ্রাদৈত্যৈঃ তৎপৃষ্ঠে সনকাদৈ ম'হাঅভিঃ ।

আত্মারামৈশ্চ চিত্রপৈ স্তনুর্ভিক্ষুর্ভিতৎপরৈঃ ॥ ৫৯ ॥

হৃদয়াকৃততদ্যাতনৈ নানাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ ।

क्रियतेऽहैतुकी भक्तिर्हृद्भक्तिकार्यत्वाविष्टैः ॥ ७० ॥

तत्सर्वे सिद्धगर्भसर्वविद्याधरादिभिः ।

सकृत्तु रत्नरःसंघे नित्यसङ्गीततत्परैः ॥ ७१ ॥

तदङ्घ्रिभ्रजनात् कामं वाङ्मतिः कुरुष्वलालसैः ।

तदग्रे वैश्वदेवैः सर्वैश्चान्तरीक्षे सुखानने ॥ ७२ ॥

प्रह्लादनारदाद्यैश्च कुमारैश्चकैवश्वदेवैः ।

जनकाद्यैर्लसुतादेवैः सदैव स्फूर्तिर्तत्परैः ॥ ७३ ॥

पुलकाकुलसर्वादिभ्यः स्फुरत्प्रेमसमाकुलैः ।

रहस्यात्तस्यैतैर्बद्धोऽवुष्माकरो मनुः ॥ ७४ ॥

मन्त्रच्छायाभिः प्रोक्तैः सर्वमन्त्रैककारणम् ।

सर्वदेवस्य मन्त्राणां विष्णुमन्त्रस्तु जीवनम् ॥ ७५ ॥

श्रीविशेषाः सर्वमन्त्राणाम् कुरुष्वमन्त्रस्तु कारुणम् ।

सर्वेषां कुरुष्वमन्त्राणां कैशोरैः मन्त्रहेतुकैः ॥ ७६ ॥

सर्ववैशोरमन्त्राणां हेतुश्च श्यामनिर्मलैः ।

जपः कुरुष्वन्तिमनसा पूर्णप्रेमसुखाश्रयाः ॥ ७७ ॥

वाङ्मतिर्तत्पदास्तौजे निश्चलप्रेमसाधनम् ।

तद्वाह्यस्फटिकाद्यैश्च प्रोच्यतेः सुमनोहरम् ॥ ७८ ॥

कुरुष्वैः सितरत्नाद्यैश्च तुर्दिभ्यु समुद्भूतैः ।

शोभितं पावनं लोकपरमं पदमत्रवै ॥ ७९ ॥

किरीटकुण्डलोद्गीपुं द्वारपालकमुत्तरे ।

गौरं चतुर्भुजं विष्णुं शङ्खचक्राम्बुजायुधम् ॥ ८० ॥

किरीटकुण्डलाद्यैश्च शोभितं वनमालिनम् ।

पूर्वद्वारे द्वारपालं गौरं विष्णुं प्रकीर्तितम् ॥ ८१ ॥

पश्चिमैरुत्तरं च शङ्खचक्रगदायुधम् ।

चतुर्भुजं स्मरेद्विष्णुं द्वारपालं सपद्मकम् ॥ ८२ ॥

কৃষ্ণবর্ণং চতুর্কোণং শঙ্খচক্রাদিভূষিতম্ ।

দক্ষিণে রক্ষিণং দ্বারে শ্রীবিষ্ণুং ঘোররূপিণম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়ানিকে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বাঅনু সর্বমন্তব ।

দেবদেবমহাদেব সর্বাঅকরুণাকর ॥ ১ ॥

ত্বয়ানু কম্পিতৈবাহং ভূয়োহপ্যদ্যানুকম্পয় ।

ত্রৈলোক্যমোহনো মন্ত্রস্তয়ামে কম্পিতঃ প্রভো ॥ ২ ॥

তেনদেবেন গোপীভির্ন্যমহামোহমমূর্তিনা ।

কেন পুণ্যবিশেষেণ চিক্রীড়ে তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

মহাদেব উবাচ ।

একদা বাদয়ন্ বীণাং নারদো মুনিপুঙ্গবঃ ।

কৃষ্ণাবতারমাজ্জায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৪ ॥

গত্বা তত্র মহাযোগী যোগীশং বিভুমচ্যুতম্ ।

বালনাট্যধরং দেবং দদৃশে নন্দবেশ্মনি ॥ ৫ ॥

সুকোমলপটাস্তীর্ণে হেমপর্যঙ্ককোপরি ।

শয়ানাং গোপকন্যাভিঃ প্রেক্ষ্যমানং মুহুর্নুদা ॥ ৬ ॥

অতীবসুকুমাররাজং মুগ্ধমুগ্ধাবলোকনম্ ।

বিত্রস্তনীলকুটিল কুন্তলাবলিমণ্ডলম্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চিৎস্মিতাংকুরব্যঞ্জদেহুদ্বিরেফ কুটালম্ ।

স্বপ্রভাভির্ভাসয়ন্তং সমস্ত ভবনোদরম্ ॥ ৮ ॥

দিগ্বাসসং সমালোক্য মোহিতির্ষ য্বাপহ ।

সংভাষাগোপতিং নন্দমাহ সর্বং প্রভুপ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

নারায়ণপরাণান্ত জীবনাদপি দুর্লভম্ ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ ।

অস্ম্যপ্রভাবমতুলং ন জানন্তীহ কেচন ।

ভবত্রকাদয়োহপ্যস্মিন্ভ্রুতিং বাঙ্কুন্ত শাস্ত্রতীম ॥ ১১ ॥

চরিতং চাস্মবালস্য সর্বেষামেব হর্ষণম্ ।

মুদাগায়ন্তি শৃণ্বন্তি অভিনন্দন্তি মাদৃশাঃ ॥ ১২ ॥

অস্মিঃ স্তব স্ততেহ চিন্ত্যপ্রভাবে স্মিধ্ৰুমানসাঃ ।

ভবিষ্যন্তি ন তেষাং বৈ ভববাধা ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

মুখ্যেহপরলোকাশাঃ সর্বাঃ সংত্যজ্য সত্তম ।

একান্তেনৈব ভাবেন বালেহস্মিন্ প্রীতিমাচর ॥ ১৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা নন্দভবনান্নিক্রান্তো মুনিপুঙ্গবঃ ।

শৈনার্কিতো বিষ্ণুবুদ্ধ্যা প্রণম্যচ বিসর্জিতঃ ॥ ১৫ ॥

অথাসৌ চিন্তয়ামাস মহাভাগকতো মুনিঃ ।

অস্ম্য রামা ভগবতী রমা ত্যক্ত্বা বিকুণ্ঠকম্ ॥ ১৬ ॥

বিধায়গোপিকারূপং ক্রীড়ার্থং শার্ঙ্গধ্বনঃ ।

অবশ্যমবতীর্ণাসা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তামহং বিচিনাম্যদ্য পেহেগেহে ত্রৈলোকসাহ ।

বিম্বৈষ্যেবং মুনিবরো গেহানি ত্রৈজবাসিনাম্ ॥ ১৮ ॥

প্রবিবেশাতিথি ভূত্বা বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সুপূজিতঃ ।

সর্বেষাং বল্লাবাদীনাং রতিং নন্দমুতে পরাম্ ॥ ১৯ ॥

দৃষ্ট্বামুনিবরঃ সর্বানু মনসা প্রণনাম হু ।

গোপালানাং গৃহে বালা দদর্শাদ্ভুতরূপিনীঃ ॥ ২০ ॥

সত্বৃষ্টি তর্কযামাশী রমাশ্রেষা ননংশয়ঃ ।  
 শ্রবিবেশ ততে ধীমান্ নন্দনখুমহান্ননঃ ॥ ২১ ॥  
 কস্মচিদ্ গোপাবর্যস্য ভানুনায়ে। গৃহংমহৎ ।  
 কচ্চিত্তোবিধিবতেন মোহপ্যপৃচ্ছামহামনাঃ ॥ ২২ ॥  
 সাধো ভূমসি বিখ্যাতো ধর্মুনিষ্ঠতয়। ভুবি ।  
 তবাহং ধনপুত্রাদিসমৃদ্ধিং সংবিত্তাবিরে ॥ ২৩ ॥  
 কশ্চিত্তেষোগ্যপুত্রোহস্তুি কণ্ঠা বা শুভলক্ষণা ।  
 যতন্তে কীর্ত্তিরখিলা লোকব্যাপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥  
 ইত্যুক্তোমুনিবর্যেন ভানুরাণীর পুত্রকম্ ।  
 মহাতৈজস্বিনং দ্রষ্টুং নারদায়াভ্যনন্দয়ৎ ॥ ২৫ ॥  
 দৃষ্টোমুনিবরং স্তম্ভ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ।  
 পদ্মপত্রবিশালাক্ষং স্ত্রীত্রীবং সুন্দরক্রবম্ ॥ ২৬ ॥  
 চারুদন্তং চারুবর্ণং চার্বায়তলকদ্ভুজম্ ।  
 ঈষদেগীরতনুশ্চৈব তথা চারুকটিস্থলম্ ॥ ২৭ ॥  
 রামকৃষ্ণসমং প্রেক্ষা তমঙ্কে সমরোপায়ৎ ।  
 অলিঙ্গ্য গাঢ়ং বাহুভ্যাং স্নেহশ্রুনি বিমুচ্যচ ॥ ২৮ ॥  
 ততঃ সগদগদং শ্রাহ শ্রণয়েন মহামুনিঃ ।  
 অয়ংশিশুস্তে ভবিতা সুসখো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২৯ ॥  
 বিহরিষ্যতি তাভ্যাঞ্চ রাত্রিন্দিবমতন্দ্রিতঃ ।  
 তত আভাষ্য তংগোপপ্রবরং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩০ ॥  
 যদা গন্তুং মনশ্চক্রে তথৈব ভানুরত্রবীৎ ।  
 একাস্তি পুত্রিকা ব্রহ্মন্ দেবপাত্ন্যপমা মম ॥ ৩১ ॥  
 কন্যায়সী শিশোরস্য জডান্নবান্ধরাকৃতিঃ ।  
 তৎস্নেহোদ্রুদয়ো যাচে ত্বাং ভূগবত্তম ॥ ৩২ ॥  
 শ্রমসদৃষ্টিমাত্রেন স্থস্থিতাং কুরু বালিকাম্ ।



শ্রুতৈবং নারদোবাক্যং কৌতুকী হৃষ্টমানসঃ ॥ ৩৩ ॥

আনয়েতি সমাদিশ্য পুনরাপর্ণমাস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

উথায়াক্ষে নিপার্যতিস্মেহ রিহ্বলমানসঃ ।

ভানুরপ্যায়ংষা ভক্তিঁনাত্রো মুনিবরাশ্তিকম্ ॥ ৩৫ ॥

অথভাগবতশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণস্মৃতি প্রিয়োমুনিঃ ।

দৃষ্টাতস্মাঃ পরংরূপা মদৃষ্টা শ্রুত মদু তম্ ॥ ৩৬ ॥

নানুভূতরমা মুক্তো হরিপ্রেম মহারসঃ ।

বিগাহ্যপরমানন্দ সিন্ধুমেকরসায়নম্ ॥ ৩৭ ॥

বৃহুর্ভদ্বিতয়ং তত্র মুনিরাসী নিরিন্দিয়ঃ ।

মুনীন্দ্রঃপ্রতিবুদ্ধস্ত শনৈরুন্মীল্যলোচনে ॥ ৩৮ ॥

মহাবিস্ময়মাপন্ন স্তু ক্ৰীমেব স্থিতোহভবৎ ।

অস্তুর্হৃদি মহাবুদ্ধিরেবমেবমচিন্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥

ভ্রান্তিৎসর্বেষুলোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা ।

অস্মারূপেন মদৃশী দৃষ্টাটৈ বচ কুত্রচিৎ ॥ ৪০ ॥

ত্রক্ষলোকে রুদ্রলোকে বিষ্ণুলোককচ মে গতিঃ ।

নকোহপি শোভাকোটাংশঃ কুত্রাপ্যস্মাবলোকিতঃ ॥ ৪১ ॥

মহামায়া ভগবতী দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী ।

যস্যারূপেণ সকলং মুহূর্তে মচরাচরম্ ॥ ৪২ ॥

সাপ্যস্মাঃ সুকুমারাস্ত্যা লক্ষ্মী নাপ্নোতি কর্হিচিৎ ।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতীকাস্তিঃ বিদ্যাচাদ্যা বরস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যস্মাঃ কদাচিন্বেব লক্ষ্যতে ।

বিষ্ণোর্যম্মোহনং রূপং হরোযেন বিমোহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

ময়াদৃষ্টং তত্তদপি কুতোহস্মাঃ মদৃশং ভবেৎ ।

অতোহস্মাস্তত্ত্বমাজ্ঞাতুং ন মে শক্তিঃ কথঞ্চন ॥ ৪৫ ॥

অন্যোহপি নৈবজানন্তিপ্রায়ৈর্নৈরাং হরিপ্রিয়াম্ ।

অস্মাঃসন্দর্শনাদেব গোবিন্দচরণামুজে ॥ ৪৬ ॥

যাপ্রেমধ্বিরভুৎসাম্যে ভুতপূর্বা ন কহিচ্চিৎ ।

একান্তে নোমি ভবতীং দর্শয়াথতু বৈভবম্ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণচরণভবত্যস্মাঃ প্রিয়ঃ পরমভুফ্যে ।

বিত্রৈম্যবং মুনির্গোপপ্রবরং শ্রেষ্য কুত্র চিৎ ॥ ৪৮ ॥

নিভূতেপারিতুষ্টাব বালিকাং দিব্যরূপিনীম্ ॥ ৪৯ ॥

ক্বয়ি দেবী মহাভাগে মাহেশ্বরী মহাপ্রভে ।

মহামোহনদিব্যাঙ্গি মহামাধুর্যাবর্ষিনি ।

মহদুত্তরমানন্দনিষ্কিনি কৃতমানসে ॥ ৫০ ॥

হাভাগোনকেনাপি গতাসি মম দৃকপথম্ ।

নিভামন্তঃসুখাদৃষ্টি স্তবদেবি বিভাব্যতে ॥ ৫১ ॥

অন্তরেণ মহানন্দপারিতপ্তৈশুব লক্ষ্যনে ।

প্রসন্নমধুরং সৌম্যসুস্মিক মুখমঞ্জুলম্ ॥ ৫২ ॥

ব্যনক্তি পরমাশ্চর্য্যং কমপ্যন্তঃ স্তখোদয়ম্ ।

রজঃসম্বন্ধিকা লীলা শক্তিস্বাধাসি শোভনে ॥ ৫৩ ॥

সৃষ্টিস্থিতিসমাহাররূপিনীত্বমধিষ্ঠিতা ।

কাত্বংবিশুদ্ধ সদ্ধামশক্তি বিদ্যাস্মিকাপরা ॥ ৫৪ ॥

পরমানন্দসন্দোহং দধতীং বৈমবং পরম্ ।

কাত্বমাশ্চর্য্যবিভবে ব্রহ্মরুদ্রাদিভূর্গমে ॥ ৫৫ ॥

যোগীন্দ্রাণাং ধ্যানপরং নত্বাং স্পৃশতি কহিচ্চিৎ ।

ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তিস্তথাপরা ॥ ৫৬ ॥

তবাংশমাত্রমিত্যেবং মত্চ সংপ্রবর্ততে ।

যাযা বিভূতয়ো নিত্য্য ত্বম্মায়ার্তকমারিনঃ ॥ ৫৭ ॥

পারেশস্যমহাবিশেষান্তাঃ সর্বাশ্চ কলাকলাঃ ।

আনন্দরূপিনী শক্তিস্তমিশ্বরী নশংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

ত্রয়াক্রীড়িষ্যতে ক্লেষণানুং বৃন্দাবনেবনে ।  
 কৌমারেণৈব রূপেণ ত্বং বিশ্বস্তবিমোহিনী ॥ ৫৯ ॥  
 তারুণ্যবয়সা স্পৃষ্টং কীদৃক্তে রূপমব্যয়ম্ ।  
 কীদৃশংত্রব লাবণ্যং নিজরূপং মহেশ্বরী ॥ ৬০ ॥  
 প্রণতায় প্রপন্নায় প্রকাশয়িতুমর্হসি ॥ ৬১ ॥  
 ইতুক্তানুনিবর্ষ্যেন তদনুপুতচেতসা ।  
 মহামহেশ্বরীংনত্বা মহানন্দময়ীং পরাম্ ॥ ৬২ ॥  
 মহাপ্রেমভবেকার্যে ব্যাকুলাক্ষীং শুভেকণাম্ ।  
 ঐক্যমানেন গোবিন্দমেবং বর্ণয়তোস্থিতম্ ॥ ৬৩ ॥  
 জয়কৃষ্ণমনোহারিন্ জয়বৃন্দাবন প্রিয় ।  
 জয়কেলিকলাভিজ্জ জয় আনন্দবিহ্বল ।  
 জয়নীলঘনাভাস জয়পীতবরাহুর ॥ ৬৪ ॥  
 জয়মন্দারমালাঢ্য জয়মন্দাস্মিতানন ।  
 জয়ক্রভঙ্গললিত জয় বেণুরবাকুল ॥ ৬৫ ॥  
 জয় বহ্নিকৃতোত্তংশ জয় গোপীবিমোহিন ।  
 জয় কুম্বলিপ্তাঙ্গ জয় রত্নবিভূষণ ॥ ৬৬ ॥  
 কদাহং ত্বৎপ্রসাদেন চানয়া দিব্যরূপয়া ।  
 সহিতং নবতারুণ্যং মনোহারি বপুঃশ্রিয়া ॥ ৬৭ ॥  
 বিলোকয়িষ্যে কৈশোরং মোহনং তাংজগৎপতে ।  
 এবং কীর্ত্তয়ন্ত্য তৎকর্ণাদেবসাপুঃ ॥ ৬৮ ॥  
 বভূবদধতী দিব্যরূপমত্যন্ত দুর্লভম্ ।  
 চতুর্দশাবয়সা ললিতং ললিতাৎপরম্ ॥ ৬৯ ॥  
 সমানবয়সশ্চান্ধ্যা স্তদৈবব্রজধালিকাঃ ।  
 আর্গত্যবেষ্টয়ামাসু দিব্যভূষণরত্নজঃ ॥ ৭০ ॥  
 মুণীন্দ্রস্তৃতিনিশ্চেষ্টাবভূবাস্চর্য্যামোহিতঃ ।

বালান্তাস্তু বহুস্রাবাশ্চরণামুকনৈ মুনিম্ ॥ ৭১ ॥

নিষিচ্যবোধয়ামাসু রুচুশ্চ কৃপয়াশ্চিতাঃ ॥ ৭২ ॥

মুনিবর্য মহাভাগ সর্বযোগেশ্বরেশ্বর ।

ত্বৈব পরয়াভক্ত্যা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

নুনমারাধিতোদেবো ভক্তানাং কামপুরকঃ ॥ ৭৩ ॥

যদিমং ব্রহ্মরুদ্রাদৈর্দে দেবৈঃ সিদ্ধমুনীশ্বরৈঃ ।

মহাভাগবতৈশ্চাত্তৈ হৃদনা হৃগ্নমপিচ ॥ ৭৪ ॥

অত্যন্ত বয়োরূপমোহিনী হরিবল্লভা ।

কেনাপ্যচিন্ত্যভাগ্যেন তব দৃষ্টিপথং গতা ॥ ৭৫ ॥

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠদেবর্ষে ধৈর্যমালম্ব সত্বরম্ ।

এনাং প্রদক্ষিণাকৃত্য নমস্কুরু পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৬ ॥

কিনুপশ্যসি চার্বঙ্গীমত্যন্ত ব্যাকুলামিব ।

অস্মিন্নেব ক্ষণে নুন মন্তুর্ধ্যানং গমিষ্যতি ॥ ৭৭ ॥

নানরা সহ সংলাপং কদাচিত্তে ভবিষ্যতি ।

দর্শনঞ্চ পূর্নাম্বাঃ প্রীপ্যসি ব্রহ্মবিভ্রম ॥ ৭৮ ॥

কিন্তু বৃন্দাবনে কীপি ভাত্যশোকলতা শুভা ।

সর্বকালমুপুপ্পাত্যা সর্বদিগ্বাপিমৌরভা ॥ ৭৯ ॥

গোবর্দ্ধনাদদূরেণ সুষমাখ্যতরোস্তুটে ।

তন্মূলে মধ্যরাত্রৌ তু দ্রুক্ষস্মানশেষতঃ ॥ ৮০ ॥

শ্রুতৈবং বচনং তামাং স্নেহবিভ্রম চেতসাম্ ।

যাবৎ প্রদক্ষিণাকৃত্য প্রণিয়দ্গুবমুনিঃ ॥ ৮১ ॥

তাবদেবৈব সাবাল। পূর্বরূপাব্যদৃশ্যতে ।

ভামেবতৎপরতয়া ভুরোভূয়ঃ প্রণম্য চ ॥ ৮২ ॥

স্পৃষ্ট্বা তচ্চরণান্তোজং পশ্যন্তেব স্থিতোমুনিঃ ।

মুহূর্ত্তদ্বিতয়ং দৃষ্ট্বা বালং নিৰ্ম্মাণশোভনাম্ ॥ ৮৩ ॥

অর্চয়ন্তামুং প্রোক্ষ্য চ ভবতঃ সর্বশোভনা ।  
 এবংস্বভাবা ঝালেরং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি ॥ ৮৪ ॥  
 কিন্তু যদগৃহ্মেতস্যাঃ পদচিক্বিভুষিতম্ ।  
 তত্র নারায়ণো দেবঃ সর্বদেবগণৈঃ সহ ॥ ৮৫ ॥  
 লক্ষ্ম্যা চ বসতে নিত্যং সর্বাভির্শৈব সিদ্ধিভিঃ ।  
 অতএনাং বরারোহাং সর্বভূষণভূষণাম্ ॥  
 দেবীমিব পরাং গেহে রক্ষ যত্নেন সত্তম ॥ ৮৬ ॥  
 ইতুক্ত্বা মনসৈবৈনাং নত্বা ভাগবতোত্তমঃ ।  
 তদ্রূপমেষু সংসৃত্য প্রবিষ্টো গহমং শুভম্ ॥ ৮৭ ॥  
 অশোকলতিকায়ুক্ত্বা মাসাদ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৮৮ ॥  
 প্রতীক্ষমানো দেবীনাং তত্রৈবাগমনং নিশি ।  
 স্থিতোহত্র প্রেমবিকল ক্ষিত্তয়ন্ কৃষ্ণবল্লভাম্ ॥ ৮৯ ॥  
 অথ মধ্যনিশাভাগে যুবত্যাঃ পরমাদ্ভুতাঃ ।  
 পূর্বদৃষ্টা সুখান্ধ্যাশ্চ বিচিত্রাভরণশ্রুজাঃ ।  
 দৃষ্ট্বা মনসি সংক্রান্তো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ৯০ ॥  
 পরিবার্য মুনিং সর্বা স্তাস্তাঃ প্রবিবিশুঃ শুভাঃ ॥ ৯১ ॥  
 প্রক্টু কামোহপি স মুনিঃ কিঞ্চিৎ স্বাভিমতং প্রিয়ম্ ।  
 নাশক ক্রপলাবর্ণ্যশ্রিয়া চৈব প্রধর্ষিতঃ ॥ ৯২ ॥  
 তথাগতা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাজ্জলিমবস্থিতম্ ।  
 ভক্তিতাবানতগ্রীবং সবিস্ময়সমস্রবম্ ॥ ৯৩ ॥  
 সুবিনীততমং প্রোহ তত্রৈকা করুণাবিতা ।  
 অশোকলতিকায়াক্ত্ব বসাম্যস্যাং মহামুনে ॥ ৯৪ ॥  
 রক্তাম্বরধরা নিত্যং রক্তমালাগমুলেখনা ॥ ৯৫ ॥  
 রক্তসিন্দূরকলিতা রক্তপদ্মাবতং সিনী ।  
 রক্তমাণিক্যকেশুরমুকুটাদিবিভূষিতা ॥ ৯৬ ॥

একদা প্রেমসা সাক্ষিঃ বিহরন্ত্যা মধুংসবে ।  
 তত্রৈব মিলিতা গোপবালিকা শিচত্রবাসসঃ ॥ ৯৭ ॥  
 অহুঞ্চাশোকমালাতি গোপবেশধরং হরিম্ ।  
 রমা রূপাশ্চ তঃ সৰ্বা ভক্ত্যা সম্যগপূজয়ম্ ॥ ৯৮ ॥  
 ততঃ প্রভৃতি চৈভাসাং মধু্যে তিষ্ঠামি সৰ্বদা ।  
 ভূষাতি বিবিধাভিষ্চ তোষয়িত্বা রমাপতিং ॥ ৯৯ ॥  
 যুনে তস্মৈ প্রসাদেন বিজানামীহ সৰ্বতঃ ।  
 গোপগোপগোপীকাদীনাং রহস্যং চাপি বেদ্যহং ॥ ১০০ ॥  
 তব জিজ্ঞাসিতঞ্চাপি হৃদি মে প্রতিভাষিতং ।  
 তাং দেবীমদ্ভুতাকারা মদ্ভুতানন্দদায়িনীং ॥ ১০১ ॥  
 হরেঃ প্রিয়ং হিরণ্যভাং হীরকোজ্জ্বলমুদ্রিকাং ।  
 কুথং পশ্যামি লোলাক্ষীং কথং বা তৎপদামুজং ॥ ১০২ ॥  
 অরাধয়ামি ভক্ত্যতি ত্বয়া ত্রয়ান্ বিমর্ষিতং ।  
 তত্র তে কথয়িষ্যামি বৃত্তান্তং স্মহাঅনাং ॥ ১০৩ ॥  
 মানসে সর্গসি স্নাত্বা তপস্তীত্র নুপেয়ুধাং ।  
 জপতাং সিদ্ধমন্ত্রাশ্চ ধ্যায়তাং হরিমীশ্বরং ॥ ১০৪ ॥  
 মুনীনাং কাঙ্ক্ষতাং নিত্যং তস্মাএব পদামুজং ।  
 একসপ্ততিসাহস্রসংখ্যকানাং মর্হোজসাং ।  
 যতেহহং কথয়াম্যদ্য তদ্রহস্যং পরং যুনে ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে

তৃতীয়েঃ অধ্যায়ঃ ।

## चतुर्थोऽध्यायः ।

ईश्वर उवाच ।

तदेकाग्रमना भुक्त्वा शृणु देवि वरानने ।

आसीद्ब्रह्मतपा नाम मुनिर्येको दृढव्रतः ॥ १ ॥

साग्निको ह्यग्निमध्ये च चारुतान्द्रुतं तपः ।

ज्जाप पुरमं जप्यं मन्त्रं पञ्चदशकरं ॥ २ ॥

कामद्वयेन पूजितं कामदेवपदां परं ।

कृष्यति पदं स्वाहा सहितं सिद्धिदं परं ॥ ३ ॥

दधो च श्यामलं कृष्यं रासोऽमृतं रसोऽमृतं च ।

प्रीतपात्रधरं वेणुं धमस्तं मधरेऽर्पितं ॥ ४ ॥

नवशोऽवनसम्पन्नं कर्षस्तं पाणिना प्रियं ।

एवं ध्यानपरं कम्पशतान्ते देहमुत्सृजन् ॥ ५ ॥

सुन्दरनामश्लेषस्य कन्याभूत् स महा मुनिः ।

सुन्दरति समाख्याता या वीणां विभ्रती करे ॥ ६ ॥

मुनिरन्यः सत्यतप इतिख्यातो महाव्रतः ।

शुक्लपत्रभुक् त्रेपे प्रज्जाप परं मन्त्रं ॥ ७ ॥

रतान्तकामबीजेन पूजितं दशकरं ।

दधो चैव मुनिवर शिष्टवेषधरं हरिं ॥ ८ ॥

धुक्त्वा रमया दौर्बलीद्वितरुं कर्षणोऽञ्जलं ।

नृत्यस्तं मुन्यदन्तं संश्लिष्यस्तं मुह्यन् ॥ ९ ॥

हसन्तं मुच्छे रानन्दतरङ्गज्जठरस्वरं ।

धमस्तं वेणुमाजान् वैजयन्त्या विराजितं ॥ १० ॥

শ্বেদাঙ্কঃকণসংস্পৃষ্টং ললাটবলিতাননং ।

তাংক্তবান্ স তু বৈ দেহং তপ্তমাচু মহামুনিঃ ॥ ১১ ॥

দশকম্পাস্তরে চায়ং জাতো নন্দব্রজেষিহ ।

শুভ্রুদ্রনামো গোপস্বয়ংকন্যা তদ্রেতি বিশ্রুতা ।

যশ্যাঃ পানিতলে দিব্যং ব্যজমং পরিদৃশ্যতে ॥ ১২ ॥

হবির্ধামাভিধো হনুস্তু কশ্চিদাসীমহামুনিঃ ।

মোহতপ্যত তপঃ কশ্যুনিষ্ঠ স্ত্যক্তাচন্দ্রভাজনং ॥ ১৩ ॥

আশুসিদ্ধিকরং মন্ত্রং বিংশত্যর্গক্ষ-জগুবান্ ।

অনন্তরং রমাবীজা দধ্যাকুটং তদ্রেবহ ॥ ১৪ ॥

মায়াতঃ পরতো ব্যোম হংসাসৃক্ হ্যতিচন্দ্রকং ।

দধ্যা রন্দাবনে রম্যে মাধবীমণ্ডপে শ্রভুং ॥ ১৫ ॥

উত্তানশ্যামিনং চারুপল্লাবাস্তরণোপরি ।

কদাচিদপি কামার্থে বল্লব্যারক্তনেত্রয়া ॥ ১৬ ॥

বক্ষোজযুগ্মেনাচ্ছাদ্য বিমলং বিপুলং মুহুঃ ।

সংচুম্ব্যমানং প্ৰপ্ত্বান্তে দৃশ্যমানরদচ্ছদং ॥ ১৭ ॥

কলয়ন্তং প্রিয়াং দোভ্যাং সহাসং সমুদাহৃতং ।

স মুনিঃ সুবহুন্ দেহান্ ত্যক্ত্বা কম্পাত্রয়াং পরং ॥ ১৮ ॥

শারঙ্গনামো গোপস্বয়ংকন্যাভুং শুভলক্ষণা ।

রন্দাবলীতি বিখ্যাতা নিপুণা চিত্রকর্মণি ।

যস্যো দন্তেষু দৃশ্যন্তে বিচিত্রাকরণবিন্দবঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রক্ষবাদী মুনিঃ কশ্চিচ্ছাবালি রিত্তি বিশ্রুতঃ ।

সতপ্যা নিরতো যোগী বিচরন্ পৃথিবীমিমাং ॥ ২০ ॥

স একস্মিন মহারণে যোজনায়ুতবিস্তৃতে ।

সদৃচ্ছয়াগতোহপশ্য দেকাং ব্যুপীং হ্রশোভনাং ॥ ২১ ॥

সর্বত্র কটিকাবদ্ধতটীং স্বাদুজলান্বিতাং ।



विकालिकमलामोदवायुनापरिशीलितां ॥ २२ ॥

तस्याः पश्चिमदिग्भागे शूलो बटमहीकूहः ।

अपश्यात्तापसीं काञ्चिद् कुर्वतीं दारुणं तपः ॥ २३ ॥

तारुण्यवयसा युक्तां रूपेणातिमनोहरां ।

चन्द्रांशुमदशाभसां सर्वावयवशोभनां ॥ २४ ॥

कृत्वा कटितटे वामपार्श्वे दक्षिणहस्ततः ।

ज्ज्ञानमुद्रां विभ्रणां मनिमिषायतेक्षणां ॥ २५ ॥

तास्ताहारविहाराक्षु निश्चलतयास्थितां ।

जिह्वास्तुतां युनिवरस्तुष्टौ तत्र शतं समां ॥ २६ ॥

यदातु तां समादास्य पूर्णितां विनयान्मुनिः ।

अपृच्छं का त्वयाश्चर्यारूपा किञ्चा चरिष्यामि ॥ २७ ॥

यदि योग्यं भवेत् तर्हि कृपया वक्तुं महसि ।

अथात्रवीह नैनं बाला तपसातीव्रकषिता ॥ २८ ॥

ब्रह्मविद्याह मतुला या योगीति विमुग्याते ।

साहं हरिपदास्तोत्रकाम्याया दुश्चरं तपः ॥ २९ ॥

चराम्यास्मिन् वने घोरं धारयन्ती पुरुषोत्तमं ।

ब्रह्मानन्देन पूर्णाहं तेनानन्देन पूर्णधी ॥ ३० ॥

तथापिशून्या मात्मानं मन्ये क्लृप्तं विना ।

इदानीमपि निर्विना देहस्यास्य विमर्जनं ॥ ३१ ॥

कर्तुं मिच्छामि पुण्यायां वापिकृया मिहैवतु ।

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या मुनि रत्यस्तुषिमितः ॥ ३२ ॥

प्रतिवा चरणे तस्याः क्लृप्तं विमर्जनं मुनिः ।

प्रच्छ परमप्रीतस्त्यायाध्यायकिवचनं ॥ ३३ ॥

तुर्योक्तं मन्त्रमाज्जय जगाम मामसं सरः ।

तपोहति दुश्चरं चक्रे तपो विमर्जनकरं ॥ ३४ ॥

একপাদস্থিতঃ সূর্য্যং নিৰ্নিমেষং বিলোকয়নু ।  
 মন্ত্রং জজ্ঞাপ পরমং পঞ্চবিংশতিবর্ণকং ।  
 দধৌ পরম ভাবেন কৃষ্ণানন্দ রূপিণং ॥ ৩৫ ॥  
 চরন্তুং ব্রহ্মবীথীষু বিচিত্রগতিনীলয়া ।  
 ললিতৈঃ পাদবিদ্যাসৈঃ কণ্ঠয়ন্তুঃ সুপুং ॥ ৩৬ ॥  
 চিত্রকন্দর্পচেষ্ঠাভিঃ সন্মিতাপাঙ্গবীকণৈঃ ।  
 সংক্ষেপ্তভিষ্মাখ্যায়া বংশী পঞ্চম্যাকর্ণচিত্রয়া ॥ ৩৭ ॥  
 বিষোষ্ঠপুষ্ঠচুয়িত্যা কলালাটপ মনোজয়া ।  
 হরন্তুং ব্রজরামীণাং মনাংসিচ বপুংসিচ ॥ ৩৮ ॥  
 শ্ৰথনীবীতিরাগতু সহসালিঙ্গিতাস্ককং ।  
 দিব্যমালায়রধরং দিব্যাংকানুশ্লেপনং ॥ ৩৯ ॥  
 শ্যামলাঙ্গপ্রভাপূর্ণৈ মোহরন্তুং জগজ্জয়ং ।  
 সএবং স্বহৃদেহেন সমুপাস্তজগৎপতিং ।  
 নবকম্পাস্তরে জাতী গোকুলে দিব্যরূপিণী ॥ ৪০ ॥  
 কন্যা ঞ্চণ্ডনার্মহু গোপস্মৃতিবিশ্বিনঃ ।  
 চিত্রগন্ধেতি বিখ্যাতা সুকুমারী শুভাননা ॥ ৪১ ॥  
 নিজাঙ্গমস্তুবৈগন্ধৈ-মোহরন্তী দিশোদশ ।  
 সমেতাং পশ্য কল্যানীং স্বন্দশো মধুপায়িনীং ॥ ৪২ ॥  
 অঙ্গেষু সংপতিষ্যন্তী যুৎসবেন সমাকুলাং ।  
 অস্মা স্তনপরিষঙ্গাৎ হরিং সর্কৈ বিহাস্যতে ।  
 বৃক্ষঃস্থলাদ্বিচ্যুতিষ্টি চিত্রগন্ধাতিসৌরভৈঃ ॥ ৪৩ ॥  
 অগরে যুনিবর্ষাস্তু শতং সংযুতমানসাঃ ।  
 বায়ুভক্ষা স্তপ স্তেপু জপন্তুঃ পরমং মনুং ॥ ৪৪ ॥  
 স্মরঃ কৃষ্ণায় কামায় কলাদি স্নিত্যশালিনে ।  
 অগ্নায়ী সহিতং কৃৎবা মন্ত্রং পঞ্চদশাকরং ॥ ৪৫ ॥

দধুমু নিধরাঃ কুম্ভমূর্তিঃ দিব্যবিভূষণাঃ ।

দিব্যচিত্রকুলেন ছন্নপীনকটিম্বলাং ॥ ৪৩ ॥

ময়ূরপদকৈঃ কৃশুচুড়ায়ুজ্জ্বলমণ্ডলাং ।

লবাজজ্যাস্ত আধায় দক্ষিণং চরণায়ুজং ॥ ৪৭ ॥

পঙ্কজং ভ্রাময়ন্তীং বৈ চাকুহস্তায়ুজঘরাং ।

কক্ষদেশপরিষ্কি শ্বেবেণুপরিচলৎপুটাং ॥ ৪৮ ॥

আনন্দয়ন্তীং গোপীনাং নয়নানি মনাংসিচ ।

পরমাশ্চর্যরূপেণ শ্ৰবিকাং রঙ্গমণ্ডপে ॥ ৪৯ ॥

প্রস্থনবর্ষে গোপীভিঃ পূজ্যমানঞ্চসর্বতঃ ।

অথ কল্পান্তরে দেহং ত্যক্ত্বা জাতা ইহাধুনা ॥ ৫০ ॥

যালাং কর্ণেষু দৃশ্যন্তে তাড়কা রত্ননির্মিতাঃ ।

রত্নমালাশ্চ কণ্ঠেষু রত্নপুষ্পানি বেনিসু ॥ ৫১ ॥

মুনিঃ শুচিশ্রবা নাম পুরণ্ডো নাম চাপারঃ ।

কুশধ্বজস্ত ব্রহ্মর্ষে স্তনয়ৌ বেদপারগৌ ॥ ৫২ ॥

উক্লিপাদৌ তপোধোরং চেরতুস্ত্র্যক্ষরং মনুং ।

ওঁহংস ইতি কৃত্ত্বৈব জপন্তৌ যতমানসৌ ॥ ৫৩ ॥

ধ্যায়ন্তৌ গোকুলে কৃষ্ণং বালকং দশমাসিকং ।

কন্দর্পসমরূপেন ভারুণ্যললিতেনচ ॥ ৫৪ ॥

পাদারোপণ মারোপ্য মোদয়ন্ত মনোরতং ।

তো কল্পান্তে তনু ত্যক্ত্বা লব্ধবন্তৌ জগৎপতিং ॥ ৫৫ ॥

সুবীর নাম গোপস্য সূতো পরমধর্মিণৌ ।

যয়োহস্তে প্রদৃশ্যেত সারিকা শুভবাদিনী ॥ ৫৬ ॥

জটিলো যজ্ঞপূতশ্চ ধৃতাসী ককুরেবচ ।

চত্বারো মুনয়ৌ ধন্যা ইহায়ুজ্জ্বল নিম্পৃহাঃ ॥ ৫৭ ॥

কেবলেনৈব ভাবেন প্রপন্ন্য বঙ্গবীপতিং ।

তেপুস্তে সলিলে সর্বে জজপুমন্ত্র যুক্তমঃ ॥ ৫৮ ॥

রুমাত্রয়েন পুটিতং স্মারাদ্যন্তং দশাকরং ।

দধ্যশ্চ গণভাবেন বজ্রবীজি র্নেনরনে ॥ ৫৯ ॥

অহস্তং নৃত্যগীতায়ৈ মনয়ন্তং মনোভবং ।

চন্দ্রালিপ্তসর্বাঙ্গং জবাশুভ্রাবতগুণং ॥ ৬০ ॥

শিখণ্ডাবদ্ধমুকুটং নীলপীতপটাবৃতং ।

গোপকন্যা বভুবুস্তে গোকুলে শুভলক্ষণাঃ ॥ ৬১ ॥

ইমাস্তাঃ পুরতো রম্যাঃ উপবিষ্টা নতিলবঃ ।

যাশাং মারিকতান্যব বলয়ানিপ্রাকোষ্ঠকে ।

বিচিত্রানি প্রদৃশ্যন্তে প্রযুক্তৈ দিব্যমৌক্তিকৈঃ ॥ ৬২ ॥

মুনি দীর্ঘতপানাম বাসোহভুৎ কল্পকল্পকৈঃ ॥ ৬৩ ॥

তৎপুত্রঃ শুর ইত্যখ্যাং লেভে মুনিবরৈঃ কুতাং ॥ ৬৪ ॥

জাতমাস্ত্রস্ত যোবানৈঃ পাঠ্যমানঃ সদাশ্রমে ।

প্রোকৃতমাত্রান্ বেদবর্ণান্ জগৃহে সদ্য এব সঃ ।

শুর ইত্যেব চ প্রোচুঃ শুরবৎ পঠিতং যতঃ ॥ ৬৫ ॥

সোহপি বাণো মহাপ্রাজ্ঞ স্তদেবামুস্মরন্ পদং ।

বিহার পিতৃমাত্রাদি কৃষ্ণং শ্যাত্বা বনং গতঃ ॥ ৬৬ ॥

স তত্র মানসে দিব্য রূপচারৈ রহর্নিশং ।

অনাহারো হৃদয়দ্বিফুৎ গোপরূপিণ মীশ্বরং ॥ ৬৭ ॥

রময়া পুটিতং মন্ত্রং জপমুচ্চাদর্শাকরং ।

দৈধ্যা পরমভাবেন হরিং হেমতরোরধঃ ॥ ৬৮ ॥

হেমমণ্ডপিকায়াক্ত হেমসিংহাসনোপরি ।

আনীনং বামহস্তেন দধানং হেমপুষ্টিকাং ॥ ৬৯ ॥

দক্ষিণেন জাময়ন্তং পাণিনা হেমপঙ্কজং ।

হেমদ্রবিনপ্রিয়য়া পারিকণ্ঠাকুচিত্রকং ॥ ৭০ ॥

হর্ষস্ত মতিহর্ষণে পশ্যন্তঞ্চ নিজাশ্রমং ।  
 দ্বৈচ মুখ্যতমে গোপ্যো সমানবয়সৌ শুভে ॥ ৭১ ॥  
 একত্রতে একনিষ্ঠে একভাবৈকবর্ণকে ।  
 তপ্তজানুদপ্রখ্যা তত্র কান্যা তড়িৎপ্রভা ॥ ৭২ ॥  
 একা নিদ্রায়মানাক্ষী পরা সৌম্যায়তেক্ষণা ।  
 অর্চয়ৎ পরয়া ভক্ত্যা তে হরেঃ সব্যদক্ষিণে ।  
 স কম্পান্তে তনুং ত্যক্ত্বা গোকুলেহভূমহাত্মনঃ ॥ ৭৩ ॥  
 উপানন্দস্য দুহিতা নীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ।  
 সেয়ং কৃষ্ণস্য বনিতা পীতশাটীপরিচ্ছদা ॥ ৭৪ ॥  
 রক্তচেলিকয়াচ্ছন্নশাতকুস্তঘনস্তনী ।  
 দধতী রক্তমিন্দুরং সর্কাসস্যাবগুণ্ঠনং ॥ ৭৫ ॥  
 স্বর্ণকুন্তলনির্ভাতগণ্ডদেশা সুশোভনা ।  
 স্বর্ণপঙ্কজমালাঢ্যা কুঙ্কুমালিপ্তসুস্তনী ॥ ৭৬ ॥  
 যস্য হস্তে চর্কনীয়ং দৃশ্যতে হরিণার্ণিতং ।  
 বেণুবাদ্যাতিনিপুণা কেশবস্যাতিতোষণী ॥ ৭৭ ॥  
 কৃষ্ণেণ চাত্তিতুষ্ঠেন কদাচিত্ গানপূরণে ।  
 বিন্যস্তা কঠদেশেহস্য ভাতি গুঞ্জাবলিঃ শুভা ॥ ৭৮ ॥  
 সর্কমেব পরিত্যক্ত্বা কৃষ্ণমেব মনোহরং ॥ ৭৯ ॥  
 ধ্যায়ন্ জজ্ঞাপ পরমং মন্ত্রমেকাদশাক্ষরং ।  
 হসিতং সকলং কৃত্বা ব্যক্তমায়েষু যোজয়েৎ ॥ ৮০ ॥  
 বৃন্দাদিভি হর্গস্তীভি হর্সয়ত্যপি বা জগৎ ।  
 রমতে রময়তেবং হরিং চিন্তয়তে সদা ॥ ৮১ ॥  
 মোহপি কম্পদ্বয়েনৈব সিদ্ধোহত্র জনিগাপ্তবান্ ।  
 সেয়ং বালা বলেঃ পুত্রী কৃশাক্ষী কুট্যুলস্তনী ॥ ৮২ ॥  
 যুক্তাবলীলমৎকণ্ঠী সূক্ষ্মকৌশেয়ব্যাসনী ।

মুক্তাচ্ছুরিতমঞ্জীরকঙ্কণাঙ্গদমুদ্রিকা ॥ ৮৩ ॥  
 বিপ্রতী কুণ্ডলে দিব্যে অমৃতপ্রাবিনীশুভে ।  
 রক্তকন্তুরিকারেণুমধ্যে সিন্দূরবিন্দুবৎ ॥ ৮৪ ॥  
 দধানা চিত্রকং ভালে তন্ধি চন্দনচিত্রকৈঃ ।  
 যাসৌ প্রদৃশ্যতে শাস্তা জপতী পরমং পদং ॥ ৮৫ ॥  
 আনীচ্ছন্দ্রপ্রভো নাম রাজর্ষিঃ প্রিয়দর্শনঃ ।  
 তস্য কৃষ্ণপ্রসাদেন পুত্রোহভূন্নধুরাকৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥  
 চিত্রধ্বজ ইতিখ্যাতঃ কৌমারাবধি বৈষ্ণবঃ ।  
 স রাজা স্বনুতং সৌম্যং স্থস্থিরং দ্বাদশাঙ্গিকং ॥ ৮৭ ॥  
 অশিক্ষয়দ্বিজামন্ত্রং পরমর্ষাদশাকরং ।  
 বিধিচ্যমানঃ স শিশুং মন্ত্রায়তময়ৈর্জটিলঃ ॥ ৮৮ ॥  
 তৎকণে ভূপতিঃ প্রেমা গলদশ্রুঃ প্রবেপিতঃ ।  
 তস্মিন্ দিনে সর্বৈ বালঃ সিতবস্ত্রধরঃ শুচিঃ ॥ ৮৯ ॥  
 হারমুপুরমুদ্রাভি গৈর্গৈরৈয়াঙ্গদকঙ্কণৈঃ ।  
 বিভূষিতো হরের্ভক্ত মুপম্পৃশ্যামলাশয়ঃ ॥ ৯০ ॥  
 বিষ্ণোরায়তনং গত্বা নিত্যমেকাক্যচিন্তয়ৎ ।  
 কথং ভজামি তং কৃষ্ণং মোহনং গোপযোষিতাং ॥ ৯১ ॥  
 বিক্রীড়ন্তং সদা তাভিঃ কালিন্দ্যাঃ পুলিনে বনে ।  
 ইখমিত্যকুলমতিঃ চিন্তয়ন্তেব মোহর্ভকঃ ॥ ৯২ ॥  
 অবাপ পরমাং বিদ্যাং স্বপ্নঞ্চ সমপশ্যত ।  
 তস্মিন্নায়তনে আনীৎ কৃষ্ণপ্রতিকৃতিঃ শুভা ॥ ৯৩ ॥  
 শিলাময়ী স্বর্ণপীঠে সর্বলক্ষণলক্ষিতা ।  
 সাত্ত্বিন্দীবরশ্যামা স্নিগ্ধলাবণ্যশালিনী ॥ ৯৪ ॥  
 ত্রিভঙ্গুললিতাকারা শিখণ্ডাপীড়ভূষণা ।  
 কুজয়ন্তী মুদা বেণুং কাঞ্চনীরাধরেহর্পিতং ॥ ৯৫ ॥

নক্ষত্রব্যগতাত্যাঞ্চ স্তম্ভরীভ্যাং নিষেবিতা ।  
 বর্দ্ধয়ন্তী তয়োঃ কাষং কুম্বনাম্লেষণাদিভিঃ ॥ ৯৬ ॥  
 দৃষ্ট্বা চিত্রধ্বজঃ কুম্বং তাদৃগেব বিলাসিনং ।  
 অবনম্য শিরস্ত্রৈশ্চ পুরা লজ্জিতমানসঃ ॥ ৯৭ ॥  
 অথোবাচ হরি দক্ষপার্শ্বগাং প্রেয়সীং মুদা ।  
 কুরুস্ব পুরুষশৈবং স্বশরীরংশভাগতঃ ॥ ৯৮ ॥  
 নির্মায়াস্মমং দিব্যযুবতীরূপমদ্ভুতং ।  
 চিস্তরৈতৎ শরীরেণ স্বদেহং যুগলোচনে ॥ ৯৯ ॥  
 অথ হৃদঙ্গতেজোভিঃ স্পৃষ্ট স্বরূপ মাপ্স্যতি ।  
 ততঃ সা পদ্মপত্রাকী গতা চিত্রধ্বজান্তিকং ॥ ১০০ ॥  
 নিজাঙ্গকৈ স্তদঙ্গানা মভেদং ধ্যায়তী স্থিতা ।  
 অথাস্যাস্তঙ্গতেজোভি স্তদঙ্গং পর্য্যপূরয়ন্ ॥ ১০১ ॥  
 স্তনয়োর্জোতিষা জাতৌ পীনৌ চারূপয়োধরৌ ।  
 নিতম্বাজ্জাতং বিপ্রর্ষে শ্রোণিবিম্বং মনোহরং ॥ ১০২ ॥  
 কুস্তলজ্যোতিষাং কেশপাশোহভূৎ স্তুমহোজ্জ্বলং ।  
 সর্ষমেবনুসম্পন্নং ভূষাবাসপরিচ্ছদং ॥ ১০৩ ॥  
 কলাসু সকলা জাতা সৌরভাদিগুণাত্মিকা ।  
 দীপাদ্দীপমিবালোক্য স্বমমং তং নৃপাত্মজং ॥ ১০৪ ॥  
 চিত্রধ্বজংতপোভঙ্গ স্মিতশোভামনোহরং ।  
 প্রেমা গৃহীত্বা করয়োঃ কুম্বারোপাহরনুদা ॥ ১০৫ ॥  
 গোবিন্দো বামপার্শ্বস্থঃ প্রেয়সীং কুম্বয়াত্রবীৎ ।  
 সেবাং চাস্মৈ দিশ প্রীত্যা যথাভিরচিতাং শ্রিয়ে ॥ ১০৬ ॥  
 অথ চিত্রকলেত্যেবং তন্নামা প্রথিতাচ সা ।  
 চকার নামসেবার্থং দত্ত্বা চাপি বিপক্ষিকাং ॥ ১০৭ ॥  
 উবাচ পরমা প্রীত্যা গায়স্ব মধুরৈঃ স্বরৈঃ ।

গুণাম্ প্রাণনাথস্য তবায়ং বিহিতো বিধিঃ ॥ ১০৮ ॥

অথ চিত্রকলা বীণাং গৃহীত্বানম্য মাধবং ।

তৎপ্রেমস্যাঃ পরময়ো গৃহীত্বা পদয়ো রজঃ ॥ ১০৯ ॥

জগৌ সুমধুরং গীতং তয়ো রানন্দকারণং ।

অথ শ্রীত্যোপগুঢ়া সা কৃষ্ণনানন্দমূর্তিনা ॥ ১১০ ॥

যাবৎ সুধামুধৌ যথো তাবদেব প্রবুদ্ধ্যতে ।

চিত্রধ্বজো মহাপ্রেমবিহ্বলোহি ভয়াক্ষয়তঃ ॥ ১১১ ॥

তদারভ্য রুদনেনৈব যুক্তাহারবিহারকঃ ।

আভাষিতোহপি পিত্রাদৈব নৈব দত্তোত্তরং কচিৎ ॥ ১১২ ॥

মাসমাত্রং গৃহে স্থিত্বা নিশীথে কৃষ্ণসংশ্রয়ঃ ।

নির্গত্য গাঢ়মচরতপোর্বে সুরদুশ্চরং ॥ ১১৩ ॥

কম্পান্তে দেহযুৎসৃজ্য তপস্যেব মহামতিঃ ।

বারকোষাভিধানস্য গোপস্য হুহিতা শুভা ॥ ১১৪ ॥

খ্যাতা চিত্রকলেতেবং যস্য অংশে মনোহরা ।

বিপক্ষী দৃশ্যতে নিত্যং সপ্তস্বরবিভূষিতা ॥ ১১৫ ॥

উপতিষ্ঠতি তদ্বামে রত্নভঙ্গারমুক্তমং ।

দধানা দক্ষিণে হস্তে সবে্য রত্নপরিগ্রহা ॥ ১১৬ ॥

ইয়মাসীৎ পুরা সর্বতাপসৈ রতিবন্দিতঃ ।

যুনিঃ পুণ্যশ্রবানাম কাশ্যপঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ১১৭ ॥

পিতা তস্যাতবচ্ছিবঃ শতরুদ্রীয়মুক্তমং ।

শ্রাবয়ন্ দেবদেবেশং বিশ্বেশং ভক্তবৎসলং ॥ ১১৮ ॥

তস্মৈ প্রপন্নো ভগবান্ পার্শ্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।

চতুর্দশ্যামর্করাত্রে প্রত্যক্ষঃ প্রদদৌ বরং ॥ ১১৯ ॥

ত্বৎপুত্রো ভবিতা দেবকৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ ।

উপনীয়াৎসমে তস্মৈ দেয়ঃ সিদ্ধমনুস্বরং ॥ ১২০ ॥



উপবিশ্যৈকবিংশার্ণো যো ময়া তে নিগদ্যতে ।  
 বিদ্যা গোপালনামায়ং মন্ত্ৰো বাক্‌সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১২১ ॥  
 এতৎসাধকজিহ্বাশ্রেণী লীলাচরিতমদ্ভুতং ।  
 অন্তরং স্ফূর্ত্তিমায়াতি স্বয়মেব রসপ্রদং ॥ ১২২ ॥  
 কামমায়ারমাহূর্চ মেন্দ্রদামোদরোজ্জ্বলাঃ ।  
 মধ্যে দশাক্ষরং প্রোচ্য পুনস্তত্রৈব নির্দিশেৎ ॥  
 দশাক্ষরোক্তধ্যান্যাতি ধ্যানং চাস্ম ত্রবীম্যহং ॥ ১২৩ ॥  
 পূর্ণায়ুতনিধেমধ্যে দীপং জ্যোতির্ময়ং স্মরেৎ ।  
 কালিন্দ্যা বেষ্টিতং তত্র ধ্যায়েদ্ধৃন্দাবনং বনং ॥ ১২৪ ॥  
 সর্বভুকুমুদ্রাবিজ্ঞমক্লীভিরারুতং ।  
 মটনুমত্তশিখিত্রাতং গায়ৎকোকিলষট্‌পদং ॥ ১২৫ ॥  
 তস্য মধ্যে বসত্যেকঃ পারিজাততরুর্মহান্ ।  
 শাখোপশাখাবিস্তারৈঃ শতযোজনমূন্নতঃ ॥ ১২৬ ॥  
 তলে তস্ম্যতিবিমলে পরীতো ধেনুমণ্ডলং ।  
 তদন্তর্মণ্ডলং গোপবালানাং বেণুশৃঙ্গিণাং ।  
 তদন্তরেতু রুচিরং মণ্ডলং ত্রজমুক্রবাং ॥ ১২৭ ॥  
 গন্ধোপায়নপানীনাং মদবিহ্বলচেতসাং ।  
 কুতাঞ্জলিপুটানান্তু মণ্ডলং শুক্রবাসমাং ॥ ১২৮ ॥  
 শুক্রাভরণভূষণাং প্রেমবিহ্বলিতাত্মনাং ।  
 চিস্তয়েৎ শ্রুতিকন্যানাং গৃণতীনাং নিজপ্রিয়ং ॥ ১২৯ ॥  
 রত্নবেদ্যাং ততো ধ্যায়েদ্বহলাস্তরণে হরিং ।  
 উরৌ শয়ানং রাধায়াঃ কদলীকাননাস্তরে ॥ ১৩০ ॥  
 তদ্বক্তৃচন্দ্রং সুস্মেরং বীক্ষ্যমাণং মনোহরং ।  
 কিঞ্চিদ্রঞ্জিতবামাঙ্জি বেষুযুক্তেনপানিমা ॥ ১৩১ ॥  
 বামেনালিঙ্গ্য দয়িতাং দক্ষিণং চিবুকং স্পৃশন্ ।

মহামরকতাতাসং মৌক্তিকচ্ছায়মেব বা ॥ ১৩২ ॥  
 পুণ্ডরীকপলাশাকং পীতনির্মলবাসসং ।  
 বর্হভারলসংশীর্ষং যুক্তগাহারমহোরসং ॥ ১৩৩ ॥  
 গণ্ডপ্রাস্তুলসংচারুমকরাকৃতিকুণ্ডলং ।  
 আপাদতুলসৌমালং কঙ্কণাঙ্গদভূষণং ॥ ১৩৪ ॥  
 সুপুৰৈ সুদ্রিকান্তিচ্চ কাঞ্চ্যাচ পরিমণ্ডিতং ।  
 সুকুমারমমুধ্যায়েৎ কিশোরবয়সাব্বিতং ॥ ১৩৫ ॥  
 পূজা দশাকরোক্তৈব বেদ লক্ষপুৰস্ত্রিয়া ।  
 ইত্যুক্তাস্তর্দধে দেবো দেবীচ গিরিজা মতী ॥ ১৩৬ ॥  
 যুনিরাগত্য পুত্রায় তথৈবোপাদিদেশহী  
 পুণ্যশ্রবাস্ত তন্নান্নগ্রহণাদেব কেশবং ।  
 বর্ণয়ামাস বিবিধৈর্জিহ্বাগ্রাতিথিভিঃ স্বয়ং ।  
 রূপলাবণ্যবৈদক্যাসৌন্দর্য্যাদৈ্য রমুক্ষণং ॥ ১৩৭ ॥  
 তদা কৃষ্ণমনা বালো নির্গত্য স্বগৃহান্ততঃ ।  
 বায়ুভক্ষ স্তপ স্তেপে কণ্পানামযুতায়ুতং ।  
 তদন্তে গোকুলে জাতা গোপালস্য গৃহে স্বয়ং ॥ ১৩৮ ॥  
 লবঙ্গা ইতি তন্নামা কৃষ্ণেজিতনিরীক্ষণা ।  
 মুখমার্জ্জনবস্ত্রঞ্চ যন্ত্য হস্তে প্রদৃশ্যতে ।  
 ইতি তে কথিতং কিঞ্চিৎ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াসিকে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

## গণমোহ্যায়

ঈশ্বর উবাচ ।

যস্তুরা পৃষ্ঠ মাশ্চর্যং তন্নাহং গদিতুং ক্ষমঃ ।  
ত্রৈলোক্যে যত্র মুহুর্ন্তি তত্র কো বা ন মুহুতি ॥ ১ ॥  
তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি মহুক্তং পরমর্ষণা ।  
মহারাজ শ্চায়রীষো বিমুক্তকঃ শিবান্বিতঃ ॥ ২ ॥  
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য সমাসীনং জিতেন্দ্রিয়ং ।  
রাজা প্রণম্য তুষ্ঠাব বেদব্যাসং বিবিৎসরা ॥ ৩ ॥

রাজোবাচ ।

বেদব্যাস মহাভাগ সর্বজ্ঞ পুরুষোত্তম ।  
ত্বং মাং সংসারদুষ্পারে পরিত্রাতু মিহা হসি ॥ ৪ ॥  
বিষয়েভ্যো বিরক্তোহস্মি নমস্তেভ্যো নমস্মিনং ।  
যত্ত্বৎপদ মমুদ্বিগ্নং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ॥ ৫ ॥  
পরং পরাকাশরূপ মনাকাশ মনাময়ং ।  
তৎ সাক্ষাৎকৃত্য মুনয়ো ভবাত্তোষিৎ তরস্ত্যত ।  
তত্রাহমমলাং নিত্যং কথং গতি মবাপুয়াং ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

অতিপৃষ্ঠং ত্বরা শুশ্রুং যন্নয়া ন শুকং প্রতি ।  
গদিতং স্বনুতং কিম্ব ত্বাং বক্ষ্যামি হরিপ্রিয় ॥ ৭ ॥  
আসীদিদং পরং বিশ্বং যত্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিতং ।  
অব্যাকৃতং যদগুধিতং তজস্ব শ্বেচ্ছয়া নৃপ ॥ ৮ ॥  
ময়া পূর্বং তপস্তপ্তং বহুবর্ষমহস্রকং ।

ফলমূলপাশাম্বুবাষ্মাহারনিষেবিনা ॥ ৯ ॥

ততো মামাহ ভগবান্ স্বধ্যাননিরতং হরিঃ ।

কস্মিন্নর্থে চিকীর্ষা তে বিবিৎসা বা মহামতে ॥ ১০ ॥

সুপ্রসন্নো ব্রহ্মীষ ত্বং বরঞ্চ বরদর্শনাৎ ।

মদর্শনাস্তঃ সংসার ইতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১১ ॥

ততোহহ মক্রবং হৃষ্টঃ পুলকোৎফুল্লবিগ্রহঃ ।

ত্বামহং দ্রেক্ষুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসুদন ॥ ১২ ॥

যত্ত্বং সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনি জগৎপতিঃ ।

বসন্তং বেদশিরসি চাক্ষুষং নাথ মেহস্ততং ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

ব্রহ্মণৈক পুরা পৃষ্ঠঃ প্রার্থিতশ্চ যথা পুরা ।

যদবোচমহং তস্মৈ তত্তুভ্য মপি কথ্যতে ॥ ১৪ ॥

মামেকে প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষঞ্চ তথেশ্বরং ।

ধর্মমেকে ধনশৈল্যকে মোক্ষমেকেহ কুতোভয়ং ॥ ১৫ ॥

শূন্যমেকে ভাবমেকে পরমার্থ মথাপরে ।

দৈবমেকে দেবমেকে গৃহমেকে মনঃ পরে ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধিমেকে কালমেকে শিবমেকে সদাশিবং ।

অপরে বেদশিরসি স্থিতমেকং সনাতনং ॥ ১৭ ॥

সস্তাবং বিক্রিয়াহীনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।

যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ সর্বকালেষু বঞ্চিতাঃ ॥ ১৮ ॥

কোহপি বেদ পুমান্ লোকে মদনুগ্রহভাজনঃ ।

পাশ্চাদ্য দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং ॥ ১৯ ॥

ততোহপশ্য মহং ভূপ বালং বালানুজপ্রভং ।

গোপকন্যারতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈঃ ॥ ২০ ॥

কদম্বমূলমাসীনং পীতবাসসমদ্ভুতং ।

বনং বৃন্দাবনং নাম নবপল্লবমণ্ডিতং ॥ ২১ ॥

কোকিলজমরারাবমনৌভবমনৌহরং ।

নদীমপশ্যং কালিন্দী মিন্দীকরদলপ্রভাং ॥ ২২ ॥

গোবর্দ্ধনং তথাশশ্যং কৃষ্ণরামকরোদ্ধৃ তং ।

মহেন্দ্রদর্পনাশায় গোমোপালসুখাবহং ॥ ২৩ ॥

দৃষ্ট্বা বিভূষণোহুভবং সর্বভূষণভূষণং ।

গোপাল মথলাসঙ্গমুদিতং বেণুনাদিতং ॥ ২৪ ॥

ততো মায়াহ ভগবান্ বৃন্দাবনবচঃ স্বয়ং ।

যদিদং মে জয়া দৃষ্টংরূপং দিব্যং স্নাতনং ॥ ২৫ ॥

নিষ্কলং নিষ্কিরং শান্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।

পূর্ণং পদ্মপলাশাকং নাতঃ পরতরং মম ॥ ২৬ ॥

ইন্দ্রমের বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণং ।

সত্যং ব্যাপি পরানন্দচিদমং শাস্তং শিবং ॥ ২৭ ॥

নিভ্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ।

যমুনা গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥ ২৮ ॥

মমাবতারো নিত্যোহয় মত্র মাংসংশয়ং কৃষ্ণাঃ ।

মমেচ্চা হি সদা রাধা সর্বজ্ঞোহুং পরাৎপরঃ ।

ময়ি সর্বমিদং বিশ্বং ভাতি মায়াবিজৃম্বিতং ॥ ২৯ ॥

ততোহুহমক্রমং দেবং জগৎকারণকারণং ।

কাশ্চ গোপ্যশ্চ কে গোপা বৃক্ষোহয়ঃ কীদৃশো মতঃ ॥ ৩০ ॥

বনং কিং কোকিলাদ্যাশ্চ নদী কেরং গিরিশ্চ কঃ ।

কৌহমৌ বেণুর্কহাভাগো লোকানন্দকভাজনুঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্নাই মাং প্রীতঃ প্রসন্নবদনামুজঃ ।

গোপাশ্চ শ্রুতয়ো জেয়া বেদজা গোপকন্যকাঃ ॥ ৩২ ॥

দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মাম্ব্যাঃ কথঞ্চন ।

गोपाला मुनयः सर्वे वैकुण्ठानन्दमूर्तयः ॥ ७७ ॥

कम्पायकः कदम्बो हर्यः परिमानन्दताजनः ।

वनमानन्दकम्पाथः महापातकमाशनः ॥ ७८ ॥

समस्तं दुःखसंहर्तुं महापातकिनामपि ।

सिद्धाः साध्याश्च गङ्गर्वाः कोकिलाद्या न संशयः ॥ ७९ ॥

चिदानन्दमयी साक्षात् वसुना यमतीतिभूः ।

अनादिहरिदासो हर्यः भूधरो नात्र संशयः ॥ ८० ॥

वेणु र्षः शूणु त्वं विप्र तवापि विदितः तथा ।

द्विज आसीच्छास्त्रमनाः कृतघातुपनादिभिः ॥ ८१ ॥

नाम्ना देवत्रतो दन्तिः कर्मकाण्डविशारदः ।

अवैश्वर्यजनत्रातमथावर्ती क्रियागुरुः ॥ ८२ ॥

एकदापि न श्वाव यजेतशोहस्तीति भूपातेः ।

तश्चगेहमथाभ्यागाद्वेदास्तु कृतनिश्चयः ॥ ८३ ॥

मदुक्तः कोहपि पूजां मे तुलसीदलवारिणा ॥

कृतवांस्तु गृहे किञ्चिद् फलमूलं न्यवेदयत् ॥ ८४ ॥

स्नानवारि फलं किञ्चिद् तस्मै प्रीत्या ददौ सुधीः ॥

अश्रद्धया सिद्धं कृत्वा सोऽप्यगुह्याद्विजम्बनः ॥ ८५ ॥

तेन पापेन संजातं वैशुद्धमतिदारुणं ।

तेन पुण्येन तश्चार्थं मदीयप्रियतां गतः ॥ ८६ ॥

अधुना सोऽपि राजैव केतुमाले विराजते ।

शुगास्तु विष्णुपरो भूत्वा त्रकृत्य माप्स्यति ॥ ८७ ॥

अहो न ज्ञानसिद्धिं नरां दुराशयाः

पुरीः मदीयां परमां सनातनीं ।

अरेन्द्रनागेश्वरुनीश्वरसंस्तुतां

मनोरमां तां मथुरां गुरुराकृतां ॥ ८८ ॥

কাষ্ঠাদয়ো বদ্যপি সস্তি পূৰ্ণাঃ

তামান্তু মধ্যো মথুরৈর্ন ধন্যা।

যা জন্মকৌত্ত্বিতম্বৃত্তাদারৈ

নৃণাং চতুর্ধা বিদধাতি যুক্তিং ॥ ৪৫ ॥

যদা বিশুদ্ধা বিষয়াদিনা জুনাঃ

শুভাশয়াধ্যানধরা নিরন্তরং।

তদৈব পশ্যন্তি মনোরমাং পুরীং

নচানুধা কল্পশতৈ দ্বিজৈত্তম ॥ ৪৬ ॥

মথুরাবাসিনো ধন্যা মান্যা অপি দিবৌকমাং

অপ্ৰম্যমহিমানস্তে সর্ব এব চতুর্ভুজাঃ ॥ ৪৭ ॥

মথুরাবাসিনাঃ যেতু দোষং পশ্যন্তি মানবাঃ।

তেষু দোষং নু পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুমহত্ৰদং ॥ ৪৮ ॥

অধন্যা অপি তে ধন্যা মথুরাং যে স্মরন্তি তাং।

যত্র ভুতেশ্বরো দেবো মৌকদঃ প্রাণিনামপি ॥ ৪৯ ॥

মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবভুতেশ্বরঃ পরঃ।

যঃ কদাপি মম প্রীতৈ ন সংত্যজতি জাং পুরীং ॥ ৫০ ॥

ভুতেশ্বরং যো ন নমেৎ ন পূজয়েৎ

নবা স্মরেদ্ কুরিতানি হব্যনু।

নৈবং স পশ্যেৎ মথুরাং মদীরাং

স্বয়ং প্রকাশাং পরদৈবতাখ্যাং ॥ ৫১ ॥

কপৎ বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।

যো মদীরং পরং ভক্তং শিবং স পূজয়েন্নহি ॥ ৫২ ॥

মদীরামোহিতধিয়ঃ প্রারন্তে মানবাধমাঃ।

ভুতেশ্বরং নো নমন্তি ন স্মরন্তি স্তবন্তি যে ॥ ৫৩ ॥

বালকঃ পিঞ্জরো যত্র তদারাদনতৎপরঃ।

প্রাপ স্থানং পরং শুদ্ধং যন্ন ভুক্তং পিতামহৈঃ ॥ ৫৪ ॥  
 তাং পুরীং প্রাপ্য মথুরাং মনীষীণাং সুহৃদ্ব্রজাং  
 খঞ্জো ভূহাক্ককো বাপি প্রাণানৈব পরিত্যজেৎ ॥ ৫৫ ॥  
 বেদব্যাস মমাংশস্তং না কৃৎশাঃ সংশয়ং ক্ৰচিৎ ।  
 রহস্যং বেদশিরসি যন্ময়াতে প্রকাশিতং ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে ত্রৈয়াসিকৈ

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

একদা রহসি-শ্রীমানুক্রবো ভাবৎপ্রিয়ঃ ।  
 মনংকুমার মেকাশু মপৃচ্ছৎ পার্ষদং প্রভোঃ ॥ ১ ॥  
 যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো নিত্যং নিত্যসুখাম্পদে ।  
 গোপাঙ্গনাতি স্তংস্থানং কুত্র বা কদৃশং পরং ॥ ২ ॥  
 তত্তৎক্রীড়িতব্রভান্ত মন্যতত্তদ্বদন্তু তং ।  
 জাতশ্চেদ্বদ তৎসর্বং স্নেহো মে যদি বর্ততে ॥ ৩ ॥

শ্রীমনংকুমার উবাচ ।

কদাচিত্তু মগন্যান্তে কমলাপি চ তরোস্তলে ।  
 সুরতেনোপবিষ্টেন ভগবৎপার্ষদেন বৈ ॥ ৪ ॥  
 তত্রৈবোপস্থিতে খিলে পার্শ্বেনচ মহাত্মনা ।  
 কৃষ্ণকৃতঞ্চ যদ্যত্র তৎ প্রত্যঙ্গাৎ কথিতং ময়ি ॥ ৫ ॥  
 তন্তেহহং কথয়াম্যেতৎ শৃণু সাবহিতঃ পরং ।  
 কিস্তেহহং যত্র কুত্রাপি ন প্রকাশ্যং কথঞ্চন ॥ ৬ ॥



অর্জুন উবাচ

কঙ্করাদৈঃ স্তথা তৈকরদৃষ্টে মন্ত্রতঞ্চ যৎ ।  
 সর্বমেতৎ কৃপাশোভাধে কৃপয়া কথিতং পরং ॥ ৭ ॥  
 কিন্তু যাঃ কথিতাঃ পূর্ষ মাভীর্য়স্তব বল্লভাঃ ।  
 তাস্তাঃ কতিবিধা দেব কতিবা সংখ্যায়া পুনঃ ॥ ৮ ॥  
 নামানি কতি বা তাসাং কা বা কুত্র ব্যবস্থিতাঃ ।  
 কা সীমা কানি কর্মানি বয়ো বৈশিষ্ট্য কঃ প্রভো ॥ ৯ ॥  
 তাভিঃ সর্দ্বং ক বা দেব বিহরিষ্যস্যহর্নিশং ।  
 নিত্যং নিত্যমুখে নিত্যবিভুবে চ বনে বনে ॥ ১০ ॥  
 তৎস্থানং কীদৃশং কুত্র শাশ্বতং পরমং মহৎ ।  
 কৃপা চেতাঙ্গী তন্মে তৎ সর্বং বক্তু মর্হসি ॥ ১১ ॥  
 শব্দপৃষ্ঠং মুরাপ্যেবে মন্যস্ত যত্র হ স্তব ।  
 আর্তীর্তিহ্মহাভাগ তৎসর্বং কথয়িস্বসি ॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥

তৎস্থানং বল্লভা, স্তামে বিহার স্তাদৃশো মম ।  
 অপি প্রাণসমানানাং সত্যং পুংসামগোচরং ॥ ১৩ ॥  
 কথিতে দ্রষ্টু মুংকৃণা তব বৎস ভবিষ্যতি ।  
 রমাদীনামদৃশ্যং তৎ কিং পুনঃ পুংজনস্য বৈ ।  
 তন্মাদ্বিরম বহুমেতঃ কিমু তেন বিনা তব ॥ ১৪ ॥  
 এবং ভগবতস্তস্য শ্রদ্ধা বাক্যং সুদারুণং ।  
 দীনঃ পদামুর্জহ্মে দণ্ডবৎ পতিতোহর্জুনঃ ॥ ১৫ ॥  
 ততো বিহস্য ভগবান্ দোর্ভ্যামুখাপ্য তং বিভুঃ ।  
 উবাচ পরমশ্রেয়া ভক্তায় ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৬ ॥  
 তৎকিং তৎ কথেনেনাথ দ্রষ্টব্যক্ষেপমা হি যৎ ।  
 যস্যং সর্বং সন্তুৎপন্নং যস্যামদ্যাপি তিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

লয়মেঘাতি-তাং দেবীঃ শ্রীমন্ত্রিপূরস্করীং ।  
 আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা তেষু চেদং নিবেদয় ॥ ১৮ ॥  
 তাং বিনৈতৎ পদং দাতুং ন শক্কামি কদাচন ।  
 শ্রুত্বৈতৎ ভগবদ্বাক্যং পার্থো হর্ষপরাকুলঃ ॥ ১৯ ॥  
 শ্রীমত্যাম্বুপুরাদেব্যা যত্রাস্তে পাণ্ডুকাতলং ।  
 তত্র গত্বা-দদর্শৈতাং শ্রীচিন্তামনিবেদিকাং ॥ ২০ ॥  
 নানারস্তু বিচিত্রৈশ্চ সোপানৈরুপাশোভিতাং ।  
 শ্রুত্বৈশ্চ কোকিলৈশ্চৈব শারিণ্যভিঃ কপোতকৈঃ ॥ ২১ ॥  
 লীলাচকোরটকরন্যৈঃ পক্ষিভিঃচ নিনাদিতাং ।  
 যত্র শুভ্রমদ্ভুং ককোলাহলসমাকুলাং ॥ ২২ ॥  
 মণিভি ভাস্বরৈ রুদ্রদালবালমনোহরং ।  
 শ্রীরত্নমন্দিরং চিত্রং তলে তস্য মহাদ্ভুতং ॥ ২৩ ॥  
 রত্নসিংহাসনং তত্র মহার্ঘমতিশোভনং ।  
 তত্রবার্গকমঙ্কশাং নানালঙ্কারভূষিতাং ॥ ২৪ ॥  
 নবযৌবনসম্পন্নং শূন্যপাশধনুঃশরৈঃ ।  
 রাজচ্তুভূজলতাং সুপ্রসন্নং মনোহরং ॥ ২৫ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিকিরীটমণিরশ্মিতং ।  
 বিরাজিতপদাস্তো জমনিমাদিভিরারুতাং ॥ ২৬ ॥  
 প্রসন্নবদনাং দেবাং স্বরদাং ভক্তবৎসলাং ।  
 অর্জুনোহহমিতি জাত্বা প্রণম্যচ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥  
 বিহিত্রঞ্জলিরেকান্তে স্থিতা ভক্তিপরাস্বিতঃ ।  
 ততস্তাস্মপ্সিতং জাত্বা প্রসন্নাদ কৃপানিধিঃ ।  
 উবাচ কৃপয়া দেবা তন্তুং স্মরণবিহ্বলা ॥ ২৮ ॥  
 শ্রীভগবতুবাচ ।  
 কিং বা দানং ত্বয়া বৎস কৃত্বং পাত্ৰান্ হুল্লভং ।

इष्टं यजेन्न केनात्र तपो वा किमर्चितं ॥ २९ ॥

भगवतामला भक्तिः का वा सा समुपाज्जिता ।

किं वा सुदुर्लभं चात्र कृतं कर्म शुभं महत् ॥ ३० ॥

प्रसादस्त्वयि येनायं प्रसन्नोऽसि मुदा किल ।

गुणातिगुणान्मूलश्या भगवता कृतः ॥ ३१ ॥

नैतादृग् मर्त्यालोकानां नवाः भूतलवासिनां ।

स्वर्गिणां देवतादीनां तपस्वीश्वरयोगिनां ॥ ३२ ॥

भक्तानां नैव गर्हेषां नैव नैव च नैव च ।

प्रसादस्तु कृते वा वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ३३ ॥

तदेहि भज वसुधैव कुलकुण्डं मया मया ।

सर्वकामप्रदा देवी ह्यनन्ता महिमाया ॥ ३४ ॥

तत्रैव विधिवत् स्नात्वा क्रतुमाग्यतामिह ।

तदैव तत्र गत्वासौ स्नात्वा पार्थ सुखा गतः ॥ ३५ ॥

आगतं तं कृतस्नानं न्यासमुद्रार्चनादिकं ।

कारयित्वा ततो देव्या तस्य वै दक्षिणशततो ॥ ३६ ॥

सद्यःसिद्धिकरी बाला विद्या निगदिता परा ।

हरारार्द्धपराद्धीर द्वितीया विन्दु भाषिता ॥ ३७ ॥

अनुष्ठानं पूजां जपं लक्ष्मणं च ।

कोरकैः करवीरानां प्रयोगस्तथा यथा ॥ ३८ ॥

निभृते तमुवाचेदं कृपया परमेश्वरी ।

अनेनैव विधानेन क्रियतां मनुष्यात्मनः ॥ ३९ ॥

ततो मयि प्रसन्नायां ममानुग्रहकारिण्यम् ।

ततस्तु तत्र गत्वा तेषां प्याधिकारो भविष्यति ॥ ४० ॥

इत्ययं नियमः पूर्वतः स्वयं भगवता कृतः ।

शर्तव्यमर्जुनसेन वदन्ता तां समर्चयन् ॥ ४१ ॥

ততঃ পূজাং কপটৈক্কৃত্বা দেবীং প্রসাদিতাং ।  
 কৃত্বা ততঃ শুভং হোমং স্নানঞ্চ বিধিনা ততঃ ॥ ৪২ ॥  
 কৃতকৃত্যমিবাশ্রয়ং প্রায়ঃপ্রাপ্তয়নোরথং ॥  
 করস্থানং সর্বসিদ্ধিঞ্চ স পার্থঃ সমপদ্যত ॥ ৪৩ ॥  
 তস্মিন্‌বসরে দেবী তমাগত্য স্মিতামনা ।  
 উবাচ বৎস গচ্ছ ত্বমধুনা তদ্রহোহনয়া ॥ ৪৪ ॥  
 ততঃ সমস্ত্রুয়ঃ পার্থঃ সমুখায় যুদাস্বিতঃ ।  
 অসংখ্য ইব পূর্ণাত্মা দণ্ডবত্তং ননামহ ॥ ৪৫ ॥  
 আত্মপুস্ত তয়া সাক্ষিৎ দেব্যা বয়স্যজ্জুনঃ ।  
 গতৌ রাধাপতিস্থানে সৌমি বেদৈরগোচরে ॥ ৪৬ ॥  
 ততঃ সততুপাদিষ্টৌ গোলোকাদুপরিস্থিতং ।  
 স্থিরবায়ুধ্বিতং নিত্যং সত্যং সর্বসুখাম্পদং ॥ ৪৭ ॥  
 নিত্যবন্দনং নাম নিত্যবাসমহোৎসবং ।  
 অপাশ্যৎ পরমং শুভ্যং পূর্ণং প্রেমরসাত্মকং ॥ ৪৮ ॥  
 তস্যাহি বচনাত্তস্মাদজ্জুনো বীক্ষ্য তদ্রহঃ ।  
 বিবশঃ পাতিতস্তত্র বিবুদ্ধপ্রেমবিকুলঃ ॥ ৪৯ ॥  
 ততঃ কৃষ্ণাং লক্ষ্মণং জ্যৈষ্ঠো দৌৰ্ভ্যা মুখাপিতস্তয়া ।  
 সাত্ত্বনাবচনৈস্তম্যাঃ কথঞ্চিৎ শৈশ্বর্যমাগতঃ ॥ ৫০ ॥  
 ততস্ততঃ কিমন্যং মে কর্তব্যং বিদ্যতে তব ।  
 ইতি তদর্শনোৎকণ্ঠাভরেণ তরলোহ ভবৎ ॥ ৫১ ॥  
 ততস্তয়া করে তস্য ধৃত্বা তৎপদদক্ষিণে  
 প্রদেশে স্বপ্রদেশে গাত্রাচৌক্তমিদং বচঃ ॥ ৫২ ॥  
 স্নানায় তৎ শুভং পার্থ বিশ ত্বং জলবিস্তরং ।  
 সহস্রদলপদ্মস্য সংস্থানং মধ্যকণিকং ॥ ৫৩ ॥  
 চতঃসরশ্চতুর্দার মাশ্চর্য্যকুলসুকূলং ।

অগ্যান্তরে প্রবিশ্যাথ বিশেষমিহ পশ্যসি ॥ ৫৪ ॥  
 এতস্য দক্ষিণে দেশে এষ চাত্র সরোবরঃ ।  
 মধুমাধ্বীকপানীয়ো নাম্না মলয়নির্বারঃ ॥ ৫৫ ॥  
 এতচ্চ কুমুমোদ্যানং বসন্তে মদনোৎসবং ।  
 কুরুতে যত্র গোবিন্দো বসন্তকুমুমোচিতং ॥ ৫৬ ॥  
 যত্রাবতারঃ কামস্ব স্বগত্যেব নিরন্তরং ।  
 ভবেৎ যৎস্মরণাদেব যুনেঃ শান্তঃ স্মরাঙ্কুরঃ ॥ ৫৭ ॥  
 ততোহস্মিন্ সরসি স্নাত্বা গত্বা পূর্বসরস্ভটং ।  
 উপস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৫৮ ॥  
 ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তস্মিন্ সরসি তজ্জলে ।  
 কঙ্কারকুমুমাত্তোজরত্ননীলোৎপলচ্যুতৈঃ ॥ ৫৯ ॥  
 পরাগৈঃ রঞ্জিতে মঞ্জুবাসিতে মধুপপূরিতে ।  
 পুলিনে কলহংসাদিনাদৈরান্দোলিতে ততঃ ॥ ৬০ ॥  
 রত্নাবদ্ধচতুস্তীরে মণিসোপানসুন্দরে ।  
 স্বচ্ছস্বচ্ছলস্নীরে মন্দালিকৃতরঙ্গিতে ॥ ৬১ ॥  
 মগ্নে জলান্তরে পার্শ্বে তত্রৈবাস্তদধে হৃথ সা ।  
 উথায় পরিভো বীক্ষ্য সত্রান্তামসহায়িনীং ॥ ৬২ ॥  
 সদ্যঃ শুদ্ধস্বর্ণবৎ শ্রীগৌরকান্ততনুলতাং ।  
 ক্ষুরৎকিশোরবর্ষীয়াং শরদিন্দুনিভাননাং ॥ ৬৩ ॥  
 সুনীলকুন্তলস্নিগ্ধবিলমদঘনকুণ্ডলাং ।  
 মিন্দুরবিন্দুকিরণপ্রাজ্বলালকপট্টিকাং ॥ ৬৪ ॥  
 উন্মীলদ্ভ্রলতাভঙ্গীজিতস্মরশরাসনাং ।  
 সনশ্যামলমল্লোলখেলল্লোচনধঞ্জনাং ॥ ৬৫ ॥  
 মণিকুণ্ডলনানাংশু বিক্ষুরৎ পাণ্ডুকুন্তলাং ।  
 সুদতীং চারুচিবুকাং বন্ধুকমধুরাধরাং ॥ ৬৬ ॥

কমুগ্ৰীবাং নাগহারবিভ্রাজকৃদয়োত্তরাং ।  
 কন্দপাণ্য স্তমক্ৰমসম্পূর্ণস্তনমণ্ডলাং ॥ ৬৭ ॥  
 যুগলিকোমলভ্রাজদাশ্চর্য্যভূজবল্লরীং ।  
 সদম্বুরুহগর্ভশ্রীচৌরশ্রীপাণিপল্লবাং ॥ ৬৮ ॥  
 বিদম্বরচিতস্বর্ণকটিমূত্রকৃতান্তরাং ।  
 কুজংকাঞ্চীকলাপাতবিভ্রাজজঘনম্বলাং ॥ ৬৯ ॥  
 ভুকুলাম্বরময়ীতনিতম্বতরুমম্বরাং ।  
 সিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরমুচারুপদপঙ্কজাং ॥ ৭০ ॥  
 ক্ষুরদ্বিবিধকন্দর্পকলাকৌশলশালিনীং ।  
 অনাহুতস্মিতমুখাবশীকৃতজগন্ড্রয়াং ॥ ৭১ ॥  
 সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বান্তরণভূষিতাং ।  
 আশ্চর্য্যললনাং শ্রেষ্ঠাং আত্মানঞ্চ ব্যলোকয়ৎ ॥ ৭২ ॥  
 বিসম্মায় চ যৎকিঞ্চিৎ পৌর্বেদেহিকমেব চ ।  
 মায়য়া গোপিকাপ্রাণনাথস্ম তদনন্তরং ॥ ৭৩ ॥  
 ততঃ কর্তব্যযুতা সা তস্মৈ তত্র সুবিস্মিতা ।  
 অত্রান্তরে হম্বরে ধীরো ধনিরাকস্মিকা হতবৎ ॥ ৭৪ ॥  
 জনেনৈব পথা মূত্র গচ্ছ পূর্বমরোবরং ।  
 উপম্পৃশ্য জলং তস্মৈ সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৭৫ ॥  
 তত্র সন্তি হি সখ্যন্তে মামীদ বরবর্ণিনি ।  
 তাহি সম্পাদয়িস্যন্তে তত্রৈব বরমীপ্সিতং ॥ ৭৬ ॥  
 ইতি দৈবীং গিরং শ্রেত্বা গত্বা পূর্বমরোহপি সা ।  
 নানা পূর্বপ্রভারঞ্চ নানা পক্ষিসমাকুলং ॥ ৭৭ ॥  
 ক্ষুরংকৈরবকহলাংকমলেন্দীবরাদিভিঃ ।  
 ভ্রাজিতং পদ্যরাগৈশ্চ বদ্ধসোপানসত্তটং ॥ ৭৮ ॥  
 বিবিধকুমুদ্যোদ্যানে মঞ্জুকুঞ্জলুভাজমৈঃ ।

বিরাজিত চতুস্তীর মুপম্পৃশ্য স্থিতা ঋণং ।  
 অত্রান্তরে ঋণং কাঞ্চীমঞ্জু মঞ্জীরশিঞ্জিতং ।  
 কঙ্কণানাং রণং কারং সত্রীবোংকর্ণমুজ্জ্বলং ॥ ৭৯ ॥  
 ততশ্চ প্রমদারুন্দমাশ্চর্য্যাশ্চর্য্যবৌবনং ।  
 আশ্চর্য্যালঙ্কতিন্যাস মাশ্চর্য্যাকরভাষিতং ॥ ৮০ ॥  
 অদ্ভুতান্ধ মপূর্ব্ব শ্রীপ্রত্যঙ্গাশ্চর্য্যবিলম্বং ।  
 চিত্রমস্ত্রাবণং চিত্রহসিতালোকনাদিকং ॥ ৮১ ॥  
 মধুরাদ্ভুতলাবণ্যং সৰ্ব্বমাধুর্য্যসেবিতং ।  
 চিত্রন্যাসগতায়াত মাশ্চর্য্যকুলসঙ্কুলং ॥ ৮২ ॥  
 আশ্চর্য্যস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য মাশ্চর্য্যামুগ্ৰেহাদিকং ।  
 সৰ্ব্বাশ্চর্য্যসমুদয়মাশ্চর্য্যাপশ্যদদ্ভুতং ॥ ৮৩ ॥  
 দৃষ্ট্য়া তৎ পরমাশ্চর্য্যং চিন্তয়ন্তী হৃদাপি যৎ ।  
 পদাস্মুষ্ঠে নালিখন্তী ভুবং নত্রাননস্থিতা ॥ ৮৪ ॥  
 ততস্তামাং গণাং কাচিৎ দৃষ্টে নাক্ষঃ পরম্পরং ।  
 কেয়ং মদীয়জাতীয়া চিরেণ ন্যস্তকৌতুকা ॥ ৮৫ ॥  
 ইতি সৰ্ব্বাঃ সমালোক্য জ্ঞাতব্যোয় মিতি ঋণং ।  
 আমন্ত্র্য মন্ত্রণাবিদ্বাঃ কৌতুকাং প্রক্টুমাগতাঃ ॥ ৮৬ ॥  
 আগত্য তাসামেকা হি নাম্না প্রিয়ম্বদা মতা ।  
 গিরা মধুরয়া প্রীত্যা তামুবাচ মনস্বিনী ॥ ৮৭ ॥  
 কাসি ত্বং কস্য কন্যা বা কস্যত্বং প্রাণবল্লভা ।  
 জাতা কুত্রাথ কেনাস্মি ন্নানীতা বাগতা স্বয়ং ॥ ৮৮ ॥  
 এতচ্চ সৰ্ব্বমস্মাকং কথ্যতাং চিন্তয়ত্যলং ।  
 স্থানেহস্মিন্ পরমানন্দে কস্মাপি দুঃখমস্তি কিং ॥ ৮৯ ॥  
 ইতি স্পৃষ্ঠা তয়া সাতু বিনয়াভিনয়ং গতা ।  
 উবাচ সুস্বরং তামাং মোহয়ন্তী মনাংমিচ ॥ ৯০ ॥

## শ্রীঅৰ্জুনীয়োবাচ ।

কাবাম্মি কস্য বা কন্যা প্রজাতা কস্য বল্লভা ।

অনীতা কেন বা চিত্রে কিম্বার্থং স্বয়মাগতা ॥ ৯১ ॥

এতৎ কিঞ্চিন্ন জানামি দেবী জানাতি তদ্ব্রতঃ ।

কথ্যতাং শ্রয়তাং তন্মে তদ্বাক্যে প্রত্যয়ো যদি ॥ ৯২ ॥

অশ্চৈব দক্ষিণে পাশ্বে একমন্তি সরোবরং ।

তত্রাহং স্নাতুমায়াতা জাতা তত্রৈব চ স্থিতা ॥ ৯৩ ॥

বিস্ময়োৎকণ্ঠিতা সাহং পশ্যন্তী পরিতো দিশঃ ।

এবমাকশবচনমহমাশ্চর্যমশ্রবং ॥ ৯৪ ॥

অনেনৈব পথা সূক্র গচ্ছ পূৰ্বসরোবরং ।

উপাস্পৃশ্য জলং তস্য সাধয়স্ব মনোরথং ॥ ৯৫ ॥

তত্র সন্তুহি সখ্যন্তে মাসীদ বরবর্ণিনি ।

তাহি সম্পাদয়িষ্যন্তি তত্রতে মনসেপ্সিতং ॥ ৯৬ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তুস্য তস্মাদত্র সমাগতঃ ।

বিষাদহর্ষপূর্ণাত্মা চিন্তাকুলমমাকুলা ॥ ৯৭ ॥

আগতাস্য জলং স্পৃষ্ট্বা নানাবিধশুভধ্বনিং ।

অশ্রুবঞ্চ ততঃ পশ্চাদপশ্যঃ ভবতীঃ পরাঃ ॥ ৯৮ ॥

এতন্মাত্রং হি জানামি কায়েন মনসাপি বা ।

এতদেব ময়া দেব্যঃ কথিতং যদি রোচতে ॥ ৯৯ ॥

## প্রিয়ম্বদোবাচ ।

যৎকিঞ্চিৎ কথিতং সূক্র সত্যং সৰ্বং ন সংশয়ঃ ।

দৈবেন বচসা তেন অস্মাকন্তু সখী মতা ॥ ১০০ ॥

ইতি চানু গৃহীতা সা মন্ত্রবিধ্বস্তবিস্ময়া ।

পদয়োঃ পতিতা তস্যা উবাচ বিনয়াদিভিঃ ॥ ১০১ ॥

ভবতীভিঃ প্রসন্নভিঃ প্রসাদ শ্চেৎ কৃতো ময়ি ।



তৎপ্রফল্যং ময়া কিঞ্চিং ক্ষম্যব্যং চাপলং মম ॥ ১০২ ॥

অর্জুনীয়োবাচ ।

কা যুগং তনুজাঃ কেষাং ক জাতাঃ কস্য বল্লভাঃ ।

কিং নাগধেয়া স্তুৎ পূর্বং সম্যক্ কথয়তাখিলং ॥ ১০৩ ॥

প্রিয়ম্বদোবাচ ।

কাচিদোকুলনাথস্য রাধিকা প্রাণবল্লভা ।

সন্ত্যেব প্রাণমখ্যঃ স্মু তস্যা এব বয়ং শুভে ॥ ১০৪ ॥

বৃন্দাবনকলানাথবিহারদারিকাঃ সুখং ।

তা আত্মমুদিতা স্তেন ব্রজবালা ইমা মতাঃ ॥ ১০৫ ॥

এতাঃ শ্রেতিগণাঃ খ্যাতা এতাশ্চ মুনয়স্তথা ।

বয়ং বল্লভবালাহি কথিতান্তে স্বরূপতঃ ॥ ১০৬ ॥

তত্র রাধাপতেরঙ্গাণ্যপূর্বপ্রেমসীতমাঃ ।

নিত্যা নিত্যবিহারিণ্যো নিত্যকেলিভুবঃ পরাঃ ॥ ১০৭ ॥

ইয়ং পূর্ণরসাদেবী এষাচ রঙ্গবিহ্বলা ।

এষা রসালয়ানাম এষা চ রসবল্লরী ॥ ১০৮ ॥

রসপীযুষধামেয় মেঘা রসতরঙ্গিনী ।

রসকল্লোলিনী চৈষা ইয়ঞ্চ রসবাণিকা ॥ ১০৯ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী এষা ইয়ঞ্চানঙ্গমালিনী ।

মদয়ন্তী ইয়ং বালা এষা চ রসমম্বরী ॥ ১১০ ॥

ইয়ঞ্চ ললিতা নাম ইয়ং ললিতর্ষোবনা ।

অনঙ্গকুমুমা চৈব ইয়ং মদনমঞ্জরী ॥ ১১১ ॥

এষা কলাবতী নাম ইয়ং রতিকলা স্মৃতা ।

কলকণ্ঠীয়মজাস্মাদিঘং বালা রতোৎসুকা ॥ ১১২ ॥

এষাচ রতিমর্কস্বা রতিচিন্তামণিস্বমৌ ।

নিত্যাশ্চ কাশ্চিদেতাহি নিত্যপ্রেমরসপ্রদাঃ ॥ ১১৩ ॥

ଅତଃ ପରଂ ଶ୍ରୁତିଗଣା ଶ୍ରୀଷାଂ କାଞ୍ଚିଦିମାଃ ଶୂନ୍ୟ ।  
 ଉଦ୍ଗୀତା ରମଣୀୟତ୍ଵଂ କଳଗୀତା ମତା ତ୍ଵିୟଂ ॥ ୧୧୪ ॥  
 ଏଷା କଳସ୍ଵରା ଖ୍ୟାତା ବାଲେୟଂ କଳକର୍ତ୍ତ୍ତା ।  
 ବିପକ୍ଷୀୟଂ କଳପଦା ଏଷା ବହୁମତା ମତା ॥ ୧୧୫ ॥  
 ବହୁକର୍ମ୍ୟନ୍ମୁନିର୍ତ୍ତେଷା ଇୟଂ ବହୁଭୁବି ସ୍ମୃତା ।  
 ବହୁଶାଖା ଶ୍ରୁତା ଚୈଷା ବିଶାଖେୟଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ॥ ୧୧୬ ॥  
 ସୁପ୍ରୟୋଗତମା ଚେୟଂ ବିପ୍ରୟୋଗା ହ୍ରମୋ ମତା ।  
 ଏଷା ବହୁପ୍ରୟୋଗେୟଂ ଖ୍ୟାତା ବହୁକଳାବଳା ॥ ୧୧୭ ॥  
 ଇୟଂ କଳାବତୀ ଖ୍ୟାତା ମତା ଚୈଷା କ୍ରିୟାବତୀ ।  
 ଅତଃପରଂ ମୁନିଗଣା ଶ୍ରୀଷାଂ କତିପୟା ଇହ ॥ ୧୧୮ ॥  
 ଇୟ ମୁଦ୍ରୋତ୍ପା ନାମ ଏଷାଚ ସୁତପା ସ୍ମୃତା ।  
 ଏଷାପ୍ରିୟତ୍ଵତାନାମ ସୁତ୍ରତାଚ ଇୟଂ ମତା ॥ ୧୧୯ ॥  
 ସୁରେଥେୟଂ ମତା ବାଳା ସୁପାର୍ବେୟଂ ବହୁପ୍ରଦା ।  
 ରତୁରେଖା ତ୍ଵିୟଂ ଖ୍ୟାତା ମନିଶ୍ରୀବା ହ୍ରମୋ ମତା ॥ ୧୨୦ ॥  
 ଅପର୍ତ୍ତେଷା ସୁପର୍ତ୍ତେଷା ମତେଷାତୁ ସୁଲକ୍ଷଣା ।  
 ସୁଦତୀୟଂ ଶୁଣ୍ଠବତୀ ଏଷା ମୌକଲିନୀ ମତା ॥ ୧୨୧ ॥  
 ଏଷା ସୁଲୋଚନା ଖ୍ୟାତା ଇୟଂ ସୁମନାଃ ସ୍ମୃତା ।  
 ସୁଭଦ୍ରାଚ ସୁଶୀଳାଚ ସୁରତ୍ତିଃ ସୁଖଦାୟିକା ॥ ୧୨୨ ॥  
 ଅତଃପରଂ ଗୋପବାଳା ବୟମତ୍ରାଗତାସ୍ତୁ ଷାଃ ।  
 ତାମାସ୍ତୁ ପାରିଚୀୟତାଂ କାଚିଦସୁରୁହାନ୍ନା ॥ ୧୨୩ ॥  
 ଅମୋ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରିକେୟଂ ଶୁଭା ମତା ।  
 ଏଷା କାଞ୍ଚନମାଳେୟଂ କୁକୁମ୍ଭାଳାବତୀ ତଥା ॥ ୧୨୪ ॥  
 ଏଷା ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଚନ୍ଦ୍ରେଥେୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକାପ୍ୟମୋ ।  
 ଏଷା ଖ୍ୟାତା ଚନ୍ଦ୍ରମାଳା ମତା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀତ୍ଵିୟଂ ॥ ୧୨୫ ॥  
 ଏଷା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଚନ୍ଦ୍ରକଳେୟ ଯବଳା ସ୍ମୃତା ।

এষা চৈবহি সৌবর্ণমালেয়ং মণিমালিকা ॥ ১২৬ ॥  
 স্বর্ণপ্রভা সমাখ্যেযা শুদ্ধকাঞ্চনসন্নিভা ।  
 মতা শুভা মানিনীয়ং মালতীয় মিয়ং যুধী ॥ ১২৭ ॥  
 বাসন্তী নবমল্লীয় মনৌ শেফালিকা মতা ।  
 লবঙ্গিকেয়ং বিখ্যাতা এষা এলালতা মতা ॥ ১২৮ ॥  
 সৌগন্ধিকেয়ং কস্তুরী পদ্মিনীয়ং কুমুদতী ।  
 ঐষেবেয়ং রসালানৌ সুরসামধুমঞ্জরী ॥ ১২৯ ॥  
 রক্তেয় যুর্কশী চৈষা সুরেখা স্বর্ণরেখিকা ।  
 এষা কাঞ্চনমালেয়ং বসন্ততিলকা পরা ॥ ১৩০ ॥  
 এতাঃ পরিব্রতাঃ সর্বা পরিচেষাঃ পরা অপি ।  
 সহিতাভিঃ কিলৈতাভিঃ বিহরিষ্যসি ভামিনি ॥ ১৩১ ॥  
 এহি পূর্বসরস্তীরে তত্র তাং বিধিবৎ সখি ।  
 স্নাপয়িত্বা তু দাস্যামি মন্ত্রং সিদ্ধিপ্রদং তব ॥ ১৩২ ॥  
 ইতি প্রেয়াতু তাং নীত্বা স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ ।  
 বৃন্দাবনকলানাথপ্রিয়স্য মন্ত্রমুত্তমং ॥ ১৩৩ ॥  
 গ্রাহয়ামস সংক্ষেপাদীক্ষাবিধিপুরঃসরং ।  
 পরং বরুণবীজস্য বহুবীজপুরস্কৃতং ॥ ১৩৪ ॥  
 চতুর্থস্বরসংযুক্তং নাদবিন্দুবিভূষিতং ।  
 পুটিতং প্রণবাত্যাঞ্চ ত্রৈলোক্যে চাপি হূলভং ॥ ১৩৫ ॥  
 পরং গ্রহণমাত্রেন সর্কসিদ্ধিপ্রদায়কং ।  
 পুরশ্চর্য্যাবিধিফলং হোমসংখ্যাজপস্যচ ।  
 কুমুমাত্যাঞ্চ তৎসর্কং জপাদি কুপয়া ক্রমাৎ ॥ ১৩৬ ॥  
 তপ্তকাঞ্চনগৌরাজীং নানালঙ্কারভূষিতাং ॥ ১৩৭ ॥  
 আশ্চর্য্যরূপলাবণ্যাং সুপ্রসন্নাং বরপ্রদাং ।  
 কঙ্কারৈঃ করবীরৈশ্চ চম্পকৈঃ সুরসৌরুটৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

.সুগন্ধিকুসুমৈরনৈঃ সৌগন্ধিকসমম্বিতৈঃ ।  
 পাদ্যার্থ্যাচমনীরৈশ্চ ধূপদীপৈর্মনোহরৈঃ ॥ ১৩৯ ॥  
 নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সখিবন্দায়ুতৈর্শুদা ।  
 সম্পূজ্য বিধিবৎ দেবীং জপ্ত্বা লক্ষ্মিদং ততঃ ॥ ১৪০ ॥  
 সুত্বা চ বিষ্ণুনা স্তুত্বা ননাম দণ্ডবদ্ভুবি ।  
 ততঃ সৈবং স্তুত্বা দেবী নিমেষবিরছাতুরা ॥ ১৪১ ॥  
 পারিকম্প্য নিজাং ছায়াং মাময়াতিসমীহয়া ।  
 পার্শ্বৈথ প্রেয়সী তত্র স্থাপয়িত্বা বলাদিব ॥ ১৪২ ॥  
 সখীতিরারুতা কৃষ্ণা শুক্লৈঃ পূজাজপৈরিহ ।  
 স্তবৈর্ভক্ত্যা প্রণামৈশ্চ কৃপয়াবির্ভৎ তদা ॥ ১৪৩ ॥  
 হেমচম্পকবর্ণাতা বিচিত্রাভরণোজ্জ্বলা ।  
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গলাবণালালিত্যমধুরাকৃতিঃ ॥ ১৪৪ ॥  
 নিফলক্লশরৎপূর্ণকলানাথনিষ্ঠাননা ।  
 স্নিগ্ধযুক্তস্থিতালোকজগন্ময়মনোহরা ॥ ১৪৫ ॥  
 নিজয়া প্রভয়াত্যস্তং দ্যোত্যস্তী দিশো দশ ।  
 অত্রবীদপি সা দেবী বরদা ভক্তবৎসলা ॥ ১৪৬ ॥  
 দেব্যুবাচ ।  
 তৎসখীনং বচঃ সত্যং তেন ত্বঞ্চ প্রিয়া সখি ।  
 সমুত্তিষ্ঠ সমাগচ্ছ কামং তে সাধয়াম্যহং ॥ ১৪৭ ॥  
 সার্জ্জুনীয়া বচো দেব্যঃ শ্রেত্বা চাত্মনীনিতং ।  
 পুলকাক্ষিতযুক্তাস্তী বাম্পাকুলবিলোচনা ॥ ১৪৮ ॥  
 পপাত চরণে দেব্যঃ পুনশ্চ প্রেমবিহ্বলা ।  
 ততঃ প্রিয়মদাং দেবী সমুবাচ সখীমিমাং ॥ ১৪৯ ॥  
 পানৌ গৃহীত্বা মৎসঙ্গে সমাশ্রম্য সমানয় ।  
 ততঃ প্রিয়ম্বদা দেব্যো আজ্ঞয়া জাতসঙ্গয়া ॥ ১৫০ ॥

তাং তথৈব সমাদায় সঙ্গে দেব্যা জগাম হ ।  
 গন্ধোত্তরসরস্তীরে স্নাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১৫১ ॥  
 সঙ্কম্পাদিকপূর্ণন্তু পূজয়িত্বা যথাবিধি ।  
 শ্রীগোকুলকলানাথমন্ত্রং তস্মাঃ সুসিদ্ধিদং ॥ ১৫২ ॥  
 গ্রাহয়ামাস তাং দেবী কৃপয়া হরিবল্লভা ।  
 ঙ্গেস্তং গোকুলনাথস্য পূর্বং মোহনভূষিতং ॥ ১৫৩ ॥  
 সর্বসিদ্ধিপ্রদং মন্ত্রং সর্বতন্ত্রেষু গোপিতং ।  
 গোবিন্দেঙ্গিতবিজ্ঞানো দদৌ ভক্তিরসং মুদা ॥ ১৫৪ ॥  
 ধ্যানঞ্চ কথিতং তস্মৈ মন্ত্ররাজস্য মোহনং ।  
 উক্তঞ্চ মোহনে তন্ত্রে স্মৃতিরপ্যস্য সিদ্ধিদা ॥ ১৫৫ ॥  
 নীলোৎপলদলশ্যামং নানালঙ্কারভূষিতং ।  
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ধ্যায়ৈত্রাসরসাকুলং ।  
 প্রিয়মুদামুবাচেদং রহঃ সম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১৫৬ ॥

রাধিকোবাচ ।

অস্মা যাবৎ ভবেৎ পূর্ণং পুরাণচণ্ডমুত্তমং ।  
 তাবন্ধি পালয়িত্বাং ত্বং সাবধানং মহালিভিঃ ॥ ১৫৭ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ কৃষ্ণপাদামুরুহসন্নিধিং ।  
 ছায়ামাভুবামাভূদেহলীলাং বিধায়চ ॥ ১৫৮ ॥  
 তস্মৌ তত্র যথাপূর্বং রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা ॥ ১৫৯ ॥  
 তত্র প্রিয়মুদাদেশাৎ পদমম্বদলং শুভং ।  
 গোরোচনাভি নির্মাণ কুঙ্কুয়ৈরপি চন্দনৈঃ ।  
 এভিঃ সংমিশ্রিতং সিদ্ধিদায়কং সিদ্ধিনামকং ॥ ১৬০ ॥  
 লিখিত্বা মন্ত্ররাজেষু সুসিদ্ধং মন্ত্রমদ্ভুতং ।  
 কৃত্বা ন্যাসাদিকং চার্য্যপাত্রাণাপি যথাবিধি ॥ ১৬১ ॥  
 নানর্ভু সস্তবৈঃ পুষ্পৈঃ কুঙ্কুয়ৈরপি চন্দনৈঃ ।

ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈস্তানুৈল্লুখবাসনৈঃ ॥ ১৬২ ॥

বামালঙ্কারমাল্যৈশ্চ সম্পূজ্য নন্দনন্দনং ।

পরিবারৈঃ সমং সর্কৈঃ সায়ুধঞ্চ সবাহনং ॥ ১৬৩ ॥

স্তব্ধা শ্রাণম্য বিধিবৎ চেতসা শরণং যযৌ ।

ততো ভক্তিবশং দেবং যশোদানন্দনং প্রভুং ॥ ১৬৪ ॥

স্মিতাবলোকিতাপাঙ্গতরঙ্গসরসাত্মকং ।

পূর্বোত্তরে পুরস্তাৎ সা দদর্শ শ্রাণবল্লভং ॥ ১৬৫ ॥

ভূমৌ পপাতার্জুনীয়া পশ্যন্তী সর্বমদ্ভুতং ।

কৃষ্ণাৎ কথঞ্চিদুস্মায় শনৈরুন্মীল্য লোচনে ॥ ১৬৬ ॥

স্বদাশ্রুপুলকোৎকম্পভাবভারাকুলা মভী ।

দদর্শ প্রথমং তত্র স্থলং চিন্তামনোরথং ॥ ১৬৭ ॥

ততঃ কম্পতরুস্তত্র লসন্নরকতচ্ছদঃ ।

প্রবালপল্লবৈয়ুক্তঃ কোরকো হেমদণ্ডকঃ ॥ ১৬৮ ॥

স্ফাটিকালবালমূলঃ কামদঃ কামসম্পদাৎ ।

প্রার্থকাভীষ্টিফলদ স্তম্ভাধো রত্নমন্দিরং ॥ ১৬৯ ॥

রত্নসিংহাসনং তত্র তত্রাস্তদলপদ্মকং ।

শঙ্খপদ্মনিধী তত্র সব্যাপসব্যসংস্থিতৌ ॥ ১৭০ ॥

চতুর্দিশু যথাস্থানং সংস্থিতা কামধেনবঃ ।

পরিতো নন্দনোদ্যানং মলয়ানিলসেবিতং ॥ ১৭১ ॥

ঋতুনাং চৈব সর্কৈষাং কুসুমানাং মনোহরৈঃ ।

আমোদৈর্ বাসিতং সর্বং পরিতো রূপরঞ্জিতং ॥ ১৭২ ॥

মকরন্দকণার্ষিণীভলং সুমনোহরং ।

মকরন্দরসাস্বাদমত্তানাং ভৃঙ্গুষোষিতাং ॥ ১৭৩ ॥

রন্দানাং হৃঙ্কটৈঃ শশ্বৎ চিরং মুখরিতান্তরং ।

কলকণ্ঠী কপোতানাং সারিকাপ্তকষোষিতাং ॥ ১৭৪ ॥

অন্যান্যসংপত্রিকাস্তানাং কলনাদৈর্নির্নাদিতং ।  
 নৃত্যম্মত্তময়ূরাণামাকুলং স্মরবর্দ্ধনং ॥ ১৭৫ ॥  
 মন্দমারুতসংলাপজলোর্ম্মিকণশীতলং ।  
 লসৎকুম্মিতানেকশতক্রমশুশোভিতং ॥ ১৭৬ ॥  
 নানাচিত্রবিচিত্রাতং নানাদ্ভুতমহাদ্ভুতং ।  
 অথায়দলপদ্মেচ যোগপীঠায়ুকে শুভে ॥ ১৭৭ ॥ •  
 শ্রীগোবিন্দং সুখামীনং পূর্ণরাসরসায়ুকং ।  
 রসায়ুসেকসংযুফনীলাঞ্জনতমদ্যুতিং ॥ ১৭৮ ॥  
 সুস্মিকনীলকুটিলকষায়বাসিকুম্বলং ।  
 মদমত্তময়ূরোদ্যচ্ছিখণ্ডাবদ্ধচূড়কং ॥ ১৭৯ ॥  
 সঙ্গীতসর্কোপক্রমং কৃতপুষ্পাবতংসকং ।  
 নীলোৎপলাদিবিলসৎ কপোলাদর্শকর্ণিকং ॥ ১৮০ ॥  
 বিচিত্রতিলকোদ্দামকালশোভান্বিতাননং ।  
 তিলপুষ্পশুকপক্ষিচঞ্চুমঞ্জুলনাসিকং ॥ ১৮১ ॥  
 চারুবিষাধরং মন্দস্মিতদীপিতমম্মথং ।  
 বন্যপ্রসূনসঙ্কশর্গৈরেকমনোহরং ॥ ১৮২ ॥  
 মদোন্মত্তভ্রমদ্ভৃঙ্গীমহঅধুতভূষণং ।  
 সুরবজ্রপ্রভারাজহরুপীতাংশুকদ্বরং ॥ ১৮৩ ॥  
 মুক্তাহারস্ফুরদক্ষঃস্থলকৌস্তভশোভিতং ।  
 শ্রীবৎসলক্ষণং জানুলম্বিবাহুমনোহরং ॥ ১৮৪ ॥  
 গভীরনাভিপদ্যস্ত মধ্যমধ্যাতিসুন্দরং ।  
 সুজাতক্রমসদৃশসদূরুজানুমণ্ডলং ॥ ১৮৫ ॥  
 কঙ্কনাজদমঞ্জীরৈর্ভূষিতং ভূষণৈঃ পরৈঃ ।  
 পীতাংশুকসমাবিষ্টনিতম্বঘটনারকং ॥ ১৮৬ ॥  
 লাবণ্যৈরপি সৌন্দর্য্যৈর্জিতকোটিমনোভবং ।

বেণুপ্রবর্তিতৈ রাগৈর্গীতৈরপি মনোহরৈঃ ॥ ১৮৭ ॥

মোহয়ন্তং সুখান্তোধৌ মজ্জয়ন্তং জগজ্জয়ন্তং ।

প্রত্যঙ্গমদনাবেশধরং রাসরসাকুলং ॥ ১৮৮ ॥

চামরব্যজনং মাল্যং গন্ধচন্দনমেবচ ।

তাম্বুলং দর্পণং পানপাত্রচর্কিতপাত্রকং ॥ ১৮৯ ॥

অন্যৎ ক্রীড়ারতং যদ্যৎ কলয়ন্তীতি রাদধাৎ ॥ ১৯০ ॥

যথাস্থানং নিযুক্তাভিঃ পশ্যন্তীতি স্তুদিঙ্গিতং ।

তন্মুখান্তোজদত্তাঙ্কিচঞ্চলাভি রনুক্রমাৎ ॥ ১৯১ ॥

শ্রীমত্যা রাধিকাদেব্যা বামভাগে সমভ্রমং ।

আরাধয়ন্ত্যা তাম্বুল মর্পয়ন্ত্যা শুচিস্মিতং ॥ ১৯২ ॥

সমালোক্যার্জুনীয়াসৌ মদনাবেশবিহ্বলা ।

ততস্তাঞ্চ যথাজ্ঞাত্বা হৃষীকেশোহপি সর্ষবিৎ ॥ ১৯৩ ॥

তস্যাঃ পানিং গৃহীত্বৈবং সর্ষক্রীড়াবনাস্তরে ।

যথাকামং রহো রেমে মহাযোগেশ্বরো বিভুঃ ॥ ১৯৪ ॥

ততস্তস্যাঃ স্কন্ধদেশে প্ররুতভুজপল্লবঃ ।

আগত্য সারদাং প্রাহ পশ্চিমেহস্মিন্ সরোবরে ॥ ১৯৫ ॥

শীঘ্রং স্নাপয় তন্বঙ্গীং ক্রীড়াশ্রান্তাং শুচিস্মিতাং ।

ততঃ সা সারদা দেবী তস্মিন্ ক্রীড়াসরোবরে ॥ ১৯৬ ॥

স্নানং কুর্কিত্বাষাটেনাং সাচ শ্রান্তা তথাকরোৎ ।

জলাভ্যস্তরমগ্নাসৌ পুনরর্জুনতাং গতঃ ॥ ১৯৭ ॥

ঊতস্থৌ যত্র দেবেশঃ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠনায়কঃ ।

দৃষ্ট্বা তমর্জুনং দেবো বিষণ্ণং ভগ্নমানসং ॥ ১৯৮ ॥

মায়য়া পাণিনা স্পৃষ্ট্বা প্রকৃতং বিদধে পুনঃ ।

ধনঞ্জয় ত্বং মাসীদ ভবানু শ্রিয়সখো মম ॥ ১৯৯ ॥

ত্বৎসমো নাস্তি মে কোহপি রহোবিজ্জগতস্তয়ে ।



যদ্রেহস্যং ত্রয়াদৃষ্ট মনুভূতঞ্চ যৎ পুনঃ ॥ ২০০ ॥  
 কথ্যতে যদি তৎ কস্মৈ শপসে মাং তদাজ্জুন ।  
 ইতি প্রসাদ মাসাদ্য শপথে জাতনিশ্চয়ঃ ।  
 যযৌ হৃষ্টমনা স্তম্মাৎ স্বধামাদ্ভুতসংস্মৃতিঃ ॥ ২০১ ॥  
 ঈশ্বর উবাচ ।

ইতি তে কথিতং সৰ্ব্বং রহো যদেগাচরং মম ।  
 গোবিন্দস্য তথাচাস্ম্য কথনে শপথস্তব ॥ ২০২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈয়াক্ষিকৈ  
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

## সপ্তমোহধ্যায়

পার্স্বত্যাচ ।

বৃন্দাবনরহস্যঞ্চ বহুধা কথিতং বিভো ।  
 কেন পুণ্যবিশেষেণ নারদঃ প্রকৃতি ভবেৎ ॥ ১ ॥  
 ঈশ্বর উবাচ ।

এতদাশ্চর্য্যব্রতন্তু ময়া জিজ্ঞাসিতং পুরা ।  
 ব্রহ্মণা কথিতং শুভ্রং শ্রেতং কৃষ্ণমুখামুজাৎ ॥ ২ ॥  
 ময়াবক্তু মশক্যেত কথনোপকথঞ্চ বৈ ।  
 তদা ব্রহ্মা গমাহুর ঈশোহপ্যাজ্ঞাং প্রকুর্ষত ।  
 ত্রয়া যৎ কথিতং মহ্যং ক্রুহি তৎ পুনরেবচ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিমিদঞ্চাপি সূমহদ্মদায়ন্যং বিশাম্পতে ।  
 শ্রোতু মিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোহস্মি মে বদ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং ।

তত্র যে পশবঃ সাক্ষাৎ ক্কাঃ কীটা নরাধমাঃ ॥ ৫ ॥

যে বসন্তি মম ধিক্যং যুতা যান্তি মমান্তিকং ।

তত্র যা গোপপত্ন্যশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ॥ ৬ ॥

যোগিন্যস্তাত এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ ।

পঞ্চযোজন মেবং হি বনং মে দেহরূপকং ॥ ৭ ॥

কালিন্দীয়ং সূ যুমাখ্যা পরমায়ুতবাহিনী ।

যত্র দেবাশ্চ ভুতানি বর্তন্তে স্বস্বরূপতঃ ॥ ৮ ॥

সর্বতেজোময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ।

আবির্ভাব স্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে ॥ ৯ ॥

তোজোময় মিদং রম্য মদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ।

রহস্যং প্রেমভাবস্য বৃন্দারণ্যে যুগে যুগে ।

ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ ন দৃশ্যং চাক্ষিগোচরং ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ ।

এবং নানাবিধঃ প্রশ্নঃ ক্বতোহহং বৈ পুনঃপুনঃ ।

এতান্ বৈ শ্রাবয়িষ্যামি যথা প্রশ্নেন তত্ত্বতঃ ॥ ১১ ॥

শৌনকাদয় উবাচ ।

বৃন্দারণ্যরহস্যং হি যদুক্তং ব্রহ্মণা ত্বয়ি ।

তদস্মাকং সমাচক্ষু যদ্যস্মানু কৃপা তব ॥ ১২ ॥

নারদ উবাচ ।

কদাচিৎ সরযুতীরে দৃষ্টোহস্মাভিষ্চ গৌতমঃ ।

মনস্বীচ মহাদুঃখী চিন্তাকুলিতচেতনঃ ॥ ১৩ ॥

মাং দৃষ্ট্বা গৌতমো দেবঃ পপাত ধরণীতলে ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসেতি তমুচে. চাহমেবহি ।

কথং ভবান্ মহাদুঃখী প্রোচ্যতাং যদি রোচতে ॥ ১৪ ॥

গৌতম উবাচ ।

শ্রুতং তব মুখাদেব কৃষ্ণতত্ত্বমপীদৃশং ।

দ্বারকাখ্যং মথুরাখ্যং রহস্যং বহুশো ময়া ॥ ১৫ ॥

বৃন্দাবনরহস্যস্তু ন শ্রুতং ত্বনুখামুজাং ।

নাতো মে মনসি সৈহ্মর্য্যং কথিতং ত্বয়ি সদ্গুরো ॥ ১৬ ॥

নারদ উবাচ ।

ইদন্তু পরমং গুহ্যং রহস্যাতিরহস্যকং ।

পুরা মে ব্রহ্মণে প্রোক্তং কীদৃগ্ বৃন্দাবনোক্তবং ॥ ১৭ ॥

রহস্যং মম দেবেশ কথয়স্ব জগৎপিত ।

ইতি জিজ্ঞাসিতো ব্রহ্মা স্কণং মৌনী তদাভবৎ ॥ ১৮ ॥

অহমুক্তো মহাবিষ্ণুং গচ্ছ বৎস প্রিয়ো মম ।

ময়াপি তত্র গন্তব্যং ত্বয়া সহ ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্ত্বা মাং গৃহীত্বাচ গতং বিষ্ণুস্বধামনি ।

মহাবিষ্ণোর্টৈ কথিতং ময়োক্তং যৎ তদেবহি ॥ ২০ ॥

তচ্ছ্ৰু উত্বাচ মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভুবং সমাহ্বয়ৎ ।

তঞ্চাপ্যাদেশয়ামাস নীত্বা তং নারদং মুনিং ॥ ২১ ॥

স্বাপয়েমং মন্বিয়ুক্তঃ সরস্যমুতসংজ্ঞকে ।

মহাবিষ্ণুসমায়ুক্তঃ স্বয়ম্ভুর্মাং তথাকরোৎ ॥ ২২ ॥

তত্রামুতসরশ্চাহং নিমজ্য স্নানমাচরন্ ।

তৎক্ষণাৎ তৎসরঃপারে ষোড়শপং ততোহভবৎ ॥ ২৩ ॥

পাদাস্তুলনখাশ্রেণ লিখন্ চাহং বিমোহিতঃ ।

কোহহং কিং বা কৃতি বাস্যাদিতি চিন্তাসমাকুলঃ ॥ ২৪ ॥

তদা তত্র বেণুবীণানিনাদৈস্তুলংমহৎ ।

শ্রুতং সরস্তুটে বৎস সন্ত্রাঃ কাশ্চিচ্চ য়োষিতঃ ॥ ২৫ ॥

বেণুবীণাবাদ্যমানা নৃত্যগীতপারায়ণাঃ ।

সৰ্ব্বালক্ষ্মীসমাস্তাস্তু বিস্মিতোহ হৃৎ সুচ্ছিতঃ ॥ ২৬ ॥

মাং দৃষ্ট্বা তাঃ সমায়ান্তি পৃচ্ছন্তি চ পুনঃ পুনঃ ।

কং ত্বং কুতঃ সমায়াতা কথং বা বিস্মিতা হি চ ॥ ২৭ ॥

তাসাং প্রিয়কথাং শ্রুত্বা ময়োক্তং তন্নিশাময় ।

কুতঃ কোহহং সমায়াতঃ কথং বা যোষিদাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥

স্বপ্নবদৃশ্যতে সৰ্বং কিম্বা যুক্তাস্মি ভুতলে ।

তৎশ্রুত্বা প্রণয়াদেবী প্রোবাচ মধুরং স্বরৈঃ ॥ ২৯ ॥

বৃন্দানাম্নী পুরী চেয়ং কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সদা ।

অহং ললিতা দেবী চৰ্য্যাতীতা চ নিফলা ॥ ৩০ ॥

ইত্যুক্ত্বাচ মহাদেবী করুণাশাস্তুমানসা ।

মাংপ্রত্যাহ মহাদেবি সমাগচ্ছানয়া সহ ॥ ৩১ ॥

অন্যাশ্চ যোষিতঃ সৰ্বা কৃষ্ণপাদপারায়ণাঃ ।

তাশ্চ মাং প্রবদন্ত্যাশু সমাগচ্ছানয়া সহ ॥ ৩২ ॥

ততোহহং কৃষ্ণচন্দ্রস্য চতুর্দশাক্ষরো মনুঃ ।

কথিতো মে তয়া তস্য দেব্যা শ্চাপি নিজো মনুঃ ॥ ৩৩ ॥

তৎক্ষণাদেব তৎসাম্যং লভেয়ং বিবুধোপমা ।

তাভিঃ সহাগত স্তত্র যত্র কৃষ্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥

কেবলং সচ্চিদানন্দঃ স্বয়ং যোষিগ্নয়ঃ প্রভুঃ ।

যোষিদানন্দহৃদয়ো দৃষ্ট্বা মাং সহ তৈ মূর্ছঃ ॥ ৩৫ ॥

সমাগচ্ছ প্রিয়ে কাস্তে স উক্ত্বা পরিরম্ভয়ন্ ।

রেমে বর্ষপ্রমাণেন ময়া সহ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৬ ॥

তদোক্তং রমণেশেন দেবীঞ্চ রাধিকাং প্রতি ।

ইয়ন্তে প্রকৃতি স্তত্র চানীনারদরূপধ্বক ॥ ৩৭ ॥

নীতা যুতসরস্তীরে স্নানার্থং সৎনিযোজয় ।

তথা তু রমণেশেন গদিতং প্রিয়ভাষিতং ॥ ৩৮ ॥

ইয়ঞ্চ ললিতা বিদ্যা রাধিকা যাচ গীয়তে ।

অহঞ্চ বাসুদেবাখ্যো নিত্যং কামকলাঙ্ককঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ষোষিৎস্বরূপোহহং ষোষিচ্চাহং সনাতনী ।

অহঞ্চ ললিতাদেবীস্বরূপা বিষ্ণুবিগ্রহা ॥ ৪০ ॥

আবয়োরন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ ।

ত্বমেব নারদো নাম্না ললিতায়াশ্চ বিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

এবং ভাবপরা যে বৈ তে মে বিগ্রহরূপিণঃ ।

যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা ॥ ৪২ ॥

এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদঃ ।

এবং ষো বেত্তি মে তত্ত্বং সময়ঞ্চ যথা মম ॥ ৪৩ ॥

সময়াচারসঙ্কেতং ললিতাবৎ মমৈবহি ।

ইতি বৃন্দাবনং নাম রহস্যং মম বিগ্রহং ॥ ৪৪ ॥

ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র ন বক্তব্যং পশৌ কৃচিৎ ।

ততো নু রাধিকা দেবী মাং নীত্বা তৎসরোবরে ॥ ৪৫ ॥

স্থিত্বা সা কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরণান্তং গতা পুনঃ ।

ততো নিমজ্জনাদেব নারদোহহ মুপাগতঃ ॥ ৪৬ ॥

বীণাহস্তো গানপর স্তদ্রেহস্যং মুহূর্মুদা ।

সরস্তীরে স্বয়ম্ভুশ্চ তত্রহং বিষ্ণুপার্ষদং ॥ ৪৭ ॥

স্বয়ম্ভুনা তথা দৃষ্টং নোক্তং কিঞ্চিন্ময়া পুনঃ ।

ইতি তে কথিতং বৎস মুগোপ্যঞ্চ ময়া ত্বয়ি ॥ ৪৮ ॥

ত্বয়াপি কৃষ্ণচন্দ্রস্য কেনচিৎ ধামচিৎ কুলং ।

গোপনীয়ং প্রযত্নেন মাতুর্জার ইব প্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহেশ্বর উবাচ ।

যথা মম প্রিয়ে শিষ্যে পুত্রৈবেদং রহস্যকং ।

तथा भवति सद्भृते कथितं चातिगोपितं ॥ ५० ॥

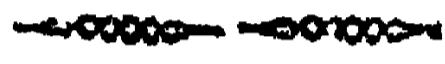
यदि कुत्र कदाचित् प्रकाशं मुनिपुङ्गवाः ।

तेदा शापा त्विष्यन्ति कृष्णचन्द्रस्य निश्चितं ॥ ५१ ॥

इति श्रीकृष्णलीला-रहस्ये वैष्णविके

सप्तमोऽध्यायः ।

## अष्टमोऽध्यायः ।



अत्र शिशुपालवधं श्रुत्वा दन्तवक्रः क्रुषेण योद्धुं  
 मथुरामाजगाम कृष्णस्तु तच्छ्रुत्वा रथमारुह्य तेन सह मथुरां  
 ययौ । अथ तं हत्वा यमुनामुत्तीर्य नन्दव्रजं गत्वा पितरा-  
 वत्तिवाद्याश्रमस्य ताभ्यामालिङ्गितः सकलगोपजनसङ्घान्  
 परिषङ्ग्य तानाश्रमस्य बल्वस्त्राभरणदिग्भिः तत्रस्थान् सर्वान्  
 सन्तुर्पयामास । कालिन्द्याः पुलिने रम्ये पुण्यरक्षसमा-  
 कीर्णे गोपस्त्रीभि रनिशं क्रीडासुखेन त्रियामद्वयमुवास ।  
 तत्रस्था नन्दगोपादयः सर्वे जनाः पूज्यदारसहिताः पक्कि-  
 श्रुगादयोऽपि वासुदेवप्रसादेन दिव्यरूपधरा विमान-  
 मधिरुटाः परमवैकुण्ठलोकमवापुः । श्रीकृष्णस्तु नन्दगोप-  
 व्रजैकमां सर्वेषां निरामयं स्वपदं दत्वा देवीदेवगणै  
 स्तु यमानः द्वारवतीं विवेश । अत्र वासुदेवोऽसैनसंक-  
 रणप्रद्वय्यादिभिः । प्रत्यहं संपूजितः षोडशसहस्राद्यष्ट-  
 दिव्यमहिषीभि र्विश्वरूपधरो दिव्यरूपधरो दिव्यरत्नमय-  
 लतागृहास्तरे सुरतरुकुसुमाङ्कितः शङ्कतरपर्ष्यक्लेशु  
 रमयामास । एवं हितार्थाय सर्वदेवानां सर्वभूतारं  
 विनाशय स च यद्वंशे अवतीर्य सकलराक्षसविनाशं कृत्वा

মহান্ত মুর্খীভারং বিনাশয়িত্বা নন্দব্রজদ্বারকামথুরাবাসিনঃ  
সর্বান্ স্থাবরজঙ্গমান্ ভববন্ধনামোচয়িত্বা পরমে শাশ্বতে  
য়োগিধ্যেয়ে হিরন্ময়ে রম্যে ধাম্নি সংস্থাপ্য নিত্যং দিব্য-  
মহিষ্যাदिभिः संसेव্যमानো বাসুদেবো যুদা চোবাস ॥ ১ ॥

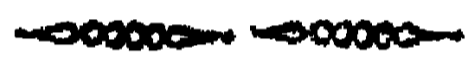
আসীদব্যাকৃতং ব্রহ্ম করকাঘ্নতয়োবির ।

প্রকৃতিহো গুণান্ ভুক্ত্বা দুরীভূত্বা দিবং গতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যে বৈষ্ণাসিকে

অষ্টোমোহধ্যায়ঃ

## নবমোহধ্যায়



পার্বত্যুবাচ ।

বিস্তরেণ সমাচক্ষু মন্ত্রার্থপদগৌরবং ।

ঈশ্বরস্য স্বরূপঞ্চ তৎস্থানানি বিভূতয়ঃ ॥ ১ ॥

ষদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম ব্যুহভেদা স্তথা হরেঃ ।

নির্ঝাণাখ্যাতিতত্ত্বেন মম সর্বং সুরেশ্বর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

স্বরেদৃন্দাবনে কৃষ্ণং গোপীকোটিভি রারূতং

তত্র গঙ্গা পরাশক্তি স্তম্যামানন্দকাননং ॥ ৩ ॥

নানাকুমুমসঙ্কীর্ণং নানাজ্জমলতাকুলং ।

নিত্যানানাপশুত্রাতং নানাপক্ষিকলস্বনং ॥ ৪ ॥

সুগন্ধিকুম্বামোদসমীরসুরভীকৃতং ।

কলিন্দীতনয়াদিব্যতরঙ্গসঙ্গশীতলং ॥ ৫ ॥

সনকাদৈ্য ভাগবতৈঃ সংঘূষ্টং মুনিপুঙ্গবৈঃ ।

আছাদিমধুরারাবে গৌরুন্দৈ রতিমণ্ডিতং ॥ ৬ ॥  
 রম্যশ্রদ্ধুষণোপেতৈনৃত্যস্তি বালকৈ রতঃ ।  
 তত্র শ্রীমান্ কপতরু জায়ুনদপরিচ্ছদঃ ॥ ৭ ॥  
 নানারত্নপ্রবালাচ্যো নানামণিগণোজ্বলঃ ।  
 তস্য মূলে রত্নবেদী রত্নদীধিতিদীপিতঃ ॥ ৮ ॥  
 তত্র একং রত্নময়ং রত্নসিংহাসনোত্তমং ।  
 তত্রাসীনং জগন্নাথং ত্রিগুণাতীত মব্যয়ং ॥ ৯ ॥  
 কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশং কোটিভাস্করভাস্বরং ।  
 কোটিকন্দর্পলাবণ্যং ভাষয়ন্তং দিশ স্থিষা ॥ ১০ ॥  
 দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গৌরং তপুজায়ুনদপ্রভং ।  
 শ্লিষ্যমানঞ্চান্ধনাভিঃ মুদা যুক্তঞ্চ সর্কশঃ ॥ ১১ ॥  
 ব্রহ্মাদৈর্যঃ শনকাদৈর্যশ্চ ধ্যেয়ং ভক্তবশীকৃতং ।  
 মদাঘৃণিতনেত্রাভিঃ নৃত্যস্তীভি মহোৎসবৈঃ ॥ ১২ ॥  
 চুম্বস্তীভির্হসস্তীভিঃ শ্লিষ্যস্তীভি মুহু মুহুঃ ॥  
 অবাণ্ডদেহাভিরেবং শ্রেতিভিঃ কোটিকোটিভিঃ ॥ ১৩ ॥  
 তৎপদাযুজমাধ্বীকবিদ্ধাভিঃ পরিতো রতং ।  
 তাসান্তু মাগধা দেবী তপুচামীকরপ্রভা ॥ ১৪ ॥  
 দ্যোতমানা দিশঃ সর্বা কুর্কন্তী বিদ্যুদুজ্জ্বলা ।  
 প্রোধানা যা ভগবতী যয়া সর্কমিদং শুভং ॥ ১৫ ॥  
 সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাচ বিদ্যাবিদ্যাত্রয়ী পরা ।  
 স্বরূপা শক্তিরূপাচ মায়ারূপাচ চিন্ময়ী ॥ ১৬ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দেহকারণকারণং ।  
 চরাচরং জগৎ সর্কং ষমায়াপরিরম্বিতং ॥ ১৭ ॥  
 বৃন্দাবনেশ্বরী নাম্না রাধা ধাত্ত্বর্থকারণাৎ ।  
 ভামালিঙ্গ্য বসন্তং তং তত্র বৃন্দাবনেশ্বরং ॥ ১৮ ॥



অন্যান্যচুম্বনাল্লেখমদাবেশবিঘূর্ণিতং ।  
 ধ্যায়েদেবংবিধং দেবং সচ সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥  
 মন্ত্ররাজমিদং গুহ্যং তন্যা মন্ত্রঞ্চ মন্ত্রবিৎ ।  
 ষো জপেৎ শৃঙ্গুরাট্টৈব স মহাত্মা সুহৃৎভঃ ॥ ২০ ॥  
 রাধিকা চিত্রলেখাচ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ।  
 প্রিয়াচ শ্রীমধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ॥ ২১ ॥  
 স্বর্ণশোভাতিমম্বোহা প্রেমরোমাঞ্চবন্দিতা ।  
 বৈবর্তখেদসংযুক্তা ভাবরক্তা প্রিয়ম্বদা ॥ ২২ ॥  
 নিরন্তরা সরসিকা দীনবন্ধুপ্রিয়া তথা ।  
 সর্বত্রীজীবনাদ্যাচ বৎসলা বিমলাশয়া ॥ ২৩ ॥  
 নিপীতকামপীযুষা সা রাধা পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 গৌরান্ধী চিত্রলেখা চ সদা রোদনতৎপরা ॥ ২৪ ॥  
 দৈন্যানুরাগনটনামুচ্ছারোমাঞ্চবিহ্বলা ।  
 হরে দক্ষিণপাশ্বস্থা সর্বমন্ত্রাহ্বয়া তথা ॥ ২৫ ॥  
 অনঙ্কলাপমাৎসর্যা চন্দ্রা সা পরিকীৰ্ত্তিতা ।  
 লীলয়া মন্থরগতি মঞ্জুযুদ্ধিতলোচনা ॥ ২৬ ॥  
 প্রেমধারাজলাকীর্ণা দলিতাঞ্জনশোভনা ।  
 কৃষ্ণানুরক্তিরসিকা রাসধনিসমুৎসুকা ॥ ২৭ ॥  
 অহঙ্কারসমায়ুক্তা সা বৈ মদনমঞ্জরী ।  
 বিবিক্তরাগরসিকা শ্যামা শ্যামমনোহরা ॥ ২৮ ॥  
 প্রেমা প্রেমকটাক্ষেণ হরেশ্চিত্তবিমোহিনী ।  
 জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা সা প্রিয়া পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৯ ॥  
 সূতপ্তস্বর্ণগৌরান্ধী লীলাগমনসুন্দরী ।  
 স্মরসুপ্রেমরোমাঞ্চপ্রেমধারাসমম্বিতা ॥ ৩০ ॥  
 গানধুনিবিনোদাচ রাসধনিমহানটী ।

শশিরেখাচ বিজেতয়া গোপালপ্রায়সী সদা ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাত্মা চোক্তমশ্যামা মধুপিঙ্গললোচনা ।

ঊনাদপ্রেমসম্মোহা কচিৎ পুলকচুম্বিতা ॥ ৩২ ॥

ক্রোধনা কামরূপাচ পরস্ত্রীসুরতপ্রিয়া ।

রাসধ্বনিপরা দাম-হরিভক্তিপ্রিয়শ্বদা ॥ ৩৩ ॥

বৈরাগ্যস্নেহসংযুক্তা বর্ণিতা সা হরিপ্রিয়া ।

শিবকুম্ভা শিবানন্দা নন্দিনী যমুনাতে ॥ ৩৪ ॥

রুক্মিণী দ্বারবত্যাশ্চ রাধা বৃন্দাবনে বনে ।

দেবক্যাং মথুরায়াম্ভু জাতা মে পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥

চন্দ্রকূটে তথা সীতা বিক্রো বিক্র্যানিবাসিনী ।

বারাণস্যেং বিশালাক্ষী বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ ৩৬ ॥

বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্মৈ প্রতুষ্যতা ।

কৃষ্ণেনান্যত্র দেবী তু রাধা বৃন্দাবনে বনে । ৩৭ ॥

নিত্যানন্দতমুঃ শৌরি বর্শবর্ত্তীতি ভাষতে ।

ন স্বপ্নেহপি ত্যজেৎ সঙ্গো যদি স স্যাৎ নরাধমঃ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুগ্নিভূমীনাং যন্তু সাজ্জাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।

বিরূপশ্চ ব্রহ্মণোহপি তথা গোবিন্দবিগ্রহঃ ॥ ৩৯ ॥

সেন্দ্রিয়োহপি যথা সূর্যবৃন্দং নানোপলক্ষ্যতে ।

তথা কান্দুযুতঃ কৃষ্ণঃ কং ন মোহয়তি ক্রবৎ ॥ ৪০ ॥

নতশ্চ প্রাকৃতী যুক্তি মৈদোমাংসাস্থিসম্ভবঃ ।

যোগী চৈবেশ্বর শচাদ্যঃ সর্বাশ্চা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ ৪১ ॥

ভক্তশ্চানুগ্রহাট্টৈব পরমানন্দবিগ্রহঃ ।

কাঠিন্যং দৈবযোগেন করকাঘতরোরিব ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণস্যামৃততত্ত্বশ্চ পাদস্পৃষ্টং সদেবহি ।

বৃন্দাবনরজো বন্দে যত্র স্যু বিষ্ণুকোটয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দকিরণব্যাপ্তো বিশ্বঃ কৃষ্ণকলানিধেঃ ।  
 গুণারতা অনীয়মো জীবা স্তৎকারণাত্মকাঃ ॥ ৪৪ ॥  
 ভুজদ্বয়রতঃ কৃষ্ণো ন কদাচিচ্ছতুভুজঃ ।  
 গৌপৈ্যকয়া তত স্তত্র পরিক্রীড়তি সর্বদা ॥ ৪৫ ॥  
 গোবিন্দ স্তত্র পুরুষো ব্রহ্মাদ্যাঃ স্ত্রিয় এবচ ।  
 অতএবং স্বভাবোহয়ং প্রকৃতে ভাব ঈশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥  
 পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চাদ্যো রাধারন্দাবনেশ্বরৌ ।  
 প্রকৃতে বিকৃতিঃ সর্বং বিনা রন্দাবনেশ্বরং ॥ ৪৭ ॥  
 সমুদ্রেষু সমুদ্ভূত স্তরঙ্গ স্তত্র মজ্জতি ।  
 তদ্বৎ কৃষ্ণসমুৎপন্নো মৎস্যাদি স্তত্র লীয়তে ॥ ৪৮ ॥  
 যথা সুবর্ণে কটকাदिভেদাৎ  
 ভেদংগতং তস্য বিনাশনেহপি  
 সুবর্ণনশোনহি বিদ্যতে তথা ।  
 মৎস্যাদিনাশে ন হি কৃষ্ণবিচ্যুতিঃ ॥ ৪৯ ॥  
 নিগুণাচ্চ প্রপঞ্চোহয়ং রন্দাবনবিহারিণঃ ।  
 উর্ষ্মিরক্কেস্তরঙ্গস্য যথাক্চ নৈব জায়তে ॥ ৫০ ॥  
 ন রাধিকাসমা নারী নৈব কৃষ্ণসমঃ পুমান্ ।  
 বয়ঃ পরং ন কৈশোরাত্ স্বভাবঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৫১ ॥  
 ধ্যেয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং বনং রন্দাবনং বনং ।  
 শ্যামমেব পরং রূপং আদিরেব পরো রসঃ ॥ ৫২ ॥  
 বাল্যং পঞ্চতমাস্তং পৌগণ্ডং দশমাস্তকং ।  
 আপঞ্চদশকৈশোরং যৌবনন্তু ততঃ পরং ॥ ৫৩ ॥  
 বালগোপালরূপঞ্চ স্মরণগোপালরূপিণঃ ।  
 বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্ভুতং ॥ ৫৪ ॥  
 যমাহ যৌবনোস্তিনে শ্রীমমদনমোহনং ।

অখণ্ডাতুলপীযুষ রমানন্দমহার্ণবঃ ॥ ৫৫ ॥  
 জয়তি শ্রীপতে গুণং বয়ঃ কৈশোররূপিণঃ ।  
 এবঞ্চ অব্যয়ং পূর্ণং বল্লবীন্দবল্লভং ॥ ৫৬ ॥  
 ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিতেদাৎ পৃথগ্বিভুং ॥  
 যন্নখেন্দুরুচি ব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ৫৭ ॥  
 গুণত্রয় মতীতং তং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরং ।  
 বৃন্দাবনপারিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে ।  
 অন্যত্র যদ্বপুস্তত্র ব্রহ্মমোহাদিদেবনং ॥ ৫৮ ॥  
 সুলভং ব্রজরমণীনাং হুল্লভ মনিশং যুযুক্ষুণাং ।  
 তং ভজ নন্দমুতং যৎপদনখতেজঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ৫৯ ॥

শ্রীপার্ক্যত্যাচ ।

তক্তিমুক্তিম্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে ।  
 তাবৎ প্রেমসুখস্তত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরউবাচ ।

নাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া ভদ্রে যন্মে মনসি বর্ততে ।  
 তৎ সর্কং কথয়িষ্যামি সাবধানং নিশাময় ॥ ৬১ ॥  
 শ্রুত্বা গুণান্ স্মরনাম গানং বা মননঞ্চ বা ।  
 শোধয়ত্যাঅনাআনং সা প্রেমি পরিণীয়তে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য বৈয়াসিকে  
 নবমোঃধ্যায়ঃ ।

দশমোঃধ্যায়

পার্ক্যত্যাচ ।

বৈষ্ণবানাঞ্চ যদ্বর্কং কর্মাপি তস্য তদ্বদ ।  
 যৎকৃত্বা মানবাঃ সর্কৈ ভয়াভ্রোধৌ তন্নস্তি বৈ ॥ ১

दर्शमेविधारः ।

ईश्वर उवाच ।

अथ द्वादशशुद्धिषु वैश्वानामिहोच्यते ।

गृहोपसर्पनैश्वर तथाभुगमनं हरैः ॥ २ ॥

भक्त्या प्रदक्षिणैश्वर शुभानाशैश्वर कीर्तनं ।

भक्त्या श्रीकृष्णदेवस्य वचनं शुद्धिरिष्यते ॥ ३ ॥

तत्रकथाश्रवणैश्वर तस्योत्सवनिरीक्षणं ।

श्रोत्रोत्सवोत्सवैश्वरैश्च शुद्धिः सम्यगिहोच्यते ॥ ४ ॥

पादोदकं निर्माल्यं मालानामपि धारणं ।

उच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरैः पुनः ॥ ५ ॥

आश्राणं गन्धपुष्पादे निर्माल्यस्य तपोधन ।

विशुद्धिः स्यादनन्तस्य श्राणस्यापि विधीयते ॥ ६ ॥

तत्र पुष्पादिकं षष्ठं कृष्णपादयुगार्पितं ।

तदेव पावनं लोके तद्धि सर्वं विशोधयेत् ॥ ७ ॥

पूजाच पञ्चधा प्रोक्ता तासां तेषान् शृणुषु मे ।

अतिगमनं नूपदानं षोडशं स्वाध्याय एव च ॥ ८ ॥

ईष्टाः पञ्चप्रकारार्चाः क्रमेण कथयामि ते ।

तत्रातिगमनं नाम देवतास्थानमार्जनं ॥ ९ ॥

उपलेपनं निर्माल्यादुरीकरणमेव च ।

उपदानं नाम गन्धपुष्पादिचयनं षष्ठा ॥ १० ॥

ईष्टा नाम सशक्तेर्हि पूजनं षष्ठार्थतः ।

स्वाध्यायेण मन्त्रराजस्य अर्थमन्त्रानतो जपः ॥ ११ ॥

सूक्तस्तोत्रादिपाठश्च हरैः संकीर्तनं तथा ।

तन्नाम शास्त्राभ्यासश्च स्वाध्यायः परिकीर्तितः ॥ १२ ॥

षोडशो नाम भगवतः सेव्यरूपेण भावना ।

इति पञ्चप्रकारार्चाः कथिताः स्तव सूत्रते ॥ १३ ॥

ଅମ୍ଭ ଦେବା ସମୁଦ୍ୟାମାଂ ଦିବି ଦେବା ସନୌଷିମାଂ ।

କାବ୍ୟାଶାନ୍ତେଷୁ ସୁଧୀନାଂ ସୁସୁକୋରାଭୁଦେବତା ॥ ୧୪ ॥

ପ୍ରମଦ୍ମାଂ କଥରିଷ୍ୟାମି ଶୀଳଗ୍ରାମଶିଳାର୍ଚ୍ଚନଂ ।

ନିକାମୋ ସୁକ୍ତି ଯାମ୍ନୋତି ସୁକ୍ତିଂଧ୍ୟାୟନ୍ ସ୍ତବନ୍ ଜପନ୍ । ୧୫ ॥

ଶଞ୍ଜଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମଂ କେଶବାଧ୍ୟୋ ଗଦାଧରଃ ।

ମାଞ୍ଜକୌମୋଦକୀଚକ୍ରଶଞ୍ଜୀ ନାରୀରଣୋ ବିଭୁଃ ॥ ୧୬ ॥

ମଚଶଞ୍ଜାଞ୍ଜପଦୋ ଯାଧବଃ ଶ୍ରୀଗଦାଧରଃ ।

ଗଦାଞ୍ଜଶଞ୍ଜଚକ୍ରୀ ବା ଗୋବିନ୍ଦାଧ୍ୟୋ ଗଦାଧରଃ ॥ ୧୭ ॥

ପଦ୍ମଶଞ୍ଜାଦିଗଦିନେ ବିଷ୍ଣୁମଂଜ୍ଜାୟ ଶ୍ରେୟଃ ନମଃ ।

ମଶଞ୍ଜାଞ୍ଜଗଦାଚକ୍ର ମଧୁସୂଦନସୁର୍ତ୍ତରେ ॥ ୧୮ ॥

ନାନାଗଦାମିଚକ୍ରାଞ୍ଜସୁକ୍ତାତ୍ରିବିକ୍ରମାୟ ଚ ।

ମାରିକୌମୋଦକୀପଦ୍ମଶଞ୍ଜବାସନସୁର୍ତ୍ତରେ ॥ ୧୯ ॥

ଶଞ୍ଜାଞ୍ଜଚକ୍ରଗଦିନେ ନମଃ ଶ୍ରୀଧରସୁର୍ତ୍ତରେ ।

ହସୀକେଶ ମାରିଗଦାଶଞ୍ଜପଦ୍ମିନମୋଃ ସ୍ତୁତେ ॥ ୨୦ ॥

ମାଞ୍ଜଶଞ୍ଜଗଦାଚକ୍ରପଦ୍ମନାଭସ୍ଵରୂପିନେ ।

ଦାମୋଦରଃ ଶଞ୍ଜାଗଦାଚକ୍ରପଦ୍ମିନମୋଃ ସ୍ତୁତେ ॥ ୨୧ ॥

ମାରିଶଞ୍ଜଗଦାଞ୍ଜାୟ ବାସୁଦେବାର୍ଥେ ନମଃ ।

ଶଞ୍ଜାଞ୍ଜଚକ୍ରଗଦିନେ ନମଃ ମହର୍ଷିଣାୟ ଚ ॥ ୨୨ ॥

ଶଞ୍ଜଚକ୍ରଗଦାଞ୍ଜାୟ ସ୍ଵତପ୍ରେୟାସସୁର୍ତ୍ତରେ ।

ନମୋଃ ନିରୁଦ୍ଧାୟ ଗଦାଶଞ୍ଜାଞ୍ଜଚକ୍ରଧାରିନେ ॥ ୨୩ ॥

ମାଞ୍ଜଶଞ୍ଜଗଦାଚକ୍ରପୁରୁଷୋତ୍ତମସୁର୍ତ୍ତରେ ।

ନମୋଃ ଧୋକଞ୍ଜରୂପାୟ ଗଦାଶଞ୍ଜାରିଧାରିନେ ॥ ୨୪ ॥

ସୁସିଂହସୁର୍ତ୍ତରେ ପଦ୍ମଗଦାଶଞ୍ଜାରିଧାରିନେ ।

ପଦ୍ମାରିଶଞ୍ଜଗଦିନେ ନମୋଃ ସୁହୃତସୁର୍ତ୍ତରେ ॥ ୨୫ ॥

ମଶଞ୍ଜଚକ୍ରାଞ୍ଜଗଦ ଜନାର୍ଦ୍ଦିନ ନମୋନମଃ ।

उपेन्द्रं गदिनं सारिपद्मशङ्खनमोहं स्तुते ॥ २७ ॥

सचक्राङ्गनाशङ्खयुक्तारं हरिमूर्तये ।

सगदाङ्गारिशङ्खारं नमः श्रीकृष्णमूर्तये ॥ २९ ॥

शालग्रामशिलाद्वारगतलघ्वद्विचक्रधृक् ।

शुक्राभाख्यश्च मोहव्यांशश्चदेवश्रीगदाधरः ॥ २८ ॥

लघ्वद्विचक्रो रक्ताभः पूर्वभागस्तु पुष्पलः ।

सङ्घर्षणोऽथ प्रद्युम्नः सूक्ष्मचक्रस्तु पीतकः ॥ २९ ॥

सदीर्घः स्वशिरश्छिद्रोऽयोऽनिरुद्धस्तु वर्तुलः ।

नानाहारद्विरेखश्च अथ नारारणेऽस्मितः ॥ ३० ॥

मध्येगदाकृतारेखा नाभिपद्ममहोरतः ।

पृथुचक्रो नृसिंहोरः कपिलोऽव्याञ्जिबिन्दुकः ॥ ३१ ॥

अथवा पङ्कविन्दुस्तु पृजनं त्र्यङ्गारिणः ।

वराहः शक्तिलिङ्गोऽव्यां विषमद्वयचक्रकः ॥ ३२ ॥

नीलस्त्रिरेखः शूलोऽथ कूर्ममूर्तिः सविन्दुमान् ।

कृष्णः सवर्तुलावर्तः पाण्डुरोरतपृष्ठकः ॥ ३३ ॥

श्रीधरः पङ्करेखोऽव्यां वनमाली गदाङ्कितः ।

वामनो वर्तुलो नाम वामचक्रः सुरेश्वरः ॥ ३४ ॥

नानावर्णोऽनेकमूर्तिर्नागभोगी त्र्यङ्गकः ।

शूलो दामोदरो नीलो मध्ये चक्रः सुनीलकः ॥ ३५ ॥

सङ्कीर्णद्वारको बोहव्यां अथ त्र्यङ्गाऽस्मोहितः ।

सदीर्घदेखः सुशिर एकचक्रायुजः पृथुः ॥ ३६ ॥

प्रद्युच्छिद्रः शूलचक्रः कृष्णो विन्दुश्च विन्दुमत् ।

हवर्णीबोहव्याकारः पङ्करेखः सनोऽस्तुतः ॥ ३७ ॥

वैकुण्ठोऽमलवस्तुति एकचक्राङ्कोऽस्मितः ।

मत्स्यो दीर्घायुजाकारो द्वाररेखस्तु पाण्डुरः ॥ ३८ ॥

বামচক্রে দক্ষরেখাঃ শ্যামো বোহব্যাঞ্জিবিক্রমঃ ।  
 শালগ্রামে দ্বারকায়াং স্থিতায় গদিনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥  
 একেন লক্ষিতো যোহব্যা দুদাধারী সুদর্শনঃ ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ত্রিভি মূর্তিস্ত্রিবিক্রমঃ ॥ ৪০ ॥  
 চতুর্ভিঃ চতুর্ভূহো বাসুদেবশ্চ পঞ্চভিঃ ।  
 প্রহ্মঃ ষড়্ভিরেব স্যাৎ সঙ্কর্ষণ ইত্যুতঃ ॥ ৪১ ॥  
 পুরুষোত্তমোহৃষ্ণভিঃ সপ্ত নববূহো হরো হরিঃ ।  
 দশাবতারো দশভিঃ অনিরুদ্ধ একাদশ ॥ ৪২ ॥  
 দ্বাদশাত্তাদশভি রতউদ্ধোহ্যনন্তকঃ ।  
 ত্রয়োদশতুর্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুধরো মতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রে দশবাহুবৃষধ্বজঃ ।  
 যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকাচ স্বরস্বতী ॥ ৪৪ ॥  
 মহালক্ষ্মী মাতরশ্চ পদ্মহস্তা দিবাকরঃ ।  
 এতেহর্চিতাঃ স্থপিতাশ্চ প্রাসাদে বাস্তুপূজনে ।  
 ধর্মীর্কামমোক্ষাখ্যাঃ প্রাপ্যন্তে পুরুষেণচ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যো দেয়ামিকে

দশমোঃধ্যায়ঃ

## একাদশোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

শালগ্রামে মর্গো যন্তে মণ্ডলে প্রতিমাস্তচ ।  
 নিত্যন্তু শ্রীহরেঃ পূজা কেবলে । জলেনতু ॥ ১ ॥  
 গণ্ডক্যামেকদেশেতু শালগ্রামস্থলং মহৎ ।  
 পাসাণাস্তর্ভবং যন্তুং শালগ্রামমিতি স্থিতং ॥



শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং ।

কিং পুন যজ্ঞনং তত্র হরেঃ সান্নিধ্যাকারণং ॥ ৩ ॥

শালগ্রামৈকযজ্ঞনাৎ শতলিঙ্গকলং লভেৎ ।

বহুভি জন্মভিঃ পুণ্যৈ যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ ॥ ৪ ॥

গোপ্পাদেন চ চিহ্নে ন তেনৈব ত্রায়তে জনঃ ।

আদৌ শিলাং পরীক্ষেত স্নিগ্ধাং শ্রেষ্ঠাং চ মেচকাং ॥ ৫ ॥

অকৃষ্ণা মধ্যমা প্রোক্তা মিশ্রা মিশ্রকলপ্রদা ।

সর্বকামপ্রদা নোম্যা করাল ভয়দুঃখদা ॥ ৬ ॥

স্নিগ্ধাচ শ্রীকরী নিত্যং কৃষ্ণা দারিদ্র্যদায়িকা ।

ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্রফলা প্রোক্তা স্থূলা স্থূলফলপ্রদা ॥ ৭ ॥

সদাকাষ্ঠে স্থিতা বান্ধু মন্থনে চ প্রকাশতে ।

যথা তথা হরি ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে ॥ ৮ ॥

প্রত্যহং দ্বাদশশিলাঃ শালগ্রামস্ম যোহর্চয়েৎ ।

দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে ॥ ৯ ॥

শালগ্রামশিলায়ান্তু গহ্বরং লক্ষ্যতে নরঃ ।

পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কম্পান্তুরং দিবি ॥ ১০ ॥

শালগ্রামশিলা যত্র যত্র দ্বারবতী শিলা ।

য়তে বিষ্ণুপুরং যাতি কৃতার্থং যোজনত্রয়ং ॥ ১১ ॥

জপঃপূজাচ হোমশ্চ সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ।

মনস্কামসদাভীষ্টং তোয়মাত্রং সমস্ততঃ ॥ ১২ ॥

কীটকোহপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ।

শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুৎপাদয়েন্নরঃ ॥ ১৩ ॥

বিক্রেতা চানুমস্তাচ যঃ পরীক্ষানুমোদকঃ ।

সর্বৈ তে নরকং যাতি যাবদাহ তসংপ্লবং ॥ ১৪ ॥

অতস্তং বর্জয়ে দেবি ছরিবক্রয়ুগক্রয়ং ।

শালগ্রামোস্তুবো দেবো ঘো দেবো দ্বারকোস্তুবঃ ॥ ১৫ ॥

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তি স্তত্র ন সংশয়ঃ ।

দ্বারকোস্তুবঃ শুক্লশ্চ বহুচক্রেণ চিহ্নিতঃ ॥ ১৬ ॥

চক্ৰশ্চ স্যাৎ শিবা কারচিৎস্বরূপাৎ নিরঞ্জনং ।

নমোহস্তেষ্ণাকাররূপায় সদানন্দস্বরূপিণে ॥ ১৭ ॥

শালগ্রাম মহাভাগ ভক্তস্যামুগ্রহং কুরু ।

ত্বয়া চ্যুতস্য নীচস্য ধ্যানগ্রন্থস্য মে প্রভো ॥ ১৮ ॥

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তিলকস্য বিধিং মুদা ।

যৎশ্রদ্ধা মানবাঃ সর্বৈ বিষ্ণুসারূপ্যবান্ ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

ললাটে কেশবং বিদ্যাৎ কর্ণে শ্রীপুরুষোত্তমং ।

নাভৌ নারায়ণং দেবং বৈকুণ্ঠং হৃদয়ে তথা ॥ ২০ ॥

দামোদরং বামপাশ্বে দক্ষিণেচ ত্রিবিক্রমং ।

মুদ্বিন্ চৈব হৃষীকেশং গদ্যনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ২১ ॥ ॥

কর্ণয়ো র্যমুনাং গঙ্গাং বাহুভ্যাঃ কৃষ্ণং হরিং তথা ।

যথাস্থানেষু তুষ্যন্তি দেবতা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ২২ ॥

দ্বাদশৈতানি নামানি কর্তব্যে তিলকে পঠেৎ ।

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রং সমূর্দ্ধগ্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে ।

স চণ্ডালোহপি শুদ্ধাত্মা পূজ্যএব ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ ॥

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যত ললাটে নো নরস্য হি ।

তদর্শনং ন কর্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে ।

তং দৃষ্ট্বা প্যথবা স্পৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

সান্তরালং প্রকুর্ষীত পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ।

নিরন্তরালং যঃ কুর্ষাদুর্দ্ধপুণ্ড্রং নরাধমঃ ॥ ২৭ ॥

ললাটং তস্য সততং শুনঃ পাদো ন সংশয় ।  
 নামাগ্রকেশপর্যন্ত যুর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং ॥ ২৮ ॥  
 মধ্যে ছিদ্রমমায়ুক্তং তদ্বিদ্যাঙ্করিমন্দিরং ॥  
 বামভাগে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণেচ সদাশিবঃ ॥ ২৯ ॥  
 মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তন্মাম্মধ্যং ন লেপয়েৎ ।  
 বীক্ষ্যাদর্শে জলেবাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৩০ ॥  
 উর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগঃ স যাতি পরমাং গতিং ।  
 অগ্নিরাপশ্চ দেবাশ্চ চন্দ্রাদিত্যো তথানিলাঃ ॥ ৩১ ॥  
 নিত্যমেতি হি বিপ্রাণাং কর্ণেতিষ্ঠতি দক্ষিণে ।  
 গন্ধাদেবৌ বামশ্চোত্রে নাগিকার্যাং হুতাশনঃ ॥ ৩২ ॥  
 উভয়োরপি সংস্পর্শাৎ তৎকর্ণাদেব শুদ্ধ্যতি ।  
 অনাচাস্তঃ পিবেৎ যস্ত ভক্ষয়েদ্বাপি কিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥  
 গায়ত্র্যষ্টমহত্ৰস্ত জপং কৃত্বা বিশুদ্ধ্যতি ।  
 কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ ৩৪ ॥  
 তুলসীমিশ্রিতং দত্ত্বা পিবে নুর্দ্ধ্রাভিবন্দয়েৎ ।  
 প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্সয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহং ॥ ৩৫ ॥  
 বিষ্ণুপাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনং ।  
 তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু নিপাতনাৎ ॥ ৩৬ ॥  
 জলশঙ্খং করে কৃত্বা স্তব্ধা নত্বা প্রদক্ষিণং ।  
 সততং ধার্যতে বাপি তেনাস্তে জন্মনঃ ফলং ॥ ৩৭ ॥  
 শঙ্খো যস্য গৃহে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ান্বিতা ।  
 পুরতো বাসুদেবস্ত ন স ভাগবতঃ কলৌ ॥ ৩৮ ॥  
 ষাট্টৈর্বা পাঠ্যৈকৈ বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে ।  
 দেবোৎসবাদ্যসেবাচ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ ॥ ৩৯ ॥  
 উচ্ছিষ্টে চৈব বাশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকং ।

ଏକହସ୍ତପ୍ରଣାମସ୍ତୁ ତଥାଟିକଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ ॥ ୪୦ ॥

ପାଦପ୍ରସାରଣକ୍ରମେ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାଙ୍କବନ୍ଧନଂ ।

ନୟନଂ ଭଙ୍ଗନକ୍ରମାପି ମିଥ୍ୟାଭାଷଣ ଯେବଚ ॥ ୪୧ ॥

ଓକ୍ଷେର୍ତ୍ତାସୋ ମିଥୋଜ୍ଞେମ୍ପା ରୋଦନାଦିଚ ବିଘ୍ନେହଃ ।

ନିଘ୍ନେହାନ୍ତୁଘ୍ନୋଃତୈବ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଥକ୍ତୁରଭାଷଣଂ ॥ ୪୨ ॥

କନ୍ୟାବରଣନୈଶ୍ଚ ପରନିନ୍ଦା ପରସ୍ତୁତିଃ ।

ଘୃତୋ ମୌନଂ ନିଜସ୍ତୋତ୍ରଂ ଦେବତାନିନ୍ଦନଂ ତଥା ॥ ୪୩ ॥

ଅପରାଧ ସ୍ତୁତ୍ୟା ବିକ୍ଷୋ ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶଂ ପରୀକୀର୍ତ୍ତିତା ।

ଅପରାଧସହସ୍ରାଣି କ୍ରିୟତେ ହ୍ରଦ୍ୟନିଶଂ ଯମା ॥ ୪୪ ॥

ତବାହ ମିତି ମାଂ ଯଦ୍ଵା କ୍ଷମସ୍ଵ ଯଧୁସୁଦନ ।

ଇତି ଯଦ୍ଵଂ ସମୁଚ୍ଚାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଣୟମଦ୍ଘୋବଦ୍ଵିବି ॥ ୪୫ ॥

ଅପରାଧସହସ୍ରାଣି କ୍ଷମ ଯେ ସର୍ବଗୋ ହରିଃ ।

ମାୟଂ ପ୍ରାତ ଦ୍ଵିଜାତୀନାଂ ଶ୍ରୋତୁକ୍ତମନନଂ ତଥା ॥ ୪୬ ॥

ବିଷ୍ଣୁଭୁକ୍ତାବଶିଷ୍ଟେନ ଦିନପାପାଂ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ।

ଅଗ୍ନଂ ବ୍ରହ୍ମା ରମୋ ବିଷ୍ଣୁଃ ଧାନ୍ୟନ୍ନାମମୋଚ୍ଚରନ୍ ॥ ୪୭ ॥

ଏବଂ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ତୁ ଯୋ ଭୁଞ୍ଜେ ମୋହନଦୋଷେ ନାଲିପ୍ୟତେ ।

ଅଳାବୁଂ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାରଂ ମସୁରଂ ସବଳ୍ଵଳଂ ॥ ୪୮ ॥

ତାଳଂ ଶୁକ୍ରାନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁଂ ନଧାଦେଦ୍ଵିଷଠବୋ ଜନଃ ।

ବଟାଶ୍ଵଖାର୍କପତ୍ରେଷୁ କୁଣ୍ଡୀତିନ୍ଦୁକପତ୍ରୟୋଃ ॥ ୪୯ ॥

କୋବିଦାରକଦସ୍ତେଚ ନଧାଦେଦ୍ଵିଷଠବୋ ନରଃ ।

ଆବଣେ ବର୍ଜ୍ଜୟେଚ୍ଛକ୍ତୁଂ ଦଧି ଭାଦ୍ରପାଦେ ତ୍ୟଜେଂ ॥ ୫୦ ॥

ଦୁଃସ୍ଵାସ୍ତ ଆଶ୍ଵିନେ ମାସି କାର୍ତ୍ତିକେ ଚାମିଷଂ ତ୍ୟଜେଂ ।

ଦୁଃସ୍ଵାସ୍ତ ଜ୍ୟୈଷ୍ଠିୟଂ ଯଦ୍ଵିଷୋ ରନିବେଦିତଂ ॥ ୫୧ ॥

ବୀଜପୁରଂ ଶାକଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଵଂ ଲବଣଂ ତଥା ।

ଯଦି ଦୈବାକ୍ତ ଭୁଞ୍ଜାନ୍ତେ ତଦା ତନ୍ନାମକଂ ସ୍ଵରେଂ ॥ ୫୨ ॥

কলায়ং কঙ্কুখ্যান্যানি শাকশৈব হি মোচিকাং ।  
 ঘীষ্ঠকা কালশাকঞ্চ মুস্তকং ক্রমুকং তথা ॥ ৫৩ ॥  
 লবণে মৈন্ধবং প্রোক্তং বচাচ দধিনর্পিষী ।  
 পয়োহম্বুচ্ছত্য সারঞ্চ কলমামুঃ হরীতকী ॥ ৫৪ ॥  
 পিপ্পলী ঙ্গীরকশৈব নাগরঙ্গকতিস্তুড়ী ।  
 কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যঙুড়মৌক্ষকং ॥ ৫৫ ॥  
 অতৈতলপক্কং ভূঞ্জীত হবিষ্যেষু প্রচক্ষতে ।  
 উদ্যানতুলসীপুষ্পমাল্যং বহতি যো নরঃ ॥ ৫৬ ॥  
 তং হি বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ।  
 ধাত্রীরক্ষং সমারোপ্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৭ ॥  
 কুরুক্ষেত্রং বিজানীয়াৎ সার্কহস্তশতত্রয়ং ।  
 তুলসীকাষ্ঠঘটিতৈঃ রুদ্ধাক্ষাকারকারিতৈঃ ॥ ৫৮ ॥  
 নির্মিতা মালিকা কণ্ঠে নিধারাক্ষনমাচরেৎ ।  
 তথামলকমালাঞ্চ এবং পুষ্করমালিকাং ॥ ৫৯ ॥  
 কর্ণমালাং প্রযত্নেন ধারয়েদ্বিষ্ণুপূজকঃ ।  
 নির্মাল্যতুলসীমালাং শিরস্যপি নিধায় বৈ ॥ ৬০ ॥  
 নির্মাল্যচন্দনেনাক্ষমক্ষয়েৎ তস্য নামতিঃ ।  
 ললাটেচ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধি চাপং শরং তথা ॥ ৬১ ॥  
 নন্দনশৈব হস্তাধ্যে শঙ্খং চক্রং ভূজদ্বয়ে ।  
 শঙ্খচক্রাঙ্কিতো মর্ত্যঃ শ্যশানে নিয়তে যদি ॥ ৬২ ॥  
 প্রাগেব যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতি স্তস্য নিশ্চিতং ।  
 যো ধৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৬৩ ॥  
 কুরোতি সর্বকার্য্যানি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ং ।  
 তুলসীকাষ্ঠমালায়াং ভূষিতঃ পুণ্যমাচরন্ ॥ ৬৪ ॥  
 পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ ।

নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠনির্ঘৃতাং ॥ ৬৫ ॥  
 বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য নশ্যতি পাতকং ।  
 পাদ্যাদিভি স্তথা পূজ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৬ ॥  
 যা দৃষ্টা নিখিলাঘনজ্ঞশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনো  
 দেবানামভিবন্দিতা ভগবতৌ গীর্ণা বিপত্তারিণী ।  
 নিত্যাস্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা  
 ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্মৈ তুলসৈ নমঃ ॥ ৬৭ ॥  
 হর্ষাশ্রুপূর্ণঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ  
 প্রমীদ নাথেতি বদন্থোচ্চৈঃ ।  
 দণ্ডপ্রণামায় পপাত ভূমৌ  
 সবেপমান স্ত্রিজগদ্বিধাতুঃ ॥ ৬৮ ॥  
 তং ভক্তকান্তঃ প্রণতং ধরণ্যাং ।  
 উত্তিষ্ঠ বৎসেতি বদন্থ করাজৈঃ ।  
 উথাপর্যামাস ভুজৌ গৃহীত্বা  
 সংস্পর্শহর্ষোপচিতৌ ক্ষণেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যো বৈয়ামিকে

একাদশোঃধ্যায়ঃ

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষয়গ্রাহসংকুলে ।  
 পুল্লদারধনৈ বার্ত্ত স্তৎ কপং তার্যতে বিভো ।  
 তদুপায়ং মহাদেব কথয়স্ব রূপানিধে ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং ।  
 হরে নাম হরে নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মঙ্গলং ॥ ২ ॥

इति वदन्ति ये नित्यं नहि तान् बाधते कलिः ।

अन्तरान्तरकर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेत् ॥ ७ ।

कृष्कृषेति कृषेति कृषेत्याह पुनःपुनः ।

तन्नाम तैव मन्नाम योजयित्वा व्यतिक्रमात् ॥ ८ ॥

सोऽपि पापात् प्रमुच्येत तूलराशिमिवानलः ।

जयतेत्येव जयतेवाथ श्रीशकपूर्वतः ॥ ९ ॥

तद्धमे मङ्गलं नाम जपात् पापात् प्रमुच्यते ।

दिवानिशि तथा सक्या सर्वकाले च संस्मरेत् ॥ ७ ॥

अहर्निशं स्मरन्नाम कृष्कं पश्यति चक्षुषा ।

अशुचिर्वा शुचिर्वापि सर्वकाले च सर्वदा ॥ ९ ॥

पशुषोनिं भ्रमन् वापि पक्षिषोनिं भ्रमन्पि ।

नाम संस्मरणादेव संसारान्मुच्यते ऋणात् ॥ ८ ॥

नानापराधयुक्तस्य तन्नामापि च हस्त्यघं ॥ ९ ॥

यत्त त्रेतं तपो दानं सापायं तं कर्त्तुं युगे ।

गङ्गास्नानं हरेर्नाम निरुपायमिदं द्वयी ॥ १० ॥

इत्यावृतं पानमहश्चमुत्रं

शुक्लङ्गाकौटिनिषेवनम् ।

श्रेयान्यशेषाणि हरिप्रियेण

गोविन्दनाम्ना निहतानि मद्याः ॥ ११ ॥

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाह्यान्तान्तरं शूचिः ।

नाम संस्मरणादेव तथा तं पादचिन्तनात् ॥ १२ ॥

शुक्लसेवाथवा कुर्यात् कर्त्तुं हरिकीर्तनात् ।

सौवर्णीं राजतां वापि पाषाणनिर्मितामपि ॥ १३ ॥

पादयोश्चाङ्कितां कृत्वा पूजां क्वैव समाचरेत् ।

दक्षिणस्य पदान्पूर्वमुखे चक्रेत् विभुर्भुङ्क्ते ॥ १४ ॥

তত্র নম জনস্যোগ্রসংসারচ্ছেদনায় সঃ  
 মধ্যমাঙ্গুলিমূলে তু ধতে কমলমূচ্যতঃ ॥ ১৫ ॥  
 ধাতুশ্চিত্তদ্বিরেকাণাং লোভমায়াতি শোভনং ।  
 পদ্যস্যোধো ধ্বজং ধতে সর্কানর্থজয়ধ্বজং ॥ ১৬ ॥  
 কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনং ।  
 গাফির্মধ্যেহক্লুণং ভক্তচিত্তেভশমকারণং ॥ ১৭ ॥  
 সর্কবিদ্যা প্রকাশায় ধতে চ ভগবানজঃ ।  
 তস্মাদ্গোবিন্দমাহাত্ম্যানন্দরসমন্দিরং ॥ ১৮ ॥  
 শৃণুযাৎ কীর্তয়েন্নিত্যং স নিম্মুক্তো ন সংশয়ঃ ।  
 মাহাত্ম্যং বৈষ্ণবং শ্রেষ্ঠা পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥  
 মাসকৃত্যং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোঃ প্রীতিকরং পরং ।  
 জৈষ্ঠ্যেষ্ঠেতু স্নাপনং কুর্যাৎ শ্রীবিষ্ণোঃ স্নানবাসরে ॥ ২০ ॥  
 দৈনন্দিনন্তু হুরিতং পক্ষমাসানুবর্ষজং ।  
 ত্রেক্ষহত্যাসহস্রানি জ্ঞানাজ্ঞান কৃতানিচ ॥ ২১ ॥  
 স্বর্গস্তেয়স্তরাপানগুরুতপ্পাষুতানিচ ।  
 কোটিকোটিসহস্রানি হুপপাপানি যানিচ ॥ ২২ ॥  
 সর্কান্যপি শ্রণশ্যন্তি পৌর্ণমাস্যান্তু বাসরে ।  
 অভিষিঞ্জেচ্চ তন্মূর্দ্ধি তদেতৎ কলমোদকং ॥ ২৩ ॥  
 পুরুষসূক্তেন মন্ত্রেণ পাবমানী ঋচা তথা ।  
 নারিকেলোদকেনাথ তথা তালফলামুনা ॥ ২৪ ॥  
 রত্নোদকেন গন্ধেন তথা পুষ্পোদকেন চ ।  
 পঞ্চেপচারৈ রারাধ্য তথা বিভববিস্তরৈঃ ॥ ২৫ ॥  
 ঘংঘণ্টায়ৈ নম ইতি ঘণ্টাবাদ্যং নিবেদয়েৎ ।  
 পাদে তস্য মহাধ্বানৌ ধ্বস্তপাতকপঞ্চমৌ ॥ ২৬ ॥  
 গাহি মাং পাপিনং ঘোরং সংসারগণবপাতিতং ।



যএবং কুরুতে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ শুচিঃ ॥ ২৭ ॥  
 সৰ্বপাটৈপঃ প্রমুচ্যেত বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ।  
 আষাঢ়শুক্লাদশ্যাং কুর্যাৎ স্বাপং মহোৎসবং ॥ ২৮ ॥  
 আষাঢ়ে চ রথং কুর্যাৎ শ্রাবণে শ্রবণাবিধিং ।  
 ভাদ্রেচ জন্মদিবসে উপবাসপরো ভবৎ ॥ ২৯ ॥  
 প্রমুপ্তঞ্চ পরিবর্ত্ত মাশ্বিনে মাসি কারয়েৎ ।  
 উখানং শ্রীহরেঃ কুর্যাৎ অন্যথা বিষ্ণুদ্রোহকৃৎ ॥ ৩০ ॥  
 শুভে চৈবাশ্বিনে মাসি মহামায়াঞ্চ পূজয়েৎ ।  
 কার্ত্তিকে মাসি যৎ কৃত্যং শূনু দেবি বরাননে ॥ ৩১ ॥  
 সপ্তবর্ত্ত্যাঃ প্রমাণেন দীপঃ স্যাচ্ছতুরাঙ্গুলঃ ।  
 পিফান্তে চ প্রকর্ত্তব্যো দীপমালাবলিঃ শুভা ॥ ৩২ ॥  
 মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাঞ্চ সিতবস্ত্রকৈঃ ।  
 পূজয়েজ্জগদীশঞ্চ তৃণবস্ত্রে বিশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥  
 পৌষে পুণ্যাভিষেকে চ বর্জ্জয়েচ্চন্দনং তথা ।  
 সংক্রান্ত্যাং মাঘমাসে চ সাধিবাসিততপুলান্ ॥ ৩৪ ॥  
 নিবেদ্য বিষ্ণবে ভক্ত্যা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।  
 জীবনং সৰ্বভূতানাং জনকস্তুং জগদগুরো ॥ ৩৫ ॥  
 তন্ময়া লীলতা প্রাপ্তা ত্বয়ৈব জনিতা প্রভো ।  
 সকপূরাণি দেব্যাণি স্নাতাকানি নিবেদয়েৎ ॥ ৩৬ ॥  
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ভক্ত্যা দেবদেবপুরস্থিতান্ ।  
 অভ্যর্চ্য ভগবদ্ভক্ত্যা দ্বিজাংশ্চ ভগবদ্ধিয়া ॥ ৩৭ ॥  
 একস্মিন্ ভোজিতে ভক্তে কোটি ভবতি ভক্তিতঃ ।  
 বিপ্রভোজনমাত্রেণ কর্ম সাক্ষং ভবেদ্ক্রবৎ ॥ ৩৮ ॥  
 পঞ্চম্যাং শূক্লপক্ষেতু স্নাপয়িত্বা চ কেশবং ।  
 পূজয়েদ্ভগবদ্ভক্ত্যা চূতপল্লবসম্মিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

ফল্লুচূর্নৈশ্চ বিবিধৈর্বাণিতৈঃ পটবাণিতৈঃ ।

কাননং রমনীয়ঞ্চ প্রদীপ্তদীপদীপিতং ॥ ৪০ ॥

দ্রাক্ষক্ষুরস্ত্রাজম্বীরনাগরঙ্গকপূগকং ।

নারিকেলঞ্চ ধাত্রী চ বংশতালহরীতকী ॥ ৪১ ॥

অনৈশ্চ বৃক্ষষট্শ্চ সর্ব্বভূকুসুমচিতং ।

পুষ্পৈশ্চ বিবিধৈশ্চৈব ফলপুষ্পসমন্বিতং ॥ ৪২ ॥

বিতানৈঃ কুসুমোদ্যানৈর্বারিপূর্ণঘটৈস্তথা ।

চূতশাখোপশাখাভিঃ শোভিতং ছত্রচামরৈঃ ॥ ৪৩ ॥

বিশেষতঃ কলিযুগে দোলোৎসবো বিধীয়তে ।

ফাল্লুনে চ চতুর্দশ্যা মঘমে যামসংজ্ঞকে ॥ ৪৪ ॥

অথবা পৌর্ণমাস্যান্তু প্রতিপৎসন্ধিসন্ধিতে ।

পূজয়ে দ্বিধিবস্তুকৃত্য ফল্লুচূর্নৈশ্চতুর্বিধৈঃ ॥ ৪৫ ॥

সিতরক্তৈর্গৌরপীতৈঃ কপুরাদিবিমিশ্রিতৈঃ ।

হরিদ্রাক্ষারযোগাচ্চ রঙ্গরম্যৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অনৈর্বা রঙ্গরম্যৈশ্চ প্রীগয়েৎ পরমেশ্বরং ।

একাদশ্যাং সমারভ্য পঞ্চম্যান্ত্যং সমাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

পঞ্চাহানি ত্রাহানি স্যু দোলোৎসবো বিধীয়তে ।

দক্ষিণাভিমুখং কৃষ্ণং দোলঘানং স্কন্ধনরাঃ ॥ ৪৮ ॥

দৃষ্টাপরাধনিচরৈ মুক্তা স্তে নাত্র সংশয়ঃ ।

নিষ্কিপ্য জলমাত্রৈ তু মাসে মাধবসংজ্ঞিতে ॥ ৪৯ ॥

সৌবর্ণপাত্রৈ তাম্বে বা রৌপ্যে বা স্নায়ৈ হপি বা ।

তোয়স্বং যোহর্চয়েদেবং শালগ্রামসমুদ্ভবং ॥ ৫০ ॥

প্রত্যহং বৈ মহাভাগে তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে ।

দাম্ভাচারোপণং কৃত্বা শ্রীবিষ্ণোচ সমর্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥

বৈশাখ্যাং শ্রাবণে ভাদ্রে কন্তব্যঞ্চ তদপর্ণং ।

वैशाखे च तृतीयांशः जलमध्ये विशेषतः ॥ ५२ ॥

अथवा मण्डपे कुर्यात् मण्डले वारहङ्गजे ।

सुगन्धचन्दननाम्न सुपुष्पाङ्गे दिने दिने ॥ ५३ ॥

यथाप्रयत्नतः कार्यः कृशाङ्गे नैव पूजितः ।

चन्दनाङ्कुरकस्तूरीकुष्ठं कुङ्कुमरोचना ॥ ५४ ॥

जटाभांसी वटा चैव विशेषगन्धास्तुथा ।

एतैर्गन्धयुतैश्चापि अङ्गानि परिलेपयेत् ॥ ५५ ॥

सुस्तम्बं तुलसीकाष्ठं कर्पूराङ्कुरयोगतः ।

अथवा केशवैर्षोज्यं हरिचन्दनमुच्यते ॥ ५६ ॥

अस्मिन् काले कृष्णभक्त्या ये प्रपश्यान्ति मानवाः ।

तेषां न पुनरावृत्तिः कृष्णकोटिशतैरपि ॥ ५७ ॥

सुगन्धिमिश्रितैस्तैः स्नापयित्वा जगद्गुरुं ।

अथवा पुष्पमध्ये च स्नापयेज्जगदीश्वरं ॥ ५८ ॥

स्रन्दावनं तत्र कृत्वा उपस्कृतकलानि च ।

विष्णुभक्त्येन योगेन भोजयेत्तदशेषतः ॥ ५९ ॥

नारिकेलफलं नीरं कोषण्णं च द्वापयेत् ।

कर्णफलं पानसं कोषण्णं च दीयते ॥ ६० ॥

यथा पठेत्तथा दद्यात् यथाशक्तिनिरोगतः ।

दध्ना विमिश्रितं चान्नं घृतनाम्न च द्वापयेत् ॥ ६१ ॥

पाचितं पिष्टकं धातुर्यथादशघृतेन च ।

तैलैश्च तिलसं मिश्रैः फलं शुद्धं च द्वापयेत् ॥ ६२ ॥

वदयदेवाग्र्यं श्रेयस्तददीशाय कर्षयेत् ।

दद्यात् नैवेद्यवस्त्रादीनां दत्तं कथञ्चन ॥ ६३ ॥

त्यक्तव्यं विष्णुर्दिशति तदुक्तैर्भक्त्या विशेषतः ।

इति ते कथितं किञ्चिद् समाप्तं महेश्वरि ।

গোপুব্যঞ্চ প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্শ্বতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাঙ্গবর্ণনশাস্ত্রবর্গে

বোণাধিকার ইহ চেদলমন্যপাটৈরঃ ।

তৎপ্রেমভাববলভক্তিবিলাসনাম—

হাঁসেযু চেৎ যদি রতিঃ কিমু কামিনীভিঃ ॥ ৬৫ ॥

তঞ্জেতমা বিভজতাং ব্রজবালকেন্দ্রং

সুন্দাবনং ক্ষিতিতলং যমুনাঙ্গলঞ্চ ।

তল্লোকনাথপদপঙ্কজধূলিভিশ্চেৎ

লিপ্তং বপুঃ কিল সখাঙ্গুরুচন্দনাদৈর্যঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্যো বৈয়াকিকৈ ।

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

সম্পূর্ণম্





